

সকল প্রজ্ঞাপ্তি পুস্তকঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী
কলিকাতা—
৩৫

শাক্ত পদাবলী

[চয়ন]

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়

• সম্পাদিত



• ১৯৪২


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত

BCU • 3092

254310

MADE IN INDIA

Published by the Calcutta University and Printed by
Mr. S. N. Guha Ray, B.A., at Sree Saraswaty Press Ltd.,
32, Upper Circular Road, Calcutta.



উৎসর্গ

ভারতমাতার

মুখোজ্জলকারী সন্তান

পরম শ্রদ্ধেয়

ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ

এই

‘শান্তি-সদাবলী’

সমর্পিত

হইল

বিষয়-সূচী

গানের সূচী	...	১৮০—১৮০
ভূমিকা	...	১৮০—২৮০
বাল্যলীলা	...	৩—৬
আগমনী	...	২—৭০
বিজ্ঞান	...	৭৩—৮৮
জগজ্জননীর রূপ	...	৯১—১১৬
মা কি ও কেমন	...	১১৯—১২৭
ভক্তের আকৃতি	...	১৩১—১৮০
মনোদীক্ষা	...	১৮৩—২০২
ইচ্ছাময়ী মা	...	২০৫—২০৭
করুণাময়ী মা	...	২১১—২১৩
কালভয়হারিণী মা	...	২১৭—২২০
লীলাময়ী মা	...	২২৩—২২৬
ব্রহ্মময়ী মা	...	২২৯—২৩২
মাতৃপূজা	...	২৩৫—২৩৮
সাধন-শক্তি	...	২৪১—২৪৬
নাম-মহিমা	...	২৪৯—২৫৭
চরণ-তীর্থ	...	২৬১—২৬৪
পাঠান্তর	...	২৬৫—৬৬
গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা	...	২৬৭—২৭৪
গ্রন্থ-পঞ্জী	...	২৭৫—২৭৮



গানের সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অ		
অকারণে বুঝা অমে	নন্দকুমার রায় (মহারাজা)	১৩৭
অতি ছুরাধা তারা	কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজা)	১৭২
অপরূপ কামিনী	মহাতাব্ টাদ (মহারাজা)	১০৮
অপরূপ কে ললনা	ঐ	১০৮
অন্তর পদ সব লুটালে	রামপ্রসাদ সেন	১৫৭
অন্তরে ব্রহ্মময়ী	ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ান)	১৫৩
অভেদে ভাব রে মন	রামলাল দাস দত্ত	১২৩
আ		
আজ শুভনিশি পোহাইল	রামপ্রসাদ সেন	৪৪
আদর ক'রে হৃদে রাখ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	২০০
আনি তারা স্বরায় গিরি	গৌ (অক্ষ)	২৩
আনন্দে মগনা শিখরী অঙ্গনা	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২
আপনারে আপনি দেখ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১২৯
আমার কি ধন দিবি	রামপ্রসাদ সেন	১৫৮
আমায় ছুঁয়ে না রে শমন	নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	২১৮
আমার দেও বা তবিলদারী	রামপ্রসাদ সেন	১৫৯



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমার দে মা পাগল করে	অজ্ঞাত	১৭০
আমার উমা এলো	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৪৬
আমার উমা সামান্ত মেয়ে নয়	রামপ্রসাদ সেন	৩
আমার ঐ ভয় মনে	দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী	৭৫
আমার গৌরীয়ে লয়ে যায়	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৮৪
আমার মনে আছে এই বাসনা	অজ্ঞাত	৯
আমার মা নয় সামান্ত মেয়ে	রামলাল দাস দত্ত	১২৩
আমি অই খেদে খেদ করি	রামপ্রসাদ সেন	১৩২
আমি ঐ ভয়ে মুদ্রিবে আমি	কালিদাস চট্টোপাধ্যায়(কালী মির্জা)	১২৬
আমি কি আটানে ছেলে	রামপ্রসাদ সেন	২৪৩
আমি কি দুখেতে উরাই	ঐ	১৪৭
আমি কি হেরিলাম	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১১
আমি নই তোমার গুরুপ ছেলে	গুরুদাস চক্রবর্তী	২৪৬
আর মন বেড়াতে বাবি	রামপ্রসাদ সেন	১২৪
আর মা সাধন-সময়ে	রসিকচন্দ্র রায়	২৪৪
আর অস্ত্রমান করিস নে মা	মদন মল্লিক	৪৮
আর কতকাল ভুগবো কালী	প্যাথীমোহন কবিরত্ন	১৩৮
আর কতদিন ভবে	রজনীকান্ত সেন	১৩৯
আর কাজ কি আমার কাশী	রামপ্রসাদ সেন	২৬২
আর কি তারা ভয় মিপদে	ঈশ্বরচন্দ্র দাস	২৫২
আর কেন কাদ রানি	অজ্ঞাত	২২
আর জাগাস্ নে মা	রাধিকাপ্রসন্ন	৫
আর ভুলালে ভুলবো না	রামপ্রসাদ সেন	২৪২

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

ই

ইসলামগী তারা গো

রসিকচন্দ্র রায়

২০৫

উ

উমা গো যদি দয়া কোরে

উদয়চাঁদ বৈরাগী

৪৯

উমার কারণে প্রাণে

মনোমোহন বসু

৪৪

উল্লসিনী নাচে রণরঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

উ

উর্দ্ধ জটাজুট

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০৩

এ

এই বেলা মন নে রে ডেকে

শ্যামসুন্দর কবিরত্ন

১৯১

একি রূপ অপরূপ

মহাতাৰ্ণাট্য (মহারাজা)

১০৮

একি রূপ নয়নে

ঐ

১০৫

একি রূপ হেরি

ঐ

১০৯

একি রে হইল আমার

দাশরথি রায়

১২৭

এখনো কি ব্রহ্মময়ি

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজা)

১৩৪

এবার আসি বুঝবো হরে

রামপ্রসাদ সেন

২৪১

এবার আসি ভাল ভেবেছি

ঐ

২৩১

এবার কালী তোমার খাব

ঐ

২৪৫

এমন করে আর কতদিন

রসিকচন্দ্র রায়

১৮৮

এমন দিন কি হবে তারা

রামপ্রসাদ সেন

১৭১

এলি গো কৈলাসেশ্বরী

রসিকচন্দ্র রায়

৬৬

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
এলোকেলী এলো কে রেণে	শিবচন্দ্র রায় (মহারাজা)	১১২
এলো গিরি নন্দিনী ল'য়ে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৪৫
এ সব কেপা মায়ের	রামপ্রসাদ সেন	২২৫
এস মা, এস মা উমা	জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ	৮৬
এসেছিল মা থাক না উমা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৬৯

ঐ

ঐ ছারে বাজে ডব্বর	অজ্ঞাত	৮১
-------------------	--------	----

ও

ও কে রে মনোমোহিনী	রামপ্রসাদ সেন	১১৭
ওগো উমা আর গো	মহেন্দ্রলাল বর্মান (রাজা)	৫৭
ওগো তারা গো মা	রত্ননাথ দাস	১৪৮
ওগো রাণি, নগরে কোলাহল	রামপ্রসাদ সেন	৪৩
ও মা কালী মৃতুমালী	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২৪৩
ও মা কেমন করে পরের যারে	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৫৮
ও মা কেমন মা কে জানে	ঐ	২৪৫
ও মা হর শ্রী তারা মনের দুঃখ	রামপ্রসাদ সেন	১৪৭
ওরে সবমী নিশি	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৭৬
ওহে গিরি কেমন	শিবচন্দ্র রায়	২০
ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৭
ওহে মগরাজ হে	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য	২৪
ওহে প্রাণনাথ গিরিবর	রামপ্রসাদ সেন	৮৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ওহে মহারাজ	বনোয়ারীলাল রায়	৪৮
ওহে হর গঙ্গাধর	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১০
ক		
কবে যাবে বল গিরিরাজ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১২
কবে সমাধি হবে স্ত্রীমা-চরণে	নন্দকুমার রায় (দেওয়ান)	১৭৮
কর্মদোষে জন্মভূমে এসে	পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৮
কর কর নৃত্য নৃত্যকালী	দশরথি রায়	১৭৫
কর গো দক্ষিণে কালী	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	১৭৬
করণী কুরু মে করণী	কিশোরীমোহন শর্মা	১৬২
কাজ কিরে মন যেহে ক	রামপ্রসাদ সেন	২৪৩
কালকে ভোলা এলে	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৭৫
কাল এসে, আজ উমা	বিক্রাম চট্টোপাধ্যায়	৭৪
কাল-ভয়ে কি ভয় আছে	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	২১২
কাল খপনে শকরী-মুগ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১২
কালী এই করে কাল এলে	অজ্ঞাত	১৭৪
কালী কল্পতরু মূলে	কালিদাস সরকার	১২৩
কালী কালী বল রসনা	রামপ্রসাদ সেন	২৫২
কালী-পদ-আকাশেতে	নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৮৩
কালী হলি মা রাসবিহারী	রামপ্রসাদ সেন	১২০
কি কবে প্রাণ ধরে	প্যারীমোহন কবিরত্ন	২৭
কিহরে করুণাময়ী	নরচন্দ্র রায় (কুমার)	১৫৮
কি দিয়ে করিব পূজা	ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ	১৬৭
কি শুনাতে গিরিবর	অজ্ঞাত	৮০



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কি হলো নবমী নিশি	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৮০
কৃষ্ণপন দেখেছি গিরি	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৪
কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা	মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)	১০২
কে ও একাকিনী	ঐ	১০১
কে ও কাঙ্ক্ষিনী	কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়	২৫
কে ও বিবসনা	মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)	১০৬
কে ও বিহরে	কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা)	২২
কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা	ভারতচন্দ্র রায়	২৪৯
কে জানে গো কাণ্ডী কেমন	রামপ্রসাদ সেন	২২৯
কে জানে মা তব তত্ত্ব	রসিকচন্দ্র রায়	২২৯
কে তুমি শিররে বসে	পুণ্ডরীকাক মুখোপাধ্যায়	২১২
কৈদেছি আপন দোষে	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২১৩
কেবল আগার আশা	রামপ্রসাদ সেন	১৬১
কে বলে আ মরি	হরিনাথ মজুমদার (কান্দিলা কিকিরচাঁদ)	২৭
কে বলে কালী কালো	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	২৮
কেমনে মা ভুলে ছিলি	রাজকৃষ্ণ রায়	৫৭
কে রণরঙ্গিনী	ব্রজমোহন রায়	৩৯
কে রে বামা নিবিড় নিরদবরণী	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	২৯
কে রে বামা বারিদকরণী	ঐ	১১০
কৈলাস-সংবাদ শুনে	ঐ	১৮
কৈ হে গিরি	দাশরথি রায়	৩৬
কোথা আছ ও মা তারা	চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫৬



৫/০

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
কোথা গো দক্ষিণে কালী	কেদারনাথ চক্রবর্তী	১৫৬
কোথায় গো মা ভবদারা	তিনকড়ি বিশ্বাস	১৫১
কোলে আর মা ভবদারা	গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)	৪৮
কোলে তুলে নে মা কালী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৭৮

গ

গঙ্গাধর হে শিবলকর	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৩১
গভ নিলিখোগে	রাম বসু	৬২
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি	মদন মাষ্টার	২৫৬
গা তোল, গা তোল উকা	নীলকণ্ঠ মূখোপাধ্যায়	৬৮
গা তোল, গা তোল গিরি	অজ্ঞাত	৬৩
গা তোল, গা তোল, বাধ মা	দাশরথি রায়	৪২
গিরি, আমার গৌরী এসে	রামচন্দ্র মালী	৬৪
গিরি, উমা-সঙ্গে এসে	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৮
গিরি, এবার আমার উমা	রামপ্রসাদ সেন	১০
গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে	রত্নকান্ত রায়	৩৭
গিরি, করে আনিলে	ঠাকুরদাস দত্ত	৩৭
গিরি কি অচল হ'লে	রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু)	২২
গিরি, কি সুখাণ্ড হে সমাচার	হরিশচন্দ্র মিত্র	১৩
গিরি, গণেশ আমার	অজ্ঞাত	২
গিরি, গৌরী আমার এসেছিল	দাশরথি রায়	১২
গিরি, প্রাণ-গৌরী আমার	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২২
গিরিবর, আর আমি পারি না	রামপ্রসাদ সেন	৪



৮৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মি. বি. ষায় হে ল'য়ে	দাশবন্ধি রায়	৮৫
গিরিরাজকে ডেকে দে	ঈশ্বর কলক	৩১
গিরিরাজ গমন করিল	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৩০
গিরিরাজ হে জামায়ে এনো	অশ্বচন্দ্র মল্লিক	২৫
গিরিরাণি, হুত নাও তোমার	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৩৫
গিরিরাণী বস্ত্র-সাধন মন্ত্র	ঐ	৪১
গিরি হে তোমার বিনয়	হাম বসু	১৫
গৌরী কোলে ক'রে	ঐ	৫৫

চ

কল চরণে চলে	কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, কালী মিত্রা,	৬
চরণ ধরে আঁচি পড়ে	দ্রাক্ষলাল রায়	১৫২
চিপাময়ী সারা ভূমি	লক্ষ্মীচন্দ্র রায় (বুনার)	১৪৮
চল মা চল মা গোরি	কালীনাথ রায়	৩১

ছ

চিহ্ন ম ভাল জননী গো	অশ্বকাজল রায়	৩০
---------------------	---------------	----

জ

জগত হোমোতে, তোমারি মাথাতে	অজ্ঞাত	১-৬
জনক ভবনে থাকে :	ঈশ্বরচন্দ্র রায়	৩৪
'জয় কালী' 'জয় কালী' বলে	বামকৃষ্ণ রায় (মহাবাজা)	২৫৭
জয় নীলবসনা পদ্মাসনা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১০০
জয়া, বল গো পাটানো হবে না	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৮২



ବିଷୟ	ଲେଖକ	ପୃଷ୍ଠା
ଜୟା, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର-ଜାୟା	ଏ. ଡି. ନି. ମାହେବ	୧୭୨
ଜାନି ନା ରେ ମନ ପରମ କାରଣ	କମଳାକାନ୍ତ ଉଦ୍‌ଘୋଷା	୧୭୫
ଜାନି, ଜାନି ଗୋ ଜନନୀ	ଏ	୧୭୭
ଜାନି ନା କି ବେଳେ ଯାଏଁ ଦୋରେ	ରଞ୍ଜିତ	୧୮୧
ଜେନେହି, ଜେନେହି ବାଦୀ	ବାହୁଲ୍ୟ ନନ୍ଦି (ଦେଓହାନ)	୧୮୩
ଢ		
ଢୁବ ଦେ ମନ କାହା ବାଲେ	ରାମପ୍ରସାଦ ମେନ	୧୮୬
ଟ		
ଟାଳିରେ ଟାଳିରେ କେ ଆସେ	ରାମପ୍ରସାଦ ମେନ	୧୮୮
ଡ		
ଡନର ଡାର ଡାରିଶୀ	ବାହୁଲ୍ୟ ନନ୍ଦି	୧୯୦
ଡାହା ଏବାର ଆମାର	କାଳିନୀ ଉଦ୍‌ଘୋଷା	୧୯୩
ଡାହା କେମି ଅପରାଧେ	କାଳିନୀ ଉଦ୍‌ଘୋଷା	୧୯୫
ଡାହା ତୁମି କହ କହ	ବାହୁଲ୍ୟ ନନ୍ଦି (ଦେଓହାନ)	୧୯୭
ଡାରିଶୀ, ଡବ୍‌ବୋଗେ ବାରିଶ	ବାହୁଲ୍ୟ ନନ୍ଦି	୧୯୯
ଡିମିର ବରଣେ ଡିମିର ନାଶେ	ବାହୁଲ୍ୟ ନନ୍ଦି (ଦେଓହାନ)	୨୦୧
ଡିମିର କି ହଜବେ କଳ	ବାହୁଲ୍ୟ ନନ୍ଦି	୨୦୩
ଡୁଇ ଯା ରେ କି କରିବି ମନ	ରାମପ୍ରସାଦ ମେନ	୨୦୫
ଡୁମି କାର କଥାୟ ଡୁଲେ	ଏ	୨୦୭
ଡୁମି ହୋ ଯା ଡିଲେ ଡୁଲେ	ଗିରିନାଥ ଘୋଷ	୨୦୯
ଡୁସାର ଡବ୍‌ବେ ଡୁଲେ	ସତ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତି (ମହାରାଜା)	୨୧୧



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তোমারি অনন্ত মায়ী	শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজা)	১৭২
সং নমামি পরাংপরী	দর্পনারায়ণ কবিরাজ	১৬৫

খ

খাক্ খাক্ খাক্ নরন-খারী	হরিশচন্দ্র মিত্র	৪৭
-------------------------	------------------	----

ঙ

দিও না আম উমার যেতে	হসিকচন্দ্র রায়	৮৩
দিবানিদি ভাব রে মন	রামপ্রসাদ সেন	২০০
দুর্গা-নামে রর না জীবের	কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরিব্রাজক)	২৬২
দেখে আর তোরা	নবীনচন্দ্র সেন	৪১
দেখে যা গো নগরবাসী	চণ্ডী (অঙ্ক)	৬৭
দেব কারো নয় গো মা'	দালবধি রায়	১৫৭

ধ

ধিরা ভাধিরা নরমালী	শ্রীশচন্দ্র ঘোষ	১১৪
--------------------	-----------------	-----

ন

নন্দি, গিরিনন্দিনী	দালবধি রায়	৭৩
নব জলধরকায়	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১১৬০
নবমী নিশি পোহাল	রূপচন্দ্র পক্ষী	৭২
নাই মন বিদেশ তোমার	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৭
নাচ গো আনন্দময়ী	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা)	১৭৭
নাচ কে রে দিগন্তরী	সৌরমোহন রায়	২৩



১১০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নিবিড় আঁধারে মা চমকে	অজ্ঞাত	২৭
নীলবরনী কে কামিনী	শ্রীমাচরণ ব্রহ্মচারী	১০৫
নীলবরনী নবীন রমণী	শিবচন্দ্র রায় (মহারাজা)	১০৩

প

পড়িয়ে ভব-সাগরে	রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)	১৪৫
পাখি না কাপা মাগেরে	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১২৬
পুরবানী বলে উমার মা	গদাধর মুখোপাধ্যায়	৪৭

ফ

ফাকি দিবে কি আমারে	রামপ্রসাদ সেন	২৪৪
ফিরিয়ে নে তোর বেনের কুলি	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৪২
ফিরে এলে গিরি	রাম বসু	৬৫
ফিরে চাও গো উমা	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৩৬

ব

বল গিরি এ দেখে কি প্রাণ	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৭
বসিলেন মা হেমবরনী	দাশরথি রায়	৫৩
বাজবে গো মহেশের হৃদে	রামপ্রসাদ সেন	১৫৩
ব হাফন দাত্তী	নীলু ঠাকুর	১৬৬
বার বার যে দুখে দিচ্ছে	রামলাল দাস দত্ত	১১২
বারে বারে কহ রাধি	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৮
বাসনাতে দাও আশ্রন ছেলে	নীলম্বর মুখোপাধ্যায়	১৮৭
বিবধা এ কার নারী	মহাতাব্ টাদ (মহারাজা)	১০৭



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিষমোচ্ছল জ্বালা বিস্তাসিত	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৫
বিহরে রণে কে রে বামা	নন্দকুমার রায় (মহারাজা)	১১৫
বুঝ না মন বুঝাইলে	রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)	১৮৪
বোঝাব মাথের বাধা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৬৯
বাঁহাচোন্ত জানা গেল	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৪১

ড

ডক্টিভাবে ডাকড়ে মায়ে	পুলিনবিহারী লাল	২১৭
ডবমে ডুবানী পাইয়া	জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩
ডবের আমা খেলব পাশা	রামপ্রসাদ সেন	১৭২
ডবে সেউ সে পরমানন্দ	রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজা)	৩৬১
ডর কি শমন তোরে	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	২১৯
ডুবন ডুলাইলি মা	নন্দকুমার রায় (মহারাজা)	৩৩৫
ডুবন ডুলালে রে কার কামিনী	হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মহারাজা)	১৫
ডুবনেধরী মার রণে	শিবচন্দ্র সরকার	১০৭

ম

মজিগ মন-ভ্রমরা	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১২৬
মদমত্ত ভাতঙ্গিনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৯৪
মন কবে সেঝিবে কাণী	রোহিণীকুমার বিদ্যাহুধণ	১৮৯
মন কি কথ তবু তাঁরে	রামপ্রসাদ সেন	১৮৪
মন করো না ঘেবাঘেবী	ঐ	১২৭
মন কাণে কালে কাল	কালিদাস (বিদ্য)	১৮৪
মন কেন রে ভাবিস্ এত	রামপ্রসাদ সেন	১৩২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মন-গরিবের কি দোষ আছে	রামপ্রসাদ সেন	২০১
মন গরিবের কি দোষ আছে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	২০২
মন, তুমি এ কালো ঘেরে	শত্ৰুঘ্ন রায় (কুমার)	১২৫
মন, তুমি কি পাগল হ'লে	শ্রীমাচরণ মুখোপাধ্যায়	২২৩
মন, তোমার এই ভ্রম	রামপ্রসাদ সেন	১৮৬
মন, থাক তুমি চুপটি করে	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১২৪
মন পবনের মৌক্য বটে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১২৫
মন যদি মোর ভুলে	রামকৃষ্ণ রায় (সুহৃদি)	১৮০
মম রে কুর্বিলাস জান না	রামপ্রসাদ সেন	১২১
মন-মেতামে বাজনা তব	দেবকীনাথ চৌধুরী	১২৩
মন হাতালে কাজের গোড়া	রামপ্রসাদ সেন	১৮৭
মনেরি বাসনা ক্রমা	দাশরথি রায়	১৭৯
মরলেম তুতের বেগার পেটে	রামপ্রসাদ সেন	১৩৮
মহিমমন্দিরী-রূপে	রঘুনাথ রায় (দেওরান)	১০১
মা আমার ঘুরাবে কত	রামপ্রসাদ সেন	১৩৬
মা আমার আনন্দময়ী	কেশবনাথ রায়	২২০
মা কি শুধুই শিবের সতী	রামপ্রসাদ সেন	২২৪
মাগো তারা ও লক্ষ্মী	ঐ	১৩৫
মাগো রজনী প্রভাত	হরিনাথ মজুমদার (কালিকাকির্তী)	৮৭
মা তোমা নিদ্রা বলে	পদ্মানব তর্করত্ন	২১১
মা তোমার নাইকো মার	দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৪৪
মা বলে কানিলে চেলে	বিক্রাম চট্টোপাধ্যায়	১৪৪



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মা বলে ডাকিস্ না বে	নরচন্দ্র বায় (কুমার)	১৪৬
মা বসন পর	রামপ্রসাদ সেন	১১৯
মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই	ঐ	৯১
মা ধব বাধা হ'ল	নীরমলি পাটনী	২৫৪

য

যশোদা নাচায়ে গো মা	রামপ্রসাদ সেন	১৭৪
যাও তিলিবব হে	কমলাকান্ত হুট্টাচায়া	১১
যা রে শমন এবার ফাঁদে	মুক্তা চন্দ্রেন জালী	২১৭
যেও না, যেও না	নবীনচন্দ্র সেন	৭৮
যেও না বড়নি	মমুদীন চন্দ্র	৭৭
যে ভাবে সারা পদ	দাশরথি বায়	২৬১
যে ভাল করেছ কাল	নরচন্দ্র বায় (কুমার)	১৪৩
যে হয় পাষণ্ডের মেয়ে	ঐ	১৪৬

র

রক্ত নাচে বণ-মাকৈ	কমলাকান্ত হুট্টাচায়া	১১১
রজনী ফুলনী ভূমি পোহায়ো না	অজান্ত	৭৬
রণ-বেশে দেখে মার্ক	বিহাবীলাল সরকার	২৩৬
রাজা কমল বাঙ্গা করে	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৯৬
রাজার মেয়ে রাজনন্দিনী	সারিলীপ্রসাদ জোশিদা	১২৫
রাণি গো, কেবল তে মারি	রমাপতি বায়	২৭

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
শক্তিমান মহামন্ত্র	শ্রীমচরণ ব্রহ্মচারী	২৩৬
শঙ্করি, করুণা কর	জগদ্রাণপ্রসাদ বসু মলিক	২৬১
শরত কমলমুগে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৫৯
শিব যদি মা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২২৪
শিহরি মা মনে হলে	ঐ	৭৪
শুকনা তরু মুগ্ধবে না	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১৩২
সন গো রত্ননি	চরিত্রাপ মজুমদার	
	(কাজাল কিকিরটদি)	৭৩
সুভ সপ্তমীতে সুভ বোগোতে	হর ঠাকুর	৪১
শোন্ রে মন	রামপ্রসাদ সেন	১২৬
শ্রাশান তো ভালবাসিস্	অধিনীকুমার দত্ত	১৭৮
শ্রাশান ভালবাসিস্ বলে	বামলাল দাস দত্ত	১৭৭
শ্রীমাপূজা, কালীপূজা	চরিত্রাপ মজুমদার	
	(কাজাল কিকিরটদি)	২৩৪
শ্রীমা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি	রামপ্রসাদ সেন	২০৪
শ্রীমা মা কি এক কল	অজ্ঞান	২২৪
স		
সকলি তোমারি হৃদা	রামচন্দ্রলাল বন্দী (দেওয়ান)	২০৬
সজল নয়নে তাসি	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	১৫০
সদানন্দমণ্ডী কালী	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	১০৪
সাধনরূপ গ্রাবু খেলা	রসিকচন্দ্র রায়	১২০



১১৮০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সাধের ঘূমে ঘুম ভাঙ্গে না	রামপ্রসাদ সেন	১৮৩
সাবাস মা দক্ষিণা কালী	ই	২০৩
সারাদিন কবেছি মাগো	চন্দ্রনাথ দাস	২৫১

ক

হবে কবে সৈনিক ভবে	নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য	২৭২
হরে মা তুমি গিরীন্দ্র বালিকে	হরমোহন রায়	২৭৪
হর কত অনুমতি *	জগদীশপ্রসাদ বসু মল্লিক	৩২
হৃদয় প্রাসন্ন্যমিবে *	নবীন্দ্র রায়	২৭৫
কংকমলে মকে দোলে	রামপ্রসাদ সেন	২৩১
কংকমলে চিত্তা কর	জগদ্বন্ধু বসু বসু	২২৮
হের হর-মনোমোহিনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২০
হেলায় আমি যাব হরে	কালীপ্রসন্ন গোস্বামী	২৪১

* এই গানটির নীচে ক্রমক্রমে 'অজ্ঞাত' কপাটি ছাপা হইয়াছে।

ভূমিকা

মন ও ইন্দ্রিয় নিগূর্ণ ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে না। তাই নিগূর্ণ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয়ীভূত নহেন। মগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা, ইইয়া থাকে। বেদান্তসারে স্পষ্টই উক্ত ইইয়াছে, মগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক যে মানস বাপার, তাহারই নাম উপাসনা। বাঙ্গালীর এই মানস বাপানের প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়, কালী ও কৃষ্ণ সেখানে প্রায় সর্ববাপক ইইয়া বিরাজ করিতেছেন। "কলৌ কালৌ কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপাল-কালিকা"—তজ্জের এ নির্দেশ বাঙ্গালার হিন্দু যেমন নিবিষ্ট মনে মানিয়া লইয়াছে, ভারতের আর কোন প্রদেশের হিন্দু তেমন পারে নাই।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি, বক্রিমচন্দ্র বাঙ্গালীর কৃষ্ণ-প্রীতি বা কৃষ্ণ ভক্তির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তাহার 'কৃষ্ণ-চরিত্র' পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন—“সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবাব বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না, কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না। বনের পাখী পুখিলে তাহাকে



‘বাদে কল’ শিগই । কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।—বন্ধিমবান্দুর
এ বিরূতি অবস্থা অসত্য নহে, কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখিতে
হইবে যে, তাঁহার ঐ উক্তির মতো যে যে স্থানে ‘কৃষ্ণ’ শব্দ
আছে, সেই সকল স্থানে যদি ‘ছন্দা’ বা ‘কালী’ শব্দ প্রয়োগ
করা যায়, তাহা হইলেও কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় না । কৃষ্ণ-
পূজার প্রচার ও প্রভাব বাঙ্গালা দেশে যেমন, বাঙ্গালার বাহিবে
অন্য কোথাও যে তেমন নাই, তাহা নহে । মথুরা ও বৃন্দাবনকে
অনেকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিকেতন মনে করে । উড়িষ্যা ও
মাদ্রাজ অঞ্চলের নানা স্থানেও বঙ্গদেশের অনুরূপ কৃষ্ণোৎসবের
ব্যাপ্তি দেখা যায় । এদেশের মতন উত্তর ঈশী, মুলান, বাস ও
দোন্ডিয়ায় অন্য অনেক দেশেও হইয়া থাকে । কিন্তু বঙ্গ
বর্গে দুর্গে বৎসর করিয়া বাঙ্গালার হিন্দুর মতন দীর্ঘন সার্থক
কবিত্তে আর কোনও জাতিকে দেখা যায় না । শ্রামা ও
জগদ্ধাত্রীর মূর্তি গড়িয়া যে পূজা আমরা প্রতি বৎসর করিয়া
থাকি, তাহার প্রবর্তকও বাঙ্গালী সাধক । মহাশক্তির এ ভাবে
আরাধনার আয়োজন ও অনুষ্ঠান, অপর কোনও জাতি কবিত্তে
জানে না । কাজেই বলিতে হয়, শ্রীভগবানকে মাতৃভাবে
সাজাইয়া মাতৃভাবাসক্তির পরম পরিচুপ্তি বাঙ্গালী যেমন লাভ
করিয়াছে, তেমন ভূপ্তি-লাভ ভাবতবর্ষের আর কোনও প্রদেশের
কাহারও ভাগে ঘটে নাই । বাঙ্গালীর মতন ‘মা’ বলিয়া
ডাকিতে পৃথিবীর আর কোনও জাতি পারে নাই—বুঝি বা



পরিবেশ না। আমাকে মেয়ে সাজাইয়া যে-সব খেলা এদেশের
ভক্ত ও সাধকেবা পেলিয়াছে, তাহার নিদর্শনও অণু কোথাও
দৃষ্ট হয় না। তাই আগমনী ও বিজ্ঞান গান কেবল বাঙ্গালীই
রচনা করিতে পারিয়াছে, আর কোনও জাতি পারে নাই।
বাঙ্গালা ভাষার ইহা এক অমূল্য সম্পদ। শুধু আগমনী ও বিজ্ঞান
কেন? - রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির রচিত অণু প্রকার
শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত ও ভাবের গোববে ও গঠনেব সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালা
ভাষার এক অপূর্ব এবং অল্পপম সামগ্রী। বৈষ্ণব সঙ্গীতের
শ্রদ্ধা ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অংশ সমুজ্জ্বল করিয়া
রাখিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর একবার বলিয়াছিলেন “আধুনিক
সাধু শব্দবহুল সাহিত্যের পোনের আনা লুপ্ত হইলে আমরা
সবিশেষ দুঃখিত হইব না, কিন্তু চণ্ডীদাসের অথবা রামপ্রসাদের
গানের যদি কেহ সাহিত্য হইতে নির্বাসন বাবস্থা করিতে চাহেন
আমরা ক্ষমতা পাইলে তাহাকে হুসানলে পোড়াইয়া মারিব।”

বৈষ্ণব সঙ্গীত-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের যে আসন, শাক্ত-
সঙ্গীত-সাহিত্যে রামপ্রসাদেরও ঐকি সেই আসন। শাক্ত
সঙ্গীতের সূত্রপাত এদেশে কবে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে
নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব কঠিন। তবে রামপ্রসাদই যে ঐ ক্ষেত্রে
সর্বপ্রথম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাস শক্তিসেবক
ছিলেন, কিন্তু তাহার রচিত কোনও শক্তি বিষয়ক গান দেখিতে
পাওয়া যায় না। বিজ্ঞাপতিও ছিলেন শাক্ত। তাহার সম্বন্ধে

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত “শরীর সাহিত্য” নামক পুস্তকের একস্থানে আছে—“তাঁহার রচিত শিব ও শক্তি বিষয়ক কয়েকটি পদ আছে, যিহিনায় তাহা সচরাচর গীত হইয়া থাকে; সে পদের নাম ‘নাচাড়ী’ কিন্তু বিজ্ঞাপতি রচিত রানাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীর তুলনায় তাহার ‘নাচাড়ী’ গীত সার্থক্য অর্থাৎ অর্থ এবং কবিত্বও নিকৃষ্ট।”—যদিও বাঙালা দেশের অনেক স্থলেই বিজ্ঞাপতি প্রণীত ‘দুর্গা-শক্তি তরঙ্গিনী’র গানে দুগ্ধোৎসব প্রগল্ভ অলুপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার এই সকল গান আমবা দেখি নাই এবং বঙ্গদেশে তাহার প্রচলনও নাই। কবিকল্প চণ্ডীর অনেক স্থলে চণ্ডী স্তব আছে কিন্তু সেগুলিকে কোনক্রমে গান বলা চলে না। এ বিষয়ে প্রথম বাঙালা গান কে বচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিলেও, এ কথা বোধ হয় সকলোই স্বীকার করিবেন যে, গ্রামা মাকে ডাকিবার ভাব, ভাষা ও স্বরের জ্ঞান রামপ্রসাদের নিকট আমবা যতটা স্বর্গী, তত আর কাহারও নিকট নহে। ‘প্রসাদী স্তব’ রামপ্রসাদের এক অপূর্ণ সৃষ্টি। মাতৃত্ববাসক্তি প্রকাশের এমন মন মাতানো শক্তি আর কোনও সঙ্গীতে আছে কিনা, জানি না। কথিত আছে, নবাব সিবাজ্জদৌল্লা এক সময় দূর হইতে তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া গান করিতে বলেন। রামপ্রসাদ নবাবের প্রীতিকর হইবে ভাবিয়া হিন্দী খেয়াল গাহিতে আরম্ভ করিলে নবাব

তাহাকে সম্বোধন না হইয়া বলিয়াছিলেন 'না, না, ও গান নয়, পূর্বে 'কালী কালী' শব্দে যেমন গাতিয়েছিলেন, তেমনি গান গাও।' বাস্তবিক বাঙ্গালীর এস কীর্তনের স্রাব ইহাতেও এক বৈশিষ্ট্য আছে, যেন বাঙ্গালীর কণ্ঠ ও আবাস্ততা ভিন্ন ইহা গান কব সম্ভবপর নহে।

বামনপ্রসাদই বোধ হয় বাঙ্গালার প্রথম ও প্রবল কবি ও সাদক, যিনি বঙ্গসাহিত্যে তা স্রাব ও স্রাবের সময় মোসল, কবিতা গিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন—“বঙ্গ প্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন”, কিন্তু “কালী, ইনি যা বাসবিহাবা—নটবর বেড়ে বৃন্দাবনে,” “ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী” প্রভৃতি স্তম্ভের সময়ের গান যিনি রচিতা গিয়াছেন, তাহাকে ‘বৈষ্ণব বিদ্বেষী’ বলিলে অন্তায় ও অসঙ্গত হয়। কোনও কিছুই বহিবঙ্গের ব্যাপার নটয়, বঙ্গ বাঙ্গ কবিলে তাহাকে বিদ্বেষ বলে না।

যাহা শুউক, পরে ঐ ভাব সময় বরিয়া সাদক কমলাকান্ত গান করিয়া গিয়াছেন—

“জান না বে মন, পদমক বন,

কালী কেবল মেঘে নয়

সে যে মেঘেরই বরণ করিয়ে দাবন,

কখন কখন পুরুষ হয়।”



এই পৰম কাণ্ডটো যে কি এ কেমন, তাহা বুঝি, তা না পাবিলে
 কাম-কামাব কপ বৰ্ণন, এনে এ সামান্য ঠিকমত উপলব্ধি
 হ'ল, সম্ভবপর নহ'ল, এ ক্ষেপে বুঝাওতে গেলো ব'লে হয়
 যে, দগম্বা-কৃত্ত এৰা জগৎপিত্ত এই উচ্চ একি সমষ্টি
 স্বপ্ৰকাশ, চৈতন্য সমুদ্বেগ নহ'ল পৰম কালম যখন পিত্ত
 শক্তিৰ মনো লি। সেই স্বপ্ৰকাশ পদার্থ বসিত হ'ল, তখন
 ইত্যাদি জগৎপিত্ত পদার্থেৰে এৰা এক, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি
 নামে অসিদ্ধি হ'ল হয়। অৰে বেবল মত্ৰেই আশ্রয়
 হ'ল। যখন সেই চিহ্ন সমুদ্বেগ লিবে লক্ষ্য কৰা হয় তখন
 ইত্যাদি জগম্বা, বা পদার্থমূলী ব'ল হয়, সানী, দুৰ্গা, মাতা
 প্রভৃতি এ জগৎপিত্ত ন'ম। ইহা অসিদ্ধি মন-গত কথা নহ'ল।
 অসিদ্ধি মন-গত এই এক নিশ্চয়, দেখিছে পাওয়া যায়।
 গাই এ ব'লে, অসিদ্ধি বৈষ্ণব-বৈষ্ণব বিবেচনী ইত্যাদি অসিদ্ধি
 এক ইহা উহা ব'লি, থাকেই স্বপ্ন এ বিধে হ'লবে,—
 'সংকল্পা কৃষ্ণকল্পাঃ দুঃখনিদ্রা দৈবত'—এই অসিদ্ধি-ই
 প্ৰত্যেক বৈষ্ণব আচ'ৰ্য্য-কল্প দীক্ষা-কালে উপদিষ্ট হইয়া
 থাকে। ইহাও এনে অসিদ্ধি মন-গত নিদ্রা আছে। কপাল,
 নাম, ১৪-এ-এ প্রভৃতি কেবল উপাসকগণেই বুঝিব লাগে,
 'সানকল্পা হি ত্রাথ, এ অসিদ্ধি কপকল্পা'—ইহা অসিদ্ধি কথা।

—গব'ন্ বাধ্য মনো অগোচর (অবাধ্য মনসগোচর),
 অথচ তিনি বসন্তকপ "বসো বৈ সঃ"। এই বসন্তকপ আনন্দ

স্বরূপ পবনেশ্বর কেবলমাত্র অম্ব অম্বুভূতির যোগ্য। তাহা
এই আনন্দ স্বরূপকে উপাসনার বিনয়ীভূত করিলে তবে ঐ
আনন্দ আত্মার বাক্যমোহাবৃত্তি গোচর হইল থাকে। এই
উপাসনার মূল লিঙ্গ মনকেই কল্পিত হয়। অর্থাৎ মনকেই
ভাববসের দ্বারা, চিত্ত ও অমুক্তির প্রত্যয়ের দ্বারা লিঙ্গ
আকারিত হয়। লিঙ্গ বসের মূর্তি—ভাবের মূর্তি। সাধক-
শ্রেষ্ঠ বামপ্রসাদ বসিদ্ভট্টন—“সে যে ভাবের বিষয়, তাই বাস্তব
অভাবের কি মর্যাদা পায়”। এই ভাব লিঙ্গমূর্তি কি?—যে ভাব
সাধারণ্যে লগ্নবসের মূর্তি নহে, অর্থাৎ মনকেই মূর্তি
ভাব। ভাব বসে, লিঙ্গ বিস্তার হইলেই আত্মার একান্ত
আশ্রয় হয়—আত্মার লিঙ্গ লিঙ্গ পদমহা-সদেবও বসিদ্ভট্টন—
“ভাব কি ভাব? ভাব (ঈশ্বর)। সত্য একতা সত্যক ভাব—
এই নাম”।—এই সত্যক আত্মপট আত্ম-চিত্ত-মনের প্রথম
কথা। যে নাম ও রূপ নাই, চিত্ত-মনের উত্তম সেই নাম
ও রূপ ঐ ভাবের বসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সব বৃত্তিতে
ন পাণ্ডিত্য হিন্দুর দেবদেবীর উপাসনা হইত বুঝা যাউবে না,
উৎসব আনন্দের মধ্যও বুঝা যাউবে না, আর আত্মার
বৈষ্ণব পদাবলী ও অনিচ্ছা-শক্তি সত্যকেই রূপ উপলব্ধি
সম্ভবপর হইবে না। মনে বাসিত হইবে, ভাব ও চিত্তই
ঐ কয়টি পদার্থের প্রাণ, এবং উহাদেরই প্রভাবে আত্মার
জ্ঞানীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছে।

বন্ধকে মাতৃরূপে উপাসনার চিত্তের যে ধার আছে, তাহা
 যাহারা জানেন না, বাঙ্গালীর মন-কাণ্ডের কোনও সংবাদ না
 বাগিনা, যাহারা ঐচ্ছান পণ্ডিতগণের গবেষণামুসারে দুর্গা কালী
 শিবপূজা প্রভৃতিকে অসত্য বন্ধের অন্যথা জাতিদিগের ভূত-
 পূজার অকার্যবাহু মাত্র মনে করেন, শক্তি-বিসম্বন্ধ মঙ্গীতে
 তাহারা কোনও রস বা কবিত্ব দেখিতে পাষ্টবেন কিনা মনেহের
 বিষয়। তবে অবসার কথা এত যে, পুরুষাত্মক অমর, মা
 বলিষ্ঠ, অসিত্তি, এম পৈতৃক মঙ্গল (Heredity)
 আমাদের প্রকৃতির সহিত গাথা আছে,—হাতা হোতা ছিঁড়িব
 নহে। মনে পড়ে, বহুদিন এক বার নিশ্বাসিচ্ছিলেম—“একদিন
 বসাকালে গঙ্গারীন্দ্র কেন তখনে বসিয়াছিল। প্রদোষকাল—
 প্রকৃতি চন্দ্রালোক বিকাল বিকীরণ ভগ্নীর্ণ লক্ষ বীচি
 বিক্ষেপণালিনী—মুদ্র পবন হিলোলে এবং ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকর
 মালা লক্ষ ভাবকার মত ছুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে
 বাবা গায় বসিয়াছিল, হাতের নাচে দিয়া বগাব ভীষণগামী
 বাবিশি মুদ্র বব কনিদা ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে
 নৌকা, আলো, এবং চন্দ্রশি। কাবের বাজা উপস্থিত
 হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়ি, মনের তৃপ্তি সাধন করি।
 ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না; ইংরেজির সঙ্গে এ
 ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস, লব্ধতি
 অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—তাহাতেও তৃপ্তি



১৬৬/০

হইল না। চূর্ণ করিয়া বহিলান। এমন সময়ে গঙ্গাঙ্গ
হইতে সঙ্গীত ধ্বনি শুন্য গেল। ছেলে ছাল বাহিতে বাহিতে
গাতিতেছে—

“সামো আছে মা মনে,
দুর্গা বলে প্রাণ তাজিব
জাহ্নবী-জীবনে”।

তখন প্রাণ ছুঁইল—মনের ছব মিলিল—বাঙ্গালী ভাষায়
বাঙ্গালীর মনের আশা স্তমিত পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবনে
দুর্গা বলিয়া প্রাণ তাজিব বটে, তাহা দুর্কিলাম। তখন
সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময়ী দুর্গা, সকল
গঙ্গার বলিয়া বোধ হইল—এতদ্বয় পূর্বে বলিয়া বোধ
হইতেছিল—“বাসবিক বাঙ্গালী ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণের স্বর,
মনের আশা, হৃদয়ের ছব স্তমিত হইলে শান্ত সঙ্গীতের মত
আব কিছু আছে কিনা জানিনা, মা গঙ্গার পলিমাটি হ্রদ
স্থলে মা'কাইল বাঙ্গালীদেহ হইয়াছে, যেন মাতৃশ্রেহ স্বর বিহীন
হইয়া এই দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সেই মাতৃর গড়া
দেশে মাতৃর ছেলেরা যুগে যুগে মাতৃর প্রভাবে মাতৃনাম কত
বকমে উচ্চারণ করিয়াছে, মাতৃর লীলা কেমন অনন্ত মাদুরী
মাগাইয়া প্রচার করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।
বাঙ্গালার পাঠকবর্গকে সেই অনির্বচনীয় মাদুরী-মাথা গানের
কথকিৎ পরিচয়-পদান-উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল

[illegible][illegible]



আশা করি না। তবে নির্বাচন যাহাতে ভাল হয়, সেপক্ষে যত ও পবিত্রতার ক্রটি করি নাই।

এই গ্রন্থ সম্পাদন-কালে আমার মোদবপ্রতিম স্বহৃদ অনাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নানাকপ সুপারিশ দিয়া আমার উপকার করিয়াছেন। কিন্তু এজন্য তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম না। কারণ, তাহার সহিত আমার যে পীড়িত সঙ্গ, তাহাতে ধন্যবাদ দেওয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা শোভন হইবে বলিয়া মনে করি না। ইতি—

দশহরা
৮ই আষাঢ়, ১৩৪২
কলিকাতা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়



বাল্যলীলা



শাক্ত পদাবলী

বাল্যলীলা

১

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয় ।

গিরি, তোমারি কুমারী—তা নয়, তা নয় ॥

স্বপ্নে হা দেখিছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয় ।

ওহে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥

রাজরাজেশ্বরী হয়ে হান্ত বদনে কথা কয় ।

ওকে গুরুড়-বাহন কালো বরণ, ঘোড় হাতেতে কবে বিনয় ॥

প্রসাদ ভণে, মুনিগণে যোগ ধ্যানে যারে না পায় ।

তুমি গিরি দত্ত ! হেন কণ্ঠা পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ॥

রামপ্রসাদ সেন



শাক্ত পদাবলী

২

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ।

উমা কেনে করে অভিম্বান, নাহি কবে স্তম্ভপান,

নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,

বনে উমা, ধবে দে উহারে ।

কাদিয়ে ফুলালে অঙ্গি, মলিন শু মুখ দেখি,

মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,

যেতে চায় না জানি কোথারে ।

আমি কহিলাম তায়, চান কি রে ধরা যায়,

ভ্রমণ কেলিয়ে মোরে মারে ॥

উঠে বসে গিরিবর, কবি বহু সমাদর

গৌরীয়ে লইয়া কোলে করে ।

সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লগ্ন শশী,

মুকুর লইয়া দিল করে ॥

মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাশুখ,

বিনিদিত কোটি শশবরে ।



শিবামপ্রসাদে কয়, কত পূণ্য পুণ্ডর,

জগতজননী ঘর ঘরে ।

কহিতে কহিতে কথা, স্থনিদ্রিতা জগন্মাতা,

শোয়াইল পালক উপরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩

আর জাগাসনে মা জয়া, অবোধ অভয়া,

কত কবে' উমা এই ঘুমাল ।

•মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার—

মাঘের চকল স্বভাব আছে চিরকাল ।

কাল উমা আশাও এল সন্ধ্যাকালে,

কি জানি কিরূপে ছিল বিবস্মুলে,

বিবস্মুলে স্থিতি করিয়ে পাক্ষতী

জাগিয়ে যামিনী পোহাল ।

উপবোধ উমা এড়াতে না পেরে,

সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে ;

সন্ধ্যা বেলা অবশ হল ঘুমেব ঘোরে—

মাঘের মুখের পান মুখে রহিল ।



শাক্ত পদাবলী

উমার সঙ্গে জুড়া যদি করবি খেলা,
খেলবি গো জুড়া জাগিলে মকলা,
দ্বিজ বাধিকা বলে, উমা না জাগিলে,
জগতে কে জাগিবে বল ।

রাধিকাশ্রম

৪

চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী,
তরুণ অরুণ যেন চরণ ছ'খানি ।
জননী হাত ধরা, হাটিছে সুখা অধরা,
আনন্দে অধীৰ ধরা, ধন্য ধন্য গণি ॥
অচিন্ত্যব্যক্তকপিলী, ভক্ত মন অহুমানি,
হিমালয়েব আলয়ে পরব্রহ্ম সনাতনী ।
সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী কালী বলে,
কালিকে গিবিবালিকে হয়েছেন আপনি ॥

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়



আগমনী



আগমনী

প্রথম স্তবক

৫

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী ।
 নিলে তার নাম, পূর্ণ মনস্কাম,
 সে আইলে—গৃহে আসেন শঙ্করী ।
 বিশ্বরূপ-মূলে কবির বোধন,
 গণেশের কলাপে গৌরীর আগুন,
 ঘরে এলে চণ্ডী, সুনবো আমরা চণ্ডী,
 আসবে কত দণ্ডী, যোগী, ভট্টাধারী ॥

অষ্টাঙ্ক

৬

আমার মনে আছে এই বাসনা—
 জামাতা সহিতে আনিয়ে ছহিতে,
 গিরিপু্রে করবো শিব-স্থাপনা ।

৯



শান্তি পদাবলী

ঘর ছাড়া না করে রাখবো কুন্ডিলাস,
গিরিপুবে করবো দ্বিতীয় কৈলাস ।
হর-গৌরী চক্ষে হেরবো বাব মাস,
বৎসবাস্ত্রে আনতে যেতে হবে না ।
সপ্তমী, অষ্টমী, পরে নবমীতে যা যদি আসে,
হর আসবে দশমীতে ।
বিবপদ্য দিয়ে পূজবো ভোলানাথে,
হুলে রবে ভোলা, যেতে চাইবে না ॥

অজ্ঞাত

৭

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না ।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কাবো কথা শুনব না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায় কিয়ে করব ঝগড়া, জানাই বলে মানব না ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে নয়,
শিব আশানে মশানে কিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥

রামপ্রসাদ সেন

আমি কি হেঁটলাম নিশি স্বপনে !
 গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে ॥
 এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে !
 আধ আধ মা বলিয়ে বিধু বদনে ॥
 মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
 বিস্তরে অমৃতবাশি স্থললিত বচনে ॥
 অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে !
 দৈরঘ্য না ধরে মন জীবনে ॥
 আর শুন অসম্ভব—চাৰিদিকে শিবা-রব হে !
 তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে ।
 বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাধির হে !
 না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে ॥
 কমলাকান্তের নাগী, পুণ্যরত্নী গিরিবাসি গো,
 যে রূপ হেঁটিলে তুমি অনায়াসে শয়নে ।
 ও পদপঙ্কজ লাগি, শঙ্কর ঠেকিয়েছে যোগী গো ।
 হর হৃদি-মাঝে বাখে অতি যতনে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য



শাক্ত পদাবলী

৯

কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার ।
 হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার ॥
 বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে ;
 আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার ,
 জাগিয়ে না হেরি তাবে, প্রাণ রাখা ভার ।
 গিরিবাহু, লিখারি সে শূলপাণি, তাঁরে নিয়ে নন্দিনী,
 আর না কখন মনে কর একবার ।
 কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার ॥
 কমলাকান্তেব বাণী, শুন হে শিখবমণি,
 বিলম্ব না কর আর হে, গোবী আনিবার ।
 দূরে যাবে সব দুঃখ, মনেরি আন্ধার, গিরিবাহু ॥

কমলাকান্ত উট্টাচার্য্য

১০

গিবি, গোবী আমার এসেছিল ।
 স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
 চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালো ॥

১২

কহিছে শিশুবী, কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হলাম হে অচল,
চকলার মত জীবন চকল,—
অকলের নিধি পেয়ে হারালো ॥
দেখা দিয়ে কেন হেন আঘা তার !
মাঘের প্রতি মাঘা নাই মহামাঘার ।
আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভ্যার,
পিতৃদোষে মেয়ে পানাগী হ'লো ॥

দাশরথি রায়

১১

গিরি, কি সুখাও হে সমাচার ?
বলিতে সে স্বপন, না সরে বচন,
খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার ।
নিশিতে যেমন, ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন—
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার ।

১৩



শান্তি পদাবলী

বাছাব নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
 হেমাদী হইয়াছে কালীর বরণ ;
 হেবে তার আকার, চিনে উঠা তার,
 সে উমা আমার, উমা নাই হে আর ।
 উমা বসিয়া শ্লিষবে, কহিল কাতরে,
 কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,
 ভিখারীর করে সমর্পণ ক'রে,
 কেন তবু কিনে, লও না মা একবার ॥

হরিশচন্দ্র মিত্র

১২

কুসুম দেপেছি গিরি, উমা আমার শ্রুশানবাসী ।
 অসিত বরণা উমা, মুখে অটু অটু হাসি ।
 এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
 ঘোবাননা গ্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শনী ।
 যোগিনীপল-সঙ্গিনী, প্রমিছে সিংহবাহিনী,
 হেবিয়া রণ-রঙ্গিনী, মনে বড় ভয় বাসি !
 উঠ হে, উঠ অচল, পবাণ হ'ল বিকল,
 অরায় কৈলাসে চল, আন উমা-সুধারানি ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৪



গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে ।

শিবকে পূজবে বিবদলে, সচন্দন আর গন্ধাঙ্কলে,
ভুলবে ভোলার মন ।

অমনি সদয় হবেন সনানন্দ, আসতে দিবেন

হারা তারাধন ।

এনো কার্তিক গণপতি, লক্ষী সরস্বতী, ভগবতী
এনো যশ্বেকে কোরে ।

জামাই যদি আসেন, এনো সমাদন কোরে ।

• শুনি পুরাণ চণ্ডীতে, পূর্ব জন্মেতে উমা ছিল
দক্ষেব মেয়ে, প্রসূতির মেয়ে,
শিব নিন্দা শুনে, সেট অভিযানে,

প্রাণ হাজিলেন দক্ষালয়ে ।

আমি সেট্টেটে করি ভয়, ঝি-জামাই আনতে হয়,
এসো কৈলাসবাসীদের সব নিমন্ত্রণ কোরে ।

নিশি সুপ্রভাতে, শুভ বস্টাতে শুভক্ষণ সময়—
কোরে সকল, বস্টার করনা, কোলেন হিমালয় ॥

বলে পাশাপকে বাণী, সবিনয় বাণী,

আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনী'ব মেয়ে ।



শাক্ত পদাবলী

আমি দেখেছি স্বপন, যেন উষাদন
 আশাপথ রয়েছেন চেয়ে ॥
 আছে কল্যা-সন্তান দাব, দেখতে হয়, আনতে হয়,
 সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অম্বরে ।
 কোরবো চণ্ডীর কথাবন বিহমূলে ।
 দণ্ডিগণ পড়বে চণ্ডী, পাব চণ্ডী চণ্ডীর ফলে ।
 ঘটে চণ্ডী, পড়ে চণ্ডী, স্থানে স্থানে মঙ্গলচণ্ডী,
 চণ্ডীর বল্যাণে ।
 পাব চণ্ডীর ফলাফল, হবে না বিফল,
 আসবেন মঙ্গলচণ্ডী স্মরণে ॥
 কল্যার মায়াছলে, দ্বিফল ভোলে,
 দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যায়
 সদানন্দের মন ভুলালে ॥
 শিবের নয়নের তারা তৈরলোকা তারা ।
 দুঃখ পাসরা যিনয়নী শিব-মোহিনী,
 গৌরীবা আজ্ঞাকাবী শিব,
 নামে তরে জীব, ভবভারিণী ভবানী ॥
 আমার এমন ঝি-জামাই, জন্মে জন্মে যেন পাই,
 সদাই পূজা করি, আমার মানস অম্বরে ॥

রাম বহু



বল গিরি, এ দেহে কি প্রাণ রহে আর,
মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার ।
দিবানিশি শোকে সারা, না হেবিয়া প্রাণ-তারা,
বৃথা এই আখি-তারা, সব অন্ধকার ।
গেদে ভেদ হয় মধ্য, মিছে করি গৃহে কণ্ড,
মিছে এ সংসার-মধ্য, সকলি অসার ।
তুমি তো অচল পতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী কুমারী আমার ।
বাঁচি বল কার বলে, ছপানলে মন জলে,
ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার ।
ত্রিঙ্গগতে নাহি অণ্ডে, একমাত্র সেই কণ্ডে,
না ভাব তাহার জন্মে তুমি একবার ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে ।
মনোহুঃখ নারদে কত না করেছে—
দেব দিগম্বরে সঁপিয়া আমারে, মা বৃদ্ধি নিতান্ত পাসরেছে ॥



শাক্ত পদাবলী

হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, জটায়ু

কাল ফণী জ্বলিছে ।

শিবের সম্বল ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারি মন জ্বলেছে ॥

একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে

কত সয়েছে ।

তাকে সুরধুনী, স্বামী সৌহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে ॥

কমলাকান্তের নিবেদন ধর, এ কথা মোর মনে লৈয়েছে ॥

তুমি শিখরমণি, তোমার নন্দিনী, ভিখারীর ভিখারিণী

হয়েছে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

১৬

কৈলাস-সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে ।

কি কথ্য হে গিরিবর, যাও যাও, এস জেনে ।

সুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়া ভার,

সার করি' যোগাচার, নশিব নাকি আছেন অশানে ।

যোগাচারী হেরে হবে, সকলেতে যোগ ক'রে,

শিবের বৈভব হ'রে ল'য়ে গেছে স্থানে স্থানে ;

(ঐ দেব) শলী গগনমণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে,

ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে ।



শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হ'য়ে,
 উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিযানে,
 সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে তাজিয়ে লাজ,
 কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধাপানে ॥*

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৭

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীবে আনিতে ।
 ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হেঁ ।
 গৌরী দিমে দিগন্তরে, আনন্দে রোয়েছো ঘরে ;
 কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে ।
 কামিনী করিল বিধি, তেই হে তোমারে সাধি,
 নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ॥
 সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে আশানে রহে,
 তুমি হে পাষণ তাহে না কর মনেতে ।
 কমলাকান্তের বাণী; শুন হে শিখরমণি,
 কেমনে সহিবে এত মাঘের প্রাণেতে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

* এই গানটিই বৎ-সামান্ত পাঠান্তরিত আকারে শ্রীধর কথকের রচনা বলিয়া
 কোনও কোনও সংস্কৃত-পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে ।



শুভে গিরি, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ ।
 এমন মেঘে, কারে দিয়ে, হয়েছে পাষণ ॥
 নদীর পুত্রলি ভাষা, বিবিকরে হৃদয় সারা ,
 নিয়ন্ত নদ্যনে ধারা, মলিন বদ্যান ।
 ঘরেতে সতিনী-জালা, সদা করে ঝালাপালা,
 হ'য়ে উন্নী বাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ ॥
 শিরে সুব-তরঙ্গিনী, হ'য়ে শিব-সোহাগিনী,
 কার কলকল ধ্বনি, করে অপমান ।
 সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
 যথা কালে দায় হ'লে দিবা অবসান ॥
 তাহে কি উন্নয় ভরে, পেটের জ্বালায় মবে,
 সন্ধ্যাকালে ব'সে করে সিদ্ধিরস পান ।
 ভাল মন্দ নাহি চায়, সুখ-দুখ ঠেলে পায়,
 ধুতরার ফল খায়, অমৃত সমান ॥
 ত্রিকল পাইলে হায়, আর ত্বারে কেবা পায়,
 মহানন্দে নাচে গায়, বাজায়ে বিষণ ।
 তৈরব তৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেসে গেয়ে,
 আছে কিনা ছেলেমেয়ে, রাখে না সন্ধান ॥



নাহি মানে ধন্যধন্য, নাহি করে কোন কৰ্ম,
নিজ ভাবে নিজ মন্থ, নিজে করে গান ॥
লোক বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী,
সম ভাবে যোগভোগ করে সমাধান ॥
বসন ভূষণ ধন, করিযাছি আশ্লেষন,
কর কর নৃপধন কৈলাসে প্রয়াণ ।
হুর্গানামে যাবে ভয়, তাহে কি বিপদ হয়,
আন আন হিমালয়, ঈশানী ঈশান ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৯

যাও গিরিবর হে, আন দেখে নন্দিনী ডুবনে আমার ।
গৌরী দিয়ে দিগঙ্গরে, কেমনে রোষেছ ঘরে,
কি কঠিন হৃদয় তোমার হে ॥
জানতো! জামাতার দীত, সদাই পাগলের মত,
পরিধান বাঘাসুর শিরে জটাভার ।
আপনি অশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যায় তাঁরে,
কত আছে কপালে উমার ॥
শুনেছি নাবদের ঠাই, গায়ে মাখে চিতা-ছাই ;
ভূষণ ভীষণ তার, গলে ফণী-হার ।

২১



শান্ত পদাবলী

এ কথা কহিব কায়, সুধা তাজি বিব ধায়,
কহ দেখি এ কোন্ বিচার ।

কমলাকান্তের বাণী, তুন শৈল-শিরোমণি,
শিবের যেমন বীত, বৃষ্টিতে অপার ।

চরণে তুমিয়ে হর, যদি আনিবারে পার,
এনে উমা না পাঠায়ো আর ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২০

গিরি, কি অচল হলে আনিতে উমারে,
না হেবি তনয়া-মুগ হৃদয় বিদরে ।

অরাবিত হও গিরি, তোমার করেছে ধরি,
উমা 'ও মা' বলে দেগ ডাকিছে আমারে ॥

রামনিধি ভূঞা

২১

গিরি, প্রাণগৌরী আমার ।

উমা-বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার ॥

২২



আজিকালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে ?
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে, এ কি তব অবিচার ॥
সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রোয়েছি পরাণ ধরে ;
ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর ॥
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত কেঁদো নাক্ষত্র রাণি, হও গো শান্ত !
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি কি ভাব অসার ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২২

আন তারা অরায় গিরি, নয়নে লুকায়ে রাখি ।
হেরিয়ে গগন-তারা, মনে হলো প্রাণের তারু,
শুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তা'রা,
মাঘের আগার নাম তা'রা, ত্রিনয়নে তিন তারা,
তারা-হৃদে তারার ধারা,

আমি তারায় দেখে মুগ্ধি আছি ॥

উমা আমার ছুধেব ছেলে, কেঁদেছে মা মা বলে ;

ও পাখান গিরি,

শিবের নাহিক পিতামাতা, কে জানিবে মাঘের ব্যথা,
কারে কবে ছুগেব কথা, আমার স্বর্ণনতা বিধুমুখী ॥

অক্ষ চৌ

শাক্ত পদাবলী

২৩

ওহে নগরাজ হে, বহিতে নারি ঘবে, শরদে শারদা

বিনা কদম্ব বিদরে ।

আনুচান্ করে প্রাণ, স্থস্থিব না হয় মন, দাবাগ্নি

হরিণী যেন ব্যাকুলা অস্তরে ॥

সবে মায় এক ধন, নয়নে নবীনাক্ষন, অঞ্চলে

রতন নিধি, বিধি দিল মোরে ।

কি বলিব, বিধাতারে, দেখি তারে সংবৎসরে, দুখ-পারাবার

সদা উথলে অস্তরে ॥

নারদে বিনয় করি, কয়েছেন উমা আমারি, তনয়ার

ভূনি ছুপ, মৈতে নাকি পারি ।

জনক ভূপতি যাব, দুখিনী নন্দিনী তার, বকু যাব

রত্নাকর, বাস হিমঘরে ॥

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য

২৪

উমাব কারণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে,

মা হ'তে বুঝিতে চিতে, চলিতে না,—দিতে এনে ।

প্রাণ কাদে তাই সদাই কাদি, কৈলাসে তাই বেতে সাধি,

রেখেছ তো বহুবাবধি প্রবোধি ছল-বচনে ।

২৪



উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয় পাষাণী রাণী,
 আমি যে পাষণ-অধিনী, এ কাহিনী কেউ না জানে ।
 কায়া তব পাষণ ব'লে, অন্তরেও কি পাষণ হ'লে ?
 অমন মেয়ের মায়া ভুলে, রহিলে গিরি কেমনে ?
 'কৈলাসে যাই' ব'লে যেতে, শিবের দোষ এসে শুনাতে,
 'শরতে আসবেন পুরেতে'—ব'লে ছুলাতে !
 (ভাল,) আমি যেন অবোধ নারী, যা বুঝাও তাই বুঝি গিরি,
 আনিত্তে গৃহে কুমারী, তোমার কি সাধ হয় না মনে ?
 মনোমোহন বসু

২৫

গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে ।
 মেয়ের যেকপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
 পুরুষ পাষণ তুমি, বুঝ না তেমন,
 তাই শিবের নাম করি, আমার নাম ধরি,
 উপহাস করিতেছ রঞ্জে ॥
 আমি ভুলি নাই আরবারের কথা,
 হৃদয়ের মনে, আমি মা হৃদে দিগ্ধাছি ব্যথা,
 উমা এলো বাহির ছুয়ারে,
 কোলে করি তরা করে, জিজ্ঞাসি উমারে,



শাক্ত পদাবলী

“আমার শিব তো আছেন ভাল ?”

উমা বলে—“আছেন ভাল,”—চোখে দেয় অকল,

বলে—“চোখে কি হলো ? আমার চোখে কি হলো ?”

আমি বুঝিছু সকল, কেন চোখে দেয় অকল,

হিয়ের জল ঝিয়ের চোখে উথলিল,

জামায়ের প্রসঙ্গে ॥

আমি ছলি নাই আরবায়ের কথা,

সরমে মরনের কথা, হিরেয় আছে গাথা ।

কাঠিকে রাখিয়া বুক, নাচায় গৌরী থেকে থেকে,

সোণার কাঞ্চিক তোমায় দেখে, উঠে চমকে ;

বলে তোমায় দেখিয়ে—“মা, ও মা, ও কে দাঁড়ায়ে ?”

উমা বলে—“তোমার দাদা ঐ, বাবা, আমার বাবা ঐ ।”

বাপ-সোহাগে বাপের ছেলে, জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে,

বলে—“মা, আমার বাবা কই,

বাবা কেন এল না, ও মা বল না !”

বলে কেশে ধরে টানে, উমা চাহি আমার পানে,

বলে—“কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে ।”

আমি সেই অবধি, সরমে সরমে আছি মনোভঞ্জে ॥

অক্ষরচন্দ্র সরকার



রাণি গো, কেবল তোমারি বেদনা বলে নয় ।
 দেখ দেখি গিরিপুবে, পশুপক্ষী আদি করে,
 উমার লাগিয়া খুঁরে, সবে নিরানন্দময় ॥
 উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
 লিপিকর্তা যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কর ।
 বিশেষে তোমার তারা হর-ত্রিলোচন-তারা,
 তেঁই পরম্পর তা'রা, বিচ্ছেদ না সহ ॥
 অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্বস্ব পার্শ্বতী,
 • দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয়,
 রমাপতির এই মন, হর-পার্শ্বতীকে আন,
 সফল কর নয়ন, হেরিয়ে উভয় ॥

রমাপতি রায়

কি ক'রে প্রাণ ধরে ঘরে আছ গো রাণি !
 ভবন বন হ'য়ে রয়েছে বিনা ভবানী ।
 আমরা যত পুরবাসী, তোমার উমায়ে ভালবাসি,
 আনন্দে দেখিতে আসি দিবা রজনী ।

শাক্ত পদাবলী

পাঠাইয়া উমা-ধনে, ভিখারী শকর-সনে,
 পাসরে আছ কেমনে হয়ে জননী ॥
 ভূপতি পাষণ কায়া, দেহেতে নাই দয়া মায়া,
 তুমি তাঁর ব'লে কি জায়া, হ'লে পাষণী ?
 নারদের বাক্য-কৌশলে, না ছেনে-ভ্রমে কি ব'লে,
 মেয়েকে ফেলিলে জলে, ভূধর রমণি ।
 বিয়ে দিলে এম্মি বরে, ভিক্ষা ক'বে কাল হবে,
 অন্ন-বস্ত্র নাইকো ঘরে, অতি দুঃখিনী ।
 প্রতিবাসীর বাক্যবাণে, কাতরা হইয়া প্রাণে,
 ঘাইয়ে রাজ-সদনে সত্বরে তখনি—
 বক্ষ ভাসে, অশ্রুতলে, কাতরে অচলে বলে,
 কবিরত্নে সঙ্গে ল'য়ে, আন গে নন্দিনী ॥

শ্যামীমোহন কবিরত্ন

২৮

বাবে বাবে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে ।
 জানতো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে ॥
 বরঞ্চ তাজিয়ে মণি ফণেক বাচয়ে ফণি ;
 ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে ।

২৮



- তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদিপরে ,
সে কেন পাঠাবে তাঁরে সবল অস্তরে ॥
রাখি অমরের মান হরের গরল-পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহ্যে শরীরে ।
উমার অঙ্কের ছায়া শীতলে শব্দর কায়া ;
সে অবধি শিব জায়া বিচ্ছেদ না করে ॥
অবলা অল্প মতি, না জ্ঞান কায়োর গতি,
যাব, কিছু না কহিব দেব দিগন্তরে ।
কমলাকান্তেরে কহ, তাবে মোর সঙ্গে দেহ ,
তার না বটে, মানায়ে যদি আনিবারে পারে

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

২০

আর কেন কাদ রাগি, উমারে আনিতে যাই,
গেলে যদি কুন্তিবাস না পাঠান ভাবি তাই ।
উমার আমার অঙ্গ-ছায়া, করে শীতল হরের কায়া,
পাঠায়ে কি ভব জায়া পাগল হবেন ভাবি তাই ॥

অজ্ঞাত

গিরিবাজ গমন করিল হরপুরে ।

হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে, কণে ক্রুত কণে চলে ধীরে ॥

মনে মনে অহুভব, হেরিব শকর শিব, আজি তহু

জুড়াইব আনন্দ-সমীরে ।

পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি,

ঘরে আসি কি কব রাণীরে ॥

দূরে থাকি শৈল রাজা, দেখি শ্রীমন্দির ধ্বজা,

পুলকে পুণিত তহু, ভাসে প্রেম-নীরে ।

মনে মনে এই ভয়, ভদ্র দরশন নয়,

উমাঝে আনিতে হবে, ঘরে ॥

প্রবেশে কৈলাসপুরী, না ভেটিয়ে ত্রিপুরারি,

গমন করিল গিরি শয়ন-মন্দিরে ।

হেরিয়ে তনয়া-মুখ, বাড়িল পরম সুখ,

মনের তিমির গেল দূরে ॥

জগতজননী তায়, প্রণাম করিতে চায়,

নিষেধ করয়ে গিরি ধরি ছুটি করে ।

কমলাকান্ত-সেবিত তব শ্রীচরণ, যা ;

আমি কত পুণ্য পেয়েছি তোমাঝে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

৩১

চল মা, চল মা গোরি, গিরিপুত্রী শূক্ৰাগার ।
 মা হ'লে জানিতে উমা, মমতা পিতামাতার ॥
 তব মুখামৃত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে,
 অবিলম্বে চল অশ্ব, বিলম্ব সহি না আর ।
 তোমার বিরহ-অসি, অহরহ হৃদে পশি করয়ে ছেদন,
 তোমার বিচ্ছেদানল, অন্তরে হ'য়ে প্রবল,
 সিদ্ধ-নীরে প্রবেশিল মৈনাক ভাতা তোমার ॥

কালীনাথ রায়

৩২

গঙ্গাবর হে শিব শঙ্কর, কর অহুমতি হব, যাইতে
 জনক-ভবনে ।
 ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচ্চটিন, ধারা বহে তিন নয়নে ॥
 সুরাস্বর নাগ নরে আমারে স্মরণ করে ;
 কত না দেখেছি স্বপনে—যোগনিদ্রা ঘোরে ।
 বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
 'মা দুর্গা' ব'লে ডাকে সঘনে ॥

৩১



শাক্ত পদাবলী

মাগের ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি,

কত না চুষয়ে বদনে ।

জাগিয়ে না দেখি মাগ, মনোহুঃখ ক'ব কায়,

বল, প্রাণ ধরি কেমনে ॥

হউক নিশি অবসান, রাগ অবলার মান,

নিবেদন করি চরণে ।

কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ, অশুচর—

বোলে যাই আসিব হৃদিদনে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

৩৩

হর, কর অশ্রুমতি, যাই হিমালয়, জনক-জননী বিনে

বিদীর্ণ হৃদয় !

এ জালা কি জানে অশ্রু, আমি মার একা কন্তে,

গিয়ে তিন দিন জন্তে, রব পিত্রালয় ॥

গুহ গণপতি ল'য়ে, সপ্তমী প্রবেশা হয়ে,

আসিব কৈলাসে হলে নবমী উদয় ;

জানি মা মেনকা খেদে, অন্ধ হলো কৈদে কৈদে,

মরেছে কি আছে বেঁচে, হতেছে সংশয় ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু-মলিক

৩২

ওহে হর গঙ্গাবর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক-ভবনে ।

কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিত্তি নথ-লেপনে, হথ নয়

প্রকাশ বদনে ॥

জনক আমার গিবিবর আসি উপনীত, আমাবে লইতে

আর তব দরশনে ।

অনেক দিবস পব, যাইব জনক-ঘর, জননীবে, দেখিব নয়নে ॥

দিবানিশি অবিরত জননী কান্দিছে কত হে ।

ভুষিত চাতকীর মত রাণী চেয়ে পথ-পানে ।

না দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের দুখ, না कहিলে

যাইব কেমনে ॥

নাথ, পূব মন-আশ, না করহ উপহাস, বিদায় করহ হর,

সরল বচনে হে ।

কমলাকান্তেরে দেহ নাথ অকুচর, বলে যাই আসিব

তিন দিনে হে ।

কমলাকান্ত উল্লিখা

ক্ষনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার ।
 আমি সব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর ..
 আছা, আছা, মবি, মবি, বদন বিরস করি,
 প্রাণাবিকে পাণেশবি, কেঁদো নাক আর ।
 হৃদয়েশি, অহরহ আমার হৃদয়ে রহ,
 নিদয়-হৃদয় কর, কি দোষ আমার !
 যখন যে অকুসলি কর তুমি ভগবতি,
 কখনো কি কবি আমি, অকথা তাহার ?
 সকলি তোমাবি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া,
 তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভাব ।
 মাঝ মাঝে প্রকাশিত, ক্ষণে নিলে অবনীতে,
 কে তোমার মাতা পিতা, কণ্ঠা তুমি কার !
 ইচ্ছাময়ী নাম ধব, যাচা ইচ্ছা তাই কর,
 তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কাব ।
 প্রাণপ্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথ,
 অগম্য সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

গিরিবানি, এই নাও তোমার উমারে ।

ধর ধর হরের জীবন-ধন ।

কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূলধারী, প্রাণ-উমা

আনিলাম নিষ্ক-পুরে ।

দেখো, মনে বেগ ভয়, সামান্য তনয়া নয়, ধাবে সেবে

বিধি বিষ্ণু হরে ।

ও রান্না চরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূক্কাটি, তিলাক নিচ্ছেদ

নাহি করে ॥

তোমার উমার মায়া, নিগুণে সঙ্গ কায়, ছায়াযাত্র

জীবনাম ধরে ।

ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডারী, কালী-তারি নাম ধরি, রূপা কবি

পতিতে উদ্ধারে ॥

অসংখ্য তপেবি ফলে, কপট তনয়া ছলে, ব্রহ্মময়ী

মা বলে তোমারে মেনকাবানি ।

কমলাকান্তেব বাণী, মতা ধরা গিরিবানি, তব পুণ্য

কে কহিতে পারে ॥

কমলাকান্ত স্ট্রোচারী



শাক্ত পদাবলী

৩৭

কি শুমা'লে গিবিবর, উমা কি ভবনে এলো ।
ভবেবি ভবানী আমার ভবন কবিল আলো ।
উমা-শশী না হেবিযে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে,
এবে নয়ন-ভাবা নিবড়িয়ে আঁখি মন জুড়াইল ॥

অজ্ঞাত

৩৮

কৈ হে গিবি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী ।
সঙ্গে সব অন্ধনে কে এলো বণবদ্বিগী ॥
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা উদ্ভবননী,
বক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,—
মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ আন বাণী ।
এ যে করি-অবিত্তে করি তব, কবে করিছে বিপু-সংহার,
পদতবে টলে মহী মহিষনাশিনী ।
প্রবলা প্রথবা মেয়ে তনু কাপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্য ত্রিলোক-জননী ॥

দাশরথি রায়

৩৬



৩৯

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরি পুরে ?
 এতো সে উমা নয় ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে ।
 উমা কোন্ কালে ত্রিশূলে অস্তরে সংহারে !
 হায়, আমার সেই বিমলা, অস্তি শাস্ত্রশীলা,
 বণ বেশে কেন আসবে ঘরে ।

মুখে মুহু হাসি, সুপাবানি হে, আমার উমাশশির,—
 এ যে মেদিনী কাপায় হকারে ককারে ।
 হায় কেন বণ-বেশ, এল এলোকেশে,
 এ নাবীবে কেবা চিন্তে পাবে !

বসিকচন্দ্র বলে, চিন্তে পাবিলে, চিন্তা থাকে না গো,
 যেন এই বেশে না আমার কান-ভয় নিবাবে ॥

বসিকচন্দ্র রায়

৪০

গিরি, কারে আনিলে,
 এনে কার তনয়া, প্রবোধিলে ?
 অপকৃপ কৃপ এ যে দশভুজা,
 কুসুম চন্দন পায়ে কে কবেড়ে পূজা,
 স্তন হে পামণ, তবে হতজ্ঞান, এমন ভুলিলে ॥

৩৭



শাক্ত পদাবলী

নাবার্ণী বার্ণী ছ'পাশে দাঁড়ায়,
 দশভুজে পাশ শোভা পায়,
 বলে গেল হে গিরি, যাই—
 আনিগে গিরিজায়,
 সে মেয়ে সেখু এলে কোথায় ?
 শশী ভাক্ত আসি উভয় পদে পদে,
 উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে,
 দাঁসৈ আশায় আশা হয় সায় ন পায় পাউলে ॥

ঠাকুরদাস দত্ত

৪১

গিরি, উমা সঙ্গে প্রসঙ্গে আনিলা যবে কার মেয়ে ।
 সঙ্গদেবভেজ দেহ, ছটাছুট শিবোক্রহ,
 আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে ।
 কনক চম্পকদামা, অতসী কুন্তুমোপমা,
 এট নাকি সেট উমা, সংশয় আমার ।
 উমা চতুর্ভুজা ছিল, দশভুজা কবে হইল,
 হিমগিরি সনা বল, কর ছল পতি হ'য়ে ।
 দেখি একি বিপরীত, পদে জন্তাস্বর-সুত,
 তারে করে অগ্নাঘাত উমা কি আমার ।

৫৮



- আর একি চমৎকার, পদে মহাসিঁহ তার,
সঙ্গে স্বর পবিবার, এল দেবকন্ঠা লয়ে ।
রক্তজবা বিবদলে, পূজে স্বর্গ মহীতলে,
তারে গিরিকন্ঠা বলে, ভাব চমৎকার ।
দ্বিজ রামচন্দ্র বাণী, শুন হে নগেন্দ্রবালী,
এই তো তব নন্দিনী, ভাবে লও সম্বরণে ॥

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৪২

- কে রণ-রঞ্জিনী
কে ন বী অঙ্গনে এলো, চিনিতে ন পারি ।
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে—এ নয় আমার প্রাণকুমারী ।
দশ দিক্ দীপ্ত করা, এ রমণী দশকরা ।
বিবিধ আযুধ-ধরা, দহুজ-দলনী হেরি ।
নহে মম কণ্ঠে এ যে, এ সমর-সাজে সাজে,
মানসে অমরে পূজে এ নারী-চরণ, গিবি ।
কি স্ত্রী অস্ত্রী হবে, দানবী মানবী কিবে,
যদি আমার উমা হবে, তবে কেন ভয়ঙ্করী

ব্রজমোহন রায়

৩৩



ও হে মহারাজ, আজ কি হেরি নদনে !
 মুক্তকেশী কে ঘোড়শী তুহারে নাচিছে বনে ?
 লোল জিহ্বা বাসন, পব কণ্ঠে সুশোভন,
 ভাল চন্দ্র দিনছন্দ, মেঘবক্সা—
 বামা বাম দিকবে লুমুণ্ড কপাল ধবে,
 বদন্ত দান কবে, দক্ষিণ কবে হতনে ।
 চৌষষ্ঠি সোণিনী সঙ্গে, নাচিছে পরম বন্ধে,
 ভারিছে বণ বন্ধে, ঘোরবন্দন ।
 মুণ্ডমালা দোলে গলে, দশনে কুশির গলে,
 বনোয়ারীলাল বলে, বাথ দেনে শিচরণে ।

বনোয়ারীলাল রায়



দ্বিতীয় স্তবক

৪৪

গিরিরাণী যন্ত্র সাধন যন্ত্র পড়ে, নানক তন্ত্র করিয়ে বিচার ,
বলে, আজ আসিবে আমার গৌরী গজানন,

কি শুভদিন গো আমার ।

কনক-নির্ম্মিত কুস্ত্র দিছে তাতে কুস্ত্রম-চন্দন-স্নান গো রাণী ।

আমঙ্গি স্তবগুরু পূজয়ে নব হরু, যেমন আছে কুলীচাব ॥

মুগ্ধ মোহিনী, তুন্দুভি দবপিলী বাজিছে বিবিধ

প্রকার গো গিরিপুরে ।

নগর-বন্দী উলু উলু মর্নি আনন্দে দিছে বাবে বাব ॥

বিজয়া হৈন কালে আসি রাণীরে বলে, বিলম্ব কেন কর

আর গো রাণি ।

কমলাকান্তের জননী ঘরে এলো, প্রাণের গোবী তোমাব ॥

কমলাকান্ত তটীচাৰ্য

৪৫

দেখে আয় তোরা হিমাচলে

ওকি আলো ভাসে রে,

৪৬



শাক্ত পদাবলী

উমা আমার আসে বুঝি,

উমা আমার আসে রে ।

এ নহে অরুণ-আভা,

নহে শশধর-বিভা,

হিম-মাঝে বুঝি গৌরীর

গৌর-আভা হাসে রে ।

শরদ-শরী বহিম, করি ঐ আভাটীন,

পশ্চিম গগনে ঐ উমা-মুখ ভাসে বে ।

বাক্সায়ে আরতি, আসিছে আমার পাক্ষী,

জুড়াবে নাহেবই প্রাণ উমা আমার আসে রে ।

বৎসব-অন্তরে আভ উমা আমার আসে বে ॥

নবীনচন্দ্র সেন

৪৬

গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,

ঐ এলো পাষাণী, তোরা উশানী ।

ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, "মা কৈ" "মা কৈ" ব'লে,

ভাক্ছে মা তোরা শশধরবননী ।

মা গো দ্বিভুবনে মাগ্ছে, দ্বিভুবনে ধগ্ছে,

তোরা মেয়ে সামান্তে নয় গো বাণি ।

৪২

আমরা ভবিতম ভবের প্রি়ে,

মা নাকি তোর মেয়ে,

তিনি নাকি ভবের ভয়হাবিণী ॥

ধূলি বে বহু উদবে, তোব মত সঙ্গারে,

বহুগর্ভা এমন নাট রমণী : •

মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচন্দ্রাবা,

চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী,

এমন কপ দেখি নাট কাবো, মনের অঙ্ককার

করে মা, তোব হর মনোমোহিনী ॥

দাশরথি রায়

৪৭

ও গো বাণি, নগবে কোলাহল, উঠ চল চল,

নন্দিনী নিকটে তোমার গো ।

চল, বরণ কবিয়া গৃহে আনি গিরা,

এস ন শ সঙ্গ আমার গো ॥

জয়া, কি কথা कहিলি, আমারে কিনিলি,

কি দিলি শুভ সমাচার ।

তোমার অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,

প্রাণ দিয়া শুধি খার গো ॥

৪৩



শাক্ত পদাবলী

বাণী ভাসে প্রেমজলে, অঙ্গগতি চলে, থমিল কুমল-ভাব ।

নিকটে দেখে যাবে, সুবাহছে হাবে—গৌরী

কত দূরে আর গো ॥

যেহে যেহে পথ, উপনীত রথ, নিবধি বদন উমার ।

বলে—মা এলে, মা এলে, মা কি মা হুলে ছিলে ,

মা বলে, একি কথা মার গো ॥

বথ হবে নামিয়া শরবী, মায়েরে প্রণাম করি,

সাস্থনা করে ঝরঝর ।

দান কবিরসে সক্রমে ভণে, এমন শুভদিন আর 'কাব গো ॥

রামপ্রসাদ সেন

৪৮

আজ শুভনিশি পোহাইল নোমার ।

এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে ।

মুখ-শশী দেখ আসি, যাবে দুঃখরাশি,

ও চাঁদ মুখেব হাসি সুধারাশি করে ॥

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচূলে ধায় রাণী, বদন না সঘরে ।

গদগদ ভাব ভবে, ঝব ঝব আঁখি ঝরে, পাছে করি গিরিবরে,

অমনি কাদে গলা ধরে ॥



পুনঃ কৈলেন বসাইয়া, চাকমুখ নিবন্ধিয়া, চুপে অকণ অধরে ।

বলে—জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,

তোমা তেন সুকুমারী দিলাম দিগদরে

যত সতচরীগণ, হয়ে আনন্দির মন, হেসে হেসে

এসে ধরে করে ।

কহে—বৎসবেক ডিলে ফুলে, এত প্রেম কোথা গুলে,

কথা কহ মুখ ফুলে, প্রাণ মরে মরে ।

কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,

ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে ।

জননীৰ আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জান, দিবানিশি

নাহি জানে, আনন্দে পাশবে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৪৯

এলো গিরি নন্দিনী লয়ে, সুমঙ্গল ধনি ঐ শুন শুণো রাণি ।

চল, বরণ করিয়ে উমা আনি যেয়ে, কি কর পাষণ-

রমণি গো ॥

অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী ।

চলিতে চকল, খসিল কুন্তল, অকল লোটায়ে ধরণী ॥



শাক্তি পদাবলী

জ্ঞানিনার বাহিরে, হেরিয়ে গোবীবে, দ্রুত কোলে নিল রানী ।
 অমিয় বরষি উমা-মুখ-শরী চুম্বয়ে যেন চকোরিণী ।
 গোবী কোলে করি মেনকা সুন্দরী ভবনে লটল ভবানী ।
 কমলাকান্তের পুলকে অম্বর হেরি স বিধুমুখখানি ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৫০

আমাব উমা এলো বলে বাণী এলোকেশে ধায় ।
 বহু নগব-নাগরী, সারি সারি সারি, দৌড়ি গোবীমুখ-
 পানে চায় ॥

কাক পূর্ণ কলসী কক্ষে, কাক শিশু বালক বক্ষে,
 কার আদ্য নিবসি বর্ণি, কার আদ্য অলকা শ্রেণী,
 বলে, চল চল চল, অচল-ভনয়া হেরি ও মা, দৌড়ে আয় ॥
 আসি নগর-প্রান্ত ভাগে, তত্ব পুলকিত অম্ববাগে,
 কেত চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্ব অদববারি,
 তখন গোবী কোলে করি, গিবি-নারী প্রেমানন্দে তত্ব
 ভেসে যায় ॥

কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুর কিম্বদীপন সাজে,
 কেত নাচত কত বদ্রে, গিরিপুত্র সহচরী সাজে,
 আজু কমলাকান্ত গো হেরি নিতান্ত মগ্ন দুটি রাজা পায় ॥
 কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য



৫১

থাক, থাক, থাক—নয়ন-ধারা,
নয়ন ভবিষ্যে একবার নিরখি নয়ন-ভাষা।
না হবে যে উমা, ভাষা বহিতে আবণেব ধারা,
এল সেই নয়ন-ভাষা, এখন ধারা এ কি ধারা ?
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে,
হেবিতে সে চন্দ্রাননে, বাধা দেও এ কেমন ধারা !
একে পলক বাধা চোখে—দেখতে দেয় না অনিমিগে,
ভূমি তাতে হ'লে বাদী, হেবি বল কেমন ধারা !

হরিশচন্দ্র মিত্র

৫২

পূববাসী বলে—“উমাও মা,
তোর হারা ভাষা এলো শুই।”
তুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
কই উমা বলি কই !
কৈদে রাণী বলে—“আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে।”



শাক্তি পদাবলী

অমনি ছু বাছ পদাবি, মাদেব গলা ব'ব,

অভিমানে কাদি' বানীয়ে বলে—

“কই মেয়ে বলে আনু'তে গিতাছিলে ।

তোমাব পাষণ প্রাণ, আমার পিতা ও পামাণ

ভেনে, এলায় আপনা হতে ।

গেলে নাকো নিতে,

ব'ব না, যাব দুদিন গেলে ”

পদাবলি মুখোপাধ্যায়

৫৩

আব অভিমান করিস্ নে মা, ক্ষমা দেগো ও শঙ্করি ।

তু' নয়নে বহে ধারা, মা ক'য়ে কি সহিতে পারি ।

তুমি নও সামান্য কন্যা, ভবদারা ত্রিলোকমাতা,

আছি মা তোমারি ডক্ত, পথ নিবীক্ষণ করি ॥

মদন মাস্তুর

৫৪

কোলে আয় মা ভবদারা নয়ন-তারা,

নাই মা আমার নয়নের তারা ।

যা'রা তারা চায়, আমার মত কর কি তা'রা ?

৪৮



বিধাতারে আরাধিব মা, তোর মা আর না হইব,
এবার মেয়ে হয়ে দেখাইব, নাহের মায়া কেমন ধারা ॥

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)

৫৫

উমা গো যদি দয়া কোরে হিমপুরে এলি,
আয় মা করি কোলে ।
বগাবদি হারায়ে তোরে, শোকের পাষাণ বক্ষে ধোবে,
আছি শূন্য ঘরে ।
কেবল মরি নাই—মা বেঁচে আছি,
দুর্গা দুর্গা নাম কোরে ।
একবার আয় মা বক্ষে ধবি, পুত্রশোক নিবারি,
চান্দমুখে শঙ্করী, ডাক মা বোলে ।
শোকের অনল ছিল প্রবল, এসে নিভালে ।
আমি অচলা নারী, অচলের নারী,
যেতে নারি কৈলাসপুরে আনতে তোমাতে ।
আমার বন্ধু-বান্ধব নাই, কারে আর পাঠাই,
এলে,—দেখলাম মা তোমাতে !



শাক্তি পদাবলী

তুমি আসবে বোনে সজীব বিলম্বলে,
কল্লের বোধন, তার স্তব্ধ আর কল্লো কপালে ॥

উদয়চাঁদ বৈরাগী

৫৬

ও গোঁ উল, আয় গো মা, আয় করি কোলে,
জুয়াবে জীবন কবিঘে শ্রবণ, বারেক ডাক 'য' ব'লে ।

পথ-শ্রমে স্বপ্নে সিক্ত কল্লের,

ক্ষুধায় মলিন হৃদয়ে অনর,

যত্নে কীর সর বেথেছি, মা ধর,

দিব বদন-কমলে ।

তুমি গো মম অকলের ধন,

প্রাণের পুতলী অমূল্য রতন,

মাঘেরে স্থিতি কবে দরশন,

ছিলি কি মা তুই হলে ।

মহেন্দ্রলাল খাঁন (রাজা)

শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয় ।
 কোরে নিরীক্ষণ, চক্ষে হেরে চাঁদ-বদন,
 অভয়ায় গিরিবাণী কয়—
 আয় মা পূর্ণশনী, স্বর্ণ শনী বিধি আমায় দিয়েছে,
 একবার আয় গো মা কোলে, ডাকো মা বোলে,
 পাষাণেতে পদ্য ফুটেছে ।
 গেলো মনোহুঃখ দূরে, তোমার বিদুমুখ ধেরে,
 এলে করুণাময়ী মা করুণা কোরে ॥
 বঙ্গ মা আমার কাছে,
 জাগাই শিব এখন কেমন আছে ?
 শিবের স্মরণ, শুনিলে সকল,
 শুন্লে পরে আমার প্রাণ বাঁচে ।
 মনে করতেন আমি সদাই বাসনা,
 উমাধনে আনতে যাই ।
 ভাবতেন মনেতে, কাদতেন নিশিদিনেতে,
 চলিবার কিছু শক্তি নাই ।
 গিরি প্রাণ বাঁচালে তোমায় এনে,
 পূর্ণ হলো বাসনা, ঘুচলো বেদনা সকল যন্ত্রণা ।



শাক্ত পদাবলী

তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন,
মায়ে কিয়ে দেখা হোতো না ।
এখন ছুড়ালো হৃদয়, ছুঃখ গেলো সমুদয়,
হোলো কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরিপুরে ।

হর ঠাকুর

৫৮

আনন্দে বগনা শিখরী-অঙ্গনা, আনন্দময়ী পাইয়ে ।
করণ্যি সস্তাষেন্ ব্রাণী গোবীর শ্রীমুখ চাহিয়ে ;
শকবি, শুভকরি, আয় মা, কোলে করি আয়,
শ্রীমুখমণ্ডনে একবার মা ব'লে, ডাক মা উমা

গো আমায় ।

তোমা বিহনে হাবিণি, যেন মণিহারী ফণী হয়েছিলাম
মা, মা, মাগো ।

সে ছুঃখ দুচিল আকি ভব-অঙ্গনা !

কণ মা, কেমন ছিলে শিবালয়ে শিবানী ইন্দুবদনা ।

শুনি লোক-মুখে, শিব বিহীন-বৈভব,

ফণী সব নাকি ভূষণ তার,

ছি ছি ! সেই ভরেব কবে, দিচ্ছি মা তোরে,

কত ছুঃখ সহ্য কর ত্রিনয়না ।

৫২



আমি সহজে অবলা, তায় য অচলা,
 তব করতে পারি না ।
 বলি যা গিরিবাঞ্চে, দেখে এস গো উমায় ;
 নারী পেয়ে চলে, সে আমায় বলে,
 দেখে এলাম অন্নদায় ।

কিছু লোকের মুখে শুনি, দীন অতি দাক্ষায়ণী,
 ভবভাবিনী ।

মা, য গো, এ সব দুখ মা,
 মায়ের প্রাণে সহে না ।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৯

ভবনে ভবানী পাইয়া পাম্বাণী, পুলকে হয়ে মগনা,
 ঈশানী সখোবনেতে রাণী কয় ক'রে করুণা ।
 মা তোমায় নয়ন-পথে হাবিয়ে হীনয়না,
 বেঁদে কেঁদে তারা চক্ষের তারা ছিল না ।
 আজি সেদিন ঘুচিল, সুদিন হইল,
 এ দিন হবে মনে না জানি ।

৬০



শক্তি পদাবলী

একবার আয় মা, করি কোলে, দুখ-পাসরা নন্দিনী ।
 চাক চন্দ্রাস্ত্র প্রাণ-উমা, ডাক মা, বলে মা,
 শুনে মা, কুড়াই তাপিহ প্রাণী ।
 সুধাই তাই শুগো ইশানী,
 যার উমা ভগ্নহর মা, তাব কি মা এমন হয় ?
 তা গো প্রাণের তারা, সে-ও কি উমা হাবা বয় ?
 মা, তোব শিশু না হেরে, যে দুখ অশ্রবে—
 ছিলাম মণিহীন ফণী দিবা যামিনী ।
 ভাল দাঁ গো, মা তোব যেন পামাণী ,
 তুই তো অগত-জননী,
 ভাল, তা বলে মা একবার, মায়ে হোঁচাব,
 মনে কর কে গো তারিণী ?
 কৈলাস শিববে, শঙ্করের ঘরে গিয়ে মা, ভুলে থাক মায়া ,
 মা বলে করিস্ না মা মনেতে, এ দুখ বলি গো মা কা'য় ,
 বালিকা কালিকায় না হেরে মা নরনে,
 গেছে অশ্রুজলে দিন শু মা হর-অদনে ।
 আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা,
 শক্তিহীন শক্তি তবু ইশানী ।

কখনোনাখনো বন্দোপাধ্যায়



গৌরী কোলে ক'রে নগেন্দ্রবাণী ককণ বচনে কয়,—

উমা মা আমার স্তবর্ণলতা, আশানবানী মৃত্যুঞ্জয় ।

মরি জামাতার খেদে, তোমার বিচ্ছেদে, প্রাণ কাদে

দিবানিশি । *

আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারি না যে দেখে আসি ।

আছি জীবন্ত হ'য়ে, আশাপথ চেয়ে, তোমারূপ না হেরিয়ে

মনন করে ।

কণ্ঠ গেলি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিখারী হবের ঘরে ।

জানি নৈজে সে পাগল, কিছু নাই সখল, ঘরে ঘবে বেড়ায়

ডিক্কা করে ।

শুনে জামাতার হৃৎ পেদে বুক বিদবে ।

তুমি ঈদুবদনী, কুবঙ্গনয়নী, কনকবরলী তারা ।

জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন, শিবে জটা

বাকল পরা ।

আমিলোক যুখে শুনি, ফেলে দিখে মণি, কণী ধ'রে অঙ্গে

ভূষণ করে ।

মরি, ছি ! ছি ! ছি ! একি কবার কথা, শুনে লাঞ্জে

মরে ঘাই,



শার্ঙ পদাবলী

তোম হেন গোবী, নিয়েছেন গিবি, হুজুতে যাব ভয় নাই,
মাথে অঙ্গেতে ছাই ।

তুমি সর্ষমহলা, অকুলের ভেলা, কুলে এনে দিতে পার ।
দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ, সে দুখ
ঘুচাতে নার ।

তুমি হাক্কাব বালিকা, মায়েব প্রাণাদিকা, ভাগোতে
মা হলি শিবদ বা ।

মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিপারী, উপজীব
ভিক্ষা করা ।

সদা বালি মা গিবিকে, আনগে গোবীকে, কত কষ্ট উমা
কৈলাসপুর ।

রম বহু

৬১

বসিলেন মা হেমববনী, হেরগে ল'য়ে কোলে ।
হেরি গণেশ-জননী-রূপ, বাকী ভাসেন নয়ন-জলে ।
একাদি বালক যাব, গিরি-বালিকা সেই হারা ।
পদতলে বালক ভানু, বালক চন্দ্রবরা,



বালক ভাঙু ভিনি তরু, বালক কোলে দোলে ॥
 রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি, কি উমাব কুমারে দেখি,
 কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাপি নয়নযুগলে !
 দাশরথি কহিছে, রাণি, দুই তুলা দরশন,
 হের, ব্রহ্মময়ী আর ঐ বক্ষ-রূপ গজানন,
 ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে বসেছে মা ব'লে ॥

দাশরথি রায়

৬২

কেমনে মা ভুলেছিলি এ দুঃখিনী মায় ?
 পাষণনন্দিনী, তুইও কি পাষণীর প্রায় ?
 সম্বৎসর হলো গত, তো বিবাহে অবিরত,
 কেঁদেছি, কহিব কত, আমি মা তোমায় ।
 শয়নে ছিল না সুখ, সদাই বিষণ্ণমুখ,
 পেয়েছি কতই দুঃখ দিবা-রাত্ৰিনী !
 আকাশে হেরিলে শশী, ভাবি' তব মুখ-শশী,
 যাপিতাম সাবানশি, কাঁদিতাম হায় !
 কখন স্বপনে তোমা, হেরিতাম ও মা উমা—
 পড়েছে মুখে কালিমা, কাতরা ক্ষুধায়,



শাক্ত পদাবলী

অমনি ভাগিন্দা উঠি, বাই নাম পথে ছুটি,
বলিতাম যা'রে তা'রে—‘এনে দে ডমায়।’

রাজকুমার রায়

৬৩

ও মা, কেমন ক'বে পবের ঘরে,
ছিলি উমা, বল মা তাই ।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে ম'বে যাউ ।
মা'র প্রাণে কি দৈত্য হবে,
জামাট নাকি দিফা হবে !
এবার নিতে এনে, বলনা, হবে,
উমা আমার ঘরে নাই ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৬৪

তুমি তো মা ছিলে দু'লে,
আমি পাগল নিয়ে সাবা হুটে ।
হাসে কার্দি সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বড় ,
ভাং পেয়ে মা সদাই আচ্ছ,

৫৮



থাকতে হয় মা কাছে কাছে,
ভালমন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি শুই ॥
দিতে হয় মা মুখে তুলে,
নয় তো খেতে যায় গো তুলে,
খেপার দশা ভাবতে গেলে,
আমাকে আর আমি নই ॥
তুলিয়ে যখন এলেম তুলে,
ওমা ভেসে গেল নয়ন-তুলে,
একলা পাছে যায় গো চলে,
আপন-দারা এমন কই ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৬৫

শরত কমলমুখে, আধ আপ বাণী মাঘের ।
মাঘের কোলেতে বসি, স্নানুগে ঈষৎ হাসি,
ভবের ভবন-স্থল ভগ্নয়ে ভবানী ।
কে বলে দরিদ্র হব, রতনে রচিত ঘব মা,
জিনি কত সুখাকর শত দিনযনি ।
বিবাহ অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন নিবা কখন রজনী ॥



শাক্ত পদাবলী

তুনেও সতীনেব নম, সে সকল কিছু নয় মা,

তোমাব অধিক ভালবাসে স্ববধূনী ।

মোহেব বিব জনে রাখে, ছুটতে লুকান্দে দেখে,

কাব কে এমন আছে স্তম্বেব সতিনী !

কমলাকান্ধেব বাণী, শুন গিরিবাক-বাণি,

কৈলাস ভূমব দবাধব চূড়ামণি ।

তু যদি দেখিতে পার, কবে না আসিত চান,

হলে থাক সবগুহে, ভূমব-রমণি ॥

কমলাকান্ধ ভট্টাচার্য

৬৬

ছিলাম ভাল ভননি গো হবেরি ঘবে ।

কে বলে ডামাই তব গুণানেতে বাস কবে ।

যে ঘবেতে বাস কবি, বদিকে নাবি মাদুরী,

নীলকাস্থ আদি কবি, কহ রহ শোভা করে ।

যেন কহ রবি শলী, উদয় হইছে আমি,

জানি নাট দিবানিশি, কখন যাত্রা হই কবে ।

পরেব বাটে বাঘাধর, ডামাই তব বিশেষর,

ভয়নাথ। কালবর, অতি সন্নি শিবোপরে ।



সেই শিবের চরণে, পারিজাত আশ্রয়ে,
 দেবরাজ এক মনে, মন্তক নমিত করে ॥
 ঘড়ৈশ্বরা আছে যার, ভিক্ষা কি জীবিকা তার,
 সকলে না বুঝে সার, ভিক্ষাজীবা বলে হরে।
 সত্য বটে স্মরণ, অশ্রদ্ধা সমান মানি,
 সে দ্বারা ভগিনী ভিনি, অধিক বহন করে ॥

অধিকাচরণ গুণ

৬৭

গিরিবাজকে ভেকে দে গো,
 আমার গৃহে গৌরী এল।
 নাশিতে আশাব-রাশি, উমা-শলী প্রকাশিল।
 এত নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে,
 না ডাকিলে আমার ঘরে, কে বা কবে এসেছিল।
 কেবল উমার আগমনে, সর্বলে সানন্দ মনে,
 গিরিপুরবাসীগণে, গিরিপুর আজ পূরে গেল।
 যতনেতে বিজ্ঞগণ, চণ্ডী পড়ে অশ্রুফণ,
 ভক্তিভাবে ঘটস্থাপন, চণ্ডী-পড়া সফল হলো ॥

শ্রীধর কথক

৬১



গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি যে স্বপ্ন—
 এল হে সেই আমার তারাদ্বন্দ্ব ।
 দাঁড়ায়ে দুয়ারে, বলে—মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার,
 দেও দেখা দুখিনীয়ে ।
 অমনি তু বাহু পসারি, উমা কোলে করি,
 আনন্দে তু আমি, আমি নই ।
 ওহে গিরি, গা তোল হে, উমা এলেন হিমালয় ।
 উঠ দুর্গা দুর্গা ব'লে, দুর্গা কর কোলে,
 মুখে বল, জয় জয় দুর্গা জয় ।
 কন্যা-পুত্র প্রাণি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছিল্য কবা নয় ।
 আঁচল ধু'বে তারা বলে—ছি মা, কি মা, মা গো, এ মা,
 মা-বাপের কি এমনি ধাৰা ?
 গিরি, তুমি যে অগতি, বুঝে না পার্কর্তী,
 প্রকৃতির অগতি জগন্ময় ।
 মা ওয়া যত জালা, যাদের মা বলবার আছে,
 তারাই জানে ;
 তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মবাধা পাই,
 কক্ষস্থিত সদা স্নেহে টানেন ।

তোমা'রে কেউ কিছু বলবে না -

দেখে দাক্ষণ পাষণ ;

আমার লোক-গল্পনা'য় যায় প্রাণ ।

তোমা'র তো না'হ স্নেহ, একবার ধর ধর, কোলে কর,

পবিত্র হোক পাশাণ-দেহ ।

আহা, এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,

তিন দিন বৈ রাখে না মৃত্যুকায় ।

রাম বসু

৬৯

গা তোল, গা তোল গিরি, কোলে লও'হে তনয়া'রে ।

চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমা'র এলো ঘরে ॥

মঙ্গল আ'রতি করে গৃহে তোল মঙ্গলা'রে ।

অমঙ্গল যত যাবে দূ'রে, বোধনে সন্দোধান ক'রে ॥

তা'রা পূজে পেলেম তা'রা, ঐশ্বরাসুন্দরী তা'রা,

আঁখি-তা'রা, দুঃখহরা, নয়ন জুড়াল হে'বে ॥

অজ্ঞাত

৬৩

গিরি । আমার গৌরী এসে বসেছে,

রূপে ভুবন আলো হয়েছে ।

মায়েব রূপের ছটা সোদামিনী,

দিন বানিনী সমান করেছে ।

উমা আমার নগ্ন-তারা, লোকে বলে 'তারা তারা'—

তারা কি তার কাছে ?

দিনি কোটি শশী বদন-শশী

কত শশী পদে পড়েছে !

ভোলানাথ আসবে নিতে—দশমীতে,

এগনি ভাবতেছি তাই মনে ।

(আমার) আমার ঘরের উজল মানিক

ছেড়ে দিব কোন্ পবাণে ?

ভৃগু-পাসরা দুঃখিনীর ধন, আমার এই উমা-রতন

কে তাবে করবে যতন ? শিব থাকে অশানে ।

তাঁর বাড়ীর ভিতর ভূতের আড্ডা,

ভূতে কি আর যত জানে !

রামচন্দ্র মালী

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,

তব না পাইয়ে যার ।

তোমার সেই উমা, এই এলো, সংস্র নিব-পরিবার ।

এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওতে গিঁধবাজ, গল্পনা দূরে গেল ।

আমাব মা কৈ, মা কৈ, বলে উমা ঐ, বাগ্না হ'য়ে দাঁড়াল ।

বলে—তোমার আলীকান্দে, আছি না ভাল,

জুগিনীর ছুখ্ ভাবতে হবে নাই ।

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই—

উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কানীতে,

রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই ।

শিবে এসে বলে—মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই ।

যার পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে,

সকলে দিলে দিকার ;

এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব,

কুবের ভাগ্যবী তার ।

এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,

আনন্দকাননে জুড়াবার ঠাই ।

হোক্, হোক্, হোক্, উমা স্বখে বোক্, সদাই হোত মনে ।



শান্ত পদাবলী

ভিখারীর ভাগ্যে পড়েছেন দুর্গে,
 তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে !
 দুহি হাব স্বপ্ন শুনিতে, গিরি,
 যে স্বপ্ন হয় গো আমার ;
 আছে বার ককা, সেই জানে,
 অন্তে কি জানিবে আর ।
 যদি পথিকে কেউ বলে, গুণে উনার মা,
 উমা ভাল আছে তোমার ,
 যেন কবে স্বর্গ পাই, অমনি বেয়ে যাই,
 আনন্দে হ'য়ে বিভোর ।
 শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ স'বাদ,
 আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই ।

রাম বসু

৭২

এলি গো কৈলাসেশ্বরী আনার অল্পপূর্ণ ।
 তুই নাকি মা কালীধামে জীবকে বিনাস্ অন্ন ।
 গিরি বলছেন আসি,
 মোক্ষময়ী শিবের কালী,
 কাবীর গতি, উমাশলী, নাই নাকি মা তোমা ভিন্ন ।

৬৬



আমি জানতাম শিব ভিখারী,
ভিখারিণী তুই শঙ্করী ।

সুনীলাম—রাজ-রাজেশ্বরী, লোকে কয় ধন্য ।

সুনে মনে ভাবনা এই,
ত্রুক্ষা বিষ্ণু প্রসবে যেই,

আমার কণ্ঠা তুই কি মা সেই, জীবের যিনি দেন চৈতন্য ।

জগতের মা, মা বলিস্ মা,
এর চেয়ে কি ভাগা উমা,

আমার মত কার আছে মা, কপাল প্রদম্ব ।

জগৎ ভূলে যার মায়ায়,

ভুলেছে সে আমার মায়ায়,

একবার কোলে মা আয়, মা আয়, মনোবাঞ্ছা করি পূর্ণ ।

কসিকচন্দ্র রায়

৭৩

দেখে যা গো নগরবাসী,

অঙ্গনে উদয় আমার উমা অকলঙ্ক শশী ।

একে উমাব রূপের নাহিক ত্রুটি, হেরিলে না ফেরে দিঠি,

যেদের কাছে মেয়ে দুটি, কোটি গগন-শশী জুবি ।



শাক্ত পদাবলী

শুনেছি নাবদের মুখে, সবে আমার প্রাণ উমাকে,
বক্ষমণী বলে ডাকে, যোগে ভাবে যোগী-ঋষি ।

অন্ধ চণ্ডীদাসে ভণে, রাণী তোমার উমাদনে,

(মা) দেখাইলে জগজ্জনে,

(কেবল) আমি কি গো এত দোষা

অন্ধ চণ্ডী

৭৪

গা তোল, গ তোল উমা, বক্ষনী প্রভাক্ত হলো ।

মঙ্গল আরতি হবে, উঠ য় সর্বমঙ্গলে ।

যামিনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ,

অলসে ঘুমাবে কত, চান্দ-বদনে মা মা বল ।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ কবিতোছেন আগমন,

পূজিতে ও দ্বিচরণ—কবৈ-চরা-বিক্রমল ।

তিন দিন বাথিহু বৃকে, করি মা অনঘ সফল ।

তুমি মা যাবে কৈলাসে, কি উপায় এ দাসের দানে,

নীলকণ্ঠের বার মাসে বার বিপু প্রবল হলো ॥

নীলকণ্ঠ সুখোপাধায়



৭৫

এসেছিঁস্ মা—থাক্ না উমা দিন-কত ।
 হয়েছিঁস্ ভাগর-ভোগর, কিসের এখন ভয় এত ?
 বলিস্ যদি আনি মা, জামাই,
 সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,
 সবাই মিলে করবো যতন, যোগাব তার মন-মত ।
 খল কপট তো নাইক তার মনে,
 যে ডাকে, সে ফেবে তার সনে,
 মান-অভিমান তার মনে নাই, কুচুটে তো তুই যত ।
 এখন বুঝি ঘর চিনেছিঁস্, তাই হয়েছিঁ পুর,
 কৈদে কৈদে ভাসিয়ে দিতিস্, নিতৈ এলে হর ।
 সাঁপে দিছিঁ পরের হাতে, ছোর আমার তো নাই তত ॥
 গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৭৬

বোঝাব মাঘের বাখা, গণেশকে তোর আটকে বেথে ।
 মাঘের প্রাণে বাজে কেমন, জান্‌বি তখন আপনি ঠেকে ॥
 তো বিনা কে আছে আমার, গিবিপুরী ছিল আধার,
 পাঠাব না তোবে তো আর, নিতৈ এলে কৈলাস থেকে ॥



শান্তিপদাবলী

জামাই সে বো পেটেব ছেনে, দোষ কি হবৈ হেথা এলৈ,
বেড়ানি ত্রিনি নেচে খেল, রাজা গিয়ে আনবে ডেকে ॥

বেড়ায় তো সে বেধায় সেথায়, যে ডাকে, সে তার কাছে যায়,
রাজার জামাই থাকবে হেথায়, প্রাণ ছুড়াবে যুগল দেখে ।

পিরিশচন্দ্র ঘোষ



বিজয়া



বিজয়া

৭৭

নন্দি, গিরি-নন্দিনী—তিনদিনের নয়ন-তারা ।
 তারা-হাবা হ'য়ে আমি, হ'য়ে আছি রে তারা-হাব
 যে দিন তিন দিন ব'লে গেছে রে সেই দিন-তারা,
 সেই দিনে তখনি আমি দেখেছি রে দিনে তারা,
 তারা-শোকে বহিছে তারায় তারা-কাবা ধারা ॥
 ব'সে যোগাসনে সেই তারা-রূপে, যারা আছে
 রে তারা স'পে,
 ও রে নন্দি, তারা কি ধন ছেনেছে তা'রা ।
 তোরা কি এত কাল মিথ্যা ঘবে কাল হরিলি,
 জ্ঞান হয় বে জ্ঞান-চক্ষে মোর তারা না হেবিলি,
 অশাভাবে মাকুল—সিকু কুলে থেকে তোরা ॥

লালরবি রায়



শাক্ত পদাবলী

৭৮

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায় ।
 তোমরা বল গো, কি করি মা,
 আমি কোন্ পরাণে উমাধনে মা হ'য়ে দিব বিদায় !
 হ'য়েছিল বড় সুখ, মা'র কথা শুনে কাটে বুক,
 মাগো, তোমরা ব'লে ক'য়ে বুঝাট্টয়ে ক্ষান্ত কব প্রাণ-উমাঘ ।
 ছ-মাস ন-মাস নয়, এসে দশ দিনতো থাকতে চয়,—
 মাগো, সে দেশেতে দশমী হ'লে কি হবে আমার দশায় !
 উমা হটল সন্তানের মাতা, মা'র কেমন প্রাণ বুঝলে না তা,
 ভগো, পরের যে ছেলে জামাতা, এ প্রাণ কাদলে তার কি দায় !
 বিকুবাম চট্টোপাধ্যায়

৭৯

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে ;
 মরি ক্রাসে কৈলাসে গে, কেমনে মা দিন কাটাবে ॥
 রবি-শশী নাহি হেবে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
 ভিতদানা তার সদাই ফেরে, মুগপানে তার কেবা চাবে ॥
 ভিক্ষে ক'রে আনলে পরে, তবে হাঁড়ি চড়বে ঘরে,
 মন বোঝাব কেমন ক'বে, কপালপোড়া কে ঘোচাবে ॥

৭৯



আপন ঝোঁকে ফেঁপা থাকে, মানুষ নয়, বোঝাব ক'কে,
সে দেখবে কি দেখবি তাকে—নিভা ভাং ধুতুরা থাকে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৮০

কালকে ভোলা এলে, বলবে—উমা আমার নাটকো ঘরে ।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে !
বলে বলুক যে যা বলে, মানবো না আর জামাই, ব'লে,
য'য় যাবে সে, গেলে চলে—যা হয় তখন দেখবো পরে ।
কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি গেছেছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে, রব আর পবাণ ধ'রে ।
আঁচল ধ'রে পাছে ছোট্টে, ঘুমিয়ে উমা চমকে উঠে,
শুধুর-ঘর কি জানে মোটে, কত ব'কি তারি তরে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৮১

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে ।
নবমীর নিশি হ'লে অবসান,
অন্ধকার ক'রে হবে অস্তর্কান,
করিবেন ভূর্গে স্বস্থানে শ্রস্থান নিজ-পরিবার সনে ।



শাক্তি পদাবলী

এই করি প্রার্থনা কবি ছোট হাত,
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় হয় না দিননাথ,

এই ভিক্ষে চরণে ॥

দুর্গাপ্রসন্ন গৌধরী

৮২

বচনা জুননী, তুমি পোতায়ে না ধবি পাথ,
তুমি মা সময় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়।
সপ্তমী, অষ্টমী গেল, নিষ্ঠুর নবমী এল,
শতাব্দী ঘাইবে কাল, ছাড়িয়ে দুঃখিনী মাথ।
তুমি ত'লে অবসান, আমি ত'ব গহপ্রাণ,
বিজয়া-গবল পান করিয়ে তাজিব প্রাণ ॥

অজ্ঞাত

৮৩

ওরে নবমীনিশি, না হইও রে অবসান।
জনেছি দাক্ষণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥
থলৈর প্রদান দত্ত, কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে তত্ত, বধ রে পরেরই প্রাণ ॥



প্রফুল্ল কুমুদবরে সচন্দন লয়ে কবে,
 কুহাঙ্কলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান ।
 মোরে হৈয়ে শুভাদয়, নাথ দিনমণি-ভয়,
 যেন না সচিতে হয় রে শিবের বচন-বান ॥
 হেরিয়ে তনয়া-মুখ, পাসবিলান সব দুঃখ,
 আছি সে কেনন স্মর হতেছে স্বপন-জান ।
 কমলাকান্থের বাণী, শুন আগে গিরিবাণি ।
 লুকায়ে রাখ না মাঝে হৃদয়ে দিয়ে স্থান ॥

কমলাকান্থ ভট্টাচার্য্য

৮৪

দেয়ো না, বঞ্চনি, আছি ল'য়ে তাবাদনে ।
 গেলে তুমি, দয়ামণি, এ পরাণ যা'বে ।
 উদিলে নিরুদয় রবি উদয়-অচলে,
 নয়নের মণি মোর নয়ন জাবাবে ।
 বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশুভলে,
 পেয়েছি উমায় আমি, কি সাধনা-ভাবে—
 তিনটি দিনেতে, কহ লো তাবা-কুস্থলে,
 এ দীর্ঘ বিরহ জালা এ মন জুড়া'বে ?



শাক্ত পদাবলী

তিন দিন অর্ঘ দীপ জলিতেছে ঘরে
দূর করি' অন্ধকার ; স্নিহেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকূহরে ।
দ্বিগুণ আধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাণ এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী ।

মধুসূদন দত্ত

৮৫

যেও না, যেও না, নবমী রজনী,
সম্ভাপটাবিণী লয়ে তাবাদলে ।
লেলে তুমি দহ্যময়ি, উমা আমার যাবে চলে ।
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে ।
প্রভাত-কাকলী-গান কানাবে মায়ের প্রাণ,
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জলে ।
হৃদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুষ্পহার,
সুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে ।

নবীনচন্দ্র সেন



৮৬

শুন গো বজনি, করি মিনতি তোমারে ।
 অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া ক'রে !
 সাধে কি নিষেধে দানী, তুমি অস্তে গেলে নিশি,
 অস্তে যাবে উমাশলী, হিমালয় আধার ক'রে ।
 কি বলবো তোমাঘ যামিনি, তুমি ত অন্তযামিনী,
 অস্তরের বাধা আপনি, সকলি জ্ঞান অস্তরে ॥

হরিনাপ মজুমদার (কাল্পাল মিকিরটান)

৮৭

নবমী নিশি পোহাল, কি করি, কি করি বল ।
 ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখ না বিজয়া এল ।
 বৎসরাবধি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধরা,
 যায় কিসে দুঃখপলরা, আমারে বল ;
 নবমী নিশি প্রভাত, একি দেখি বিপরীত,
 উমা হ'য়ে চমকিত, নত শিরেতে রহিল ।
 (ওহে গিরি) বাণী শুনি বজ্রাঘাত, করি শিরে করাঘাত,
 কেন রে হলি প্রভাত, নবমী বল !



শাক্ত পদাবলী

পুত্র-শোকের ভীর্ণ জ্বা, ফুলেছিলাম দাঁড়ে তাবা,
 তই যদি তাবাহাবা জীবনে কি ফল বল ॥
 এগে গিবিপুতবাসী, বৎসবাবনি পরে আসি,
 ত্রিবাছ বাস উমাশর্কর করা কি ভাল,
 পুতবাসী, কবে ধরে, দুখাও গিয়ে মতেশেবে,
 উমা মাঝে দূ দিন পরে, আজ্ঞা দেহু ততাকাল ॥
 মহামায়াব মহামায়া, মুগ্ধ কবিলেন অজ্ঞা,
 মা প্রকাশি নিচ-মায়া ত'লেন চকল ।
 কহে নীন গগপতি, দুঃখিত হব প্রযুতি,
 মায়ে তুল না পাকলী, তাহা না মা তিমাচল ॥

কল্যাণদ পক্ষী

৮৮

কি হলো নবমী নিশি, হৈলো অবসান গো ।
 বিশাল ভয়ঙ্কর ঘন ঘন বাজে, শুনি ফলি বিদবে প্রাণ গো ॥
 কি কহিব মনোহুঃখ, গোবী পানে চেয়ে দেখ—
 মাঘের মলিন হয়েছে অতি ও বিপু বরান ॥
 ভিতাবী ত্রিশূলধারী যা চাহে, তা দিতে পারি ;
 বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান ।

৮৯



কৈ জানে কের্মন মত, না শুনে গো হিতাহিত ;
আমি ভাবিয়ে ভবের বীত হয়েছি পামানী গো ॥
পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠানো যায় ;
মিছে আকিঞ্চন কেন করে দিলোচন ।
কমলাকান্থেরে লৈয়ে, কহ করে বুঝাইরে—
হর, আপনি রাখিলে বহে আপনার মান গো ॥

• কমলাকান্থ ঔটাচার্য

৮৯

ঐ দ্বারে বাজে ডম্বুর, হর বুঝি নিতে এল ।
নবমী না পোছাইতে অমনি এসে দেখা দিল ॥
শুন হে অচলরায়, বল গিয়ে জানাতায়,
আমি পাঠাব না উমায়, দিগন্তরে যেতে বল ।
এই জগত-মাঝারে, কত গলে বাপের ঘরে,
কার মেয়ে এমন ক'রে তিন দিনের বেশি

চার দিন না রয় ।

হর এবার ঘান কিরে, উমারে রাখিব ঘরে,
এতে যদি কৃষ্ণিবাসের মনেতে দাগ হয়—হ'লো ॥

অজ্ঞাত

৮১

জয়া, বল গো পাঠানো হবে না ।

হর—মাগের বেদন কেমন জানে না ॥

তুমি যত বল আব, করি অঙ্গীকার, ও কথা আমারে

বোলো না ।

ওগো, হৃদয়-মাঝারে রাখিব বাছাবে, প্রহরী এ দুটি নয়ন ।

যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া, তখনি তাজিব জীবন ॥

সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ, তিন দিন যদি রয় না ।

তবে কি সুখ আমার এ ছাব ভবনে, এ দুঃখে প্রাণ

আমার রখে না ॥

যাতনা কেমন, না জানে কখন, বিশেষে রাজার কুমারী ।

আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া, হব যে জনম-ভিখারী ॥

ওগো, অশানে মশানে লৈয়ে যায় সে ধনে,

আপনার গুণ কিছু জানে না ।

আবার কোন্ লাঞ্জে হর এসেছেন লইতে ,

জানে না যে বিদায় দেবে না ॥

তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলবাণী,

উপদেশ কহি তোমাতে ।

কত বিরিকি-বাক্তিত ঐ পদ, তুমি তনয়া ভেবেছ বাহারে ।



କମଳାକାନ୍ତର ନିବେଦନ ଧର, ଶିବ ବିନା ଶିବା ପାବେ ନା ।

ଯଦି ଜାମାତା ଶକ୍ତରେ ପାର ବାଧିବାରେ,

ତବେ ତୋମାର ଗୌରୀ ଯାବେ ନା ॥

କମଳାକାନ୍ତ ଡ଼ା଼ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ

୨୦

ଦିଓ ନା ଆଜ ଉନ୍ମାୟ ସେତେ, ଓଗୋ ଯା ମେନକାବାଣି !

ଆନ୍ତତୋଷେ ଆନ୍ତ ତୁଷେ, ବିଦାୟ କର ଗୋ ଏଧନି ।

ହାସି ହାସି ଉନ୍ମା ଏଲୋ, କେଦେ ହଲୋ ଏଲୋଥେଲୋ,

କେନ ଆଜି ପୋହାହିଲ ନବମୀ ରଞ୍ଜନୀ ।

ଭେବେ ଚିନ୍ତେ ଉନ୍ମାଶନୀ, ଯେନ ରାହ ଗ୍ରସ୍ତ ଶନୀ,

ହାନିଲ ହୃଦୟେ ଆସି କି ଶୂଳ ତ୍ରିଶୂଳପାଣି ।

ରମିକଟ୍ଟର ରାୟ

୨୧

ଓହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଗିରିବର ତେ, ଓୟେ ତତ୍ତ୍ୱ କାପିଛେ ଆମାର ।

କି ଗୁନି ନାକ୍ତ୍ତ୍ୱ କଥା, ଦିବସେନ୍ଦ୍ରାଧାର ॥

ଧିଛାୟେ ବାଘେର ଛାଳ, ହାବେ ବସେ ମହାକାଳ,

ବେରୋଓ ଗଣେଶ-ଯାତ୍ରା, ଡାକେ ବାର ବାର ।

ତବ ଦେହ ହେ ପାଷାଣ, ଏ ଦେହେ ପାଷାଣ ପ୍ରାଣି,

ଏହି ହେତୁ ଏତନ୍ତ୍ତ୍ୱ ନା ହଲୋ ବିନାର ॥

୨୨



শাক্ত পদাবলী

তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে ক্ষা,
হাষ হাষ, একি বিড়ম্বনা বিধাতার ।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজবাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিবাশা সুধার ॥

রামপ্রসাদ সেন

৯৩

আমার গোবীর্বে লয়ে যায়, হর আসিয়ে,
কি কর হে গিরিবর, বক্ষ দেগ নসিয়ে ।
বিনয় বচনে কত বুঝাইলাম নানামত ;
স্তনিয়া না স্তনে কাণে, ঢোলে পড়ে হাসিয়ে ।
একি অশ্রুভ ভাব, আশ্রয় কলিহার,
পরিধান বাঘ-ছাল, কণে পড়ে থসিয়ে ।
আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি ?
সোনার পুতলি দিলে পাখারে ভাসিয়ে ।
স্তনি, গিরিবর কয়, স্ত্রীমাতা সামান্য নয়,
অগ্নিমাди আছে যার চরণে লোটায়ে ।
কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখরবাণি,
পরম আনন্দে গো তনয়া দেহ পাঠায়ে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য



গিরি, যায় হে ল'য়ে হর প্রাণ-কন্ডা গিরিজায় ।
 পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী, বাচে পাশানী, গিরি ! যায় ॥
 রবে কুমারী, হবে গিরি, আন্ত পূর্ণ মানস,—
 দিয়ে বিষদল যদি আন্ততোষে আন্ত তোষ—
 হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর-কৃপায় ॥
 নাথ, হর চরণে যদি ধর, দোষ নাই হে ধরাধর !
 চরণে ধ'রে তুমি হে নাথ, দিলে কন্ডা যা'য়—
 ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন অনেকের আপদ,
 মোর বচন ধর হে নাথ, ধর গঙ্গাধর-পায় !
 ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ ধবায় ॥
 নাথ, কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্ন হর-আরাধন,
 রাখিতে ঘরে তারাদন, নাহি অন্য উপায়,—
 য'ঙ্গে আমার সম্পদে, হর-পদে নু স'পে মতি,
 কেন মুক্তি-কন্ডা তুমি হারা হও দাশবথি,
 কি হবে, কাল এলো—আজি কি কালনিশি পোহায় ॥

• দাশবথি রায়



ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি ।
 অভাগিনী মায়েরে বধিষে কোথা যাও গো !
 রতন ভবন যোর আজি হৈলো অন্ধকার,
 ইথে কি রহিবে দেহে এ ছাব জীবন ।
 এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা ।
 তাপের তাপিত তমু কণেক জুড়াও গো ॥
 ছুটি নগ্নন যোর বটল চেয়ে পথপানে ।
 বোলে যাও, আসিবে আর কত দিনে এ ভবনে ।
 কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও—
 বিধুমুখে মা বলিয়ে মায়েরে বুঝাও গো ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'মাই' 'মাই' ।
 মায়ের কাছে, হৈমবতি, ও কথা মা বোলতে নাই ॥
 বৎসরান্তে আসিস্ আবার, তুলিস্ না মাঘ, ও মা আমার ।
 চন্দ্রাননে যেন আবার, মধুর 'মা' বোল শুন্তে পাই ।



এস সব পুরবাসিনী, আনন্দে দাও হৃলুধনি ।
 উমা যে অমূল্য মনি, আর এমন ধন ঘরে নাই ।
 জ্ঞান বলে গো গিরি-জালা, সর্বত্র র'ল হর-জায়া ।
 নয়ন মুদে দেখ না হুদে, কোথা তোমার উনা নাই ?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঝার কাব্যভীর

৯৭

মা গো, রজনী প্রভাত হয়েছে !
 ও মা, ডাকিছে বিহঙ্গ, পবন-তরঙ্গ
 গন্ধ ভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে ॥ (পবন),
 ভাসু যত তনু প্রকাশ করিছে, বিদায় দিতে তোমায়
 বিজয়া বলিছে ;
 দেই কেমনে, ভেবে সেই ভাব মনে, সদা আঁখি বুঝে
 আমার হৃদয় কাটিছে ॥
 চৈতন্যরূপিণী তুমি ব্রহ্মময়ী,
 তুমি নাই যথায় এমন স্থান আর কৈ ;
 তোমায় দিলে বিদায়, সকলই যে যায় ,
 (মাগো) তোমায় অবলম্বন করি' এই জগৎ রয়েছে ॥



শাক্ত পদাবলী

লোকে বলে, নিশি প্রভাত হয়েছে,
 আমি দেখি, সে ত যেমন তেমনি আছে,
 নিশি প্রভাত হ'লে, মনের আধার যেত চলে;
 (মাগো) হবে বিদায় দিত তোমায়, এমন কে আর আছে।
 কাকাল বলে মাগো, সহজ বুঝ আমার,
 আর্বাহন বিদ্বজ্জন নাই তোমার;
 তুমি নিত্য নিরঞ্জিনী, ভব-ভয়শক্তিনী (মাগো)
 নিত্য হৃদিপটে জাগো, পূজি হৃদিমাত্রে ॥

হরিনাথ মহামদার (কাকাল ফিকিরচাঁদ)

— — —



জগজ্জননীর রূপ



জগজ্জননীর রূপ

৯৮

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে ।
 মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥
 করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টী কি মাটির অলা,
 মাটিতে কি মনের জালা দিতে পারে নিবাইয়ে ?
 শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
 মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে ?
 মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর চতুর্শন,
 কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরয়িয়ে ?
 অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি ?
 সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৯৯

তুমার ধবল হৃদে নীলিম নলিনী ।
 হর হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জ্ঞননী ॥

১০১



শাক্ত পদাবলী

রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি,
উজলিছে ত্রিভুবন জ্বিনি সৌদামিনী ॥
সদা মনে অভিলাষ, কাটিয়ে সংসার-পাশ,
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দুখানি ॥

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা)

১০০

হেব, হর-মনোমোহিনী, কে বনে বে কালে মেয়ে !
আমার মায়ের কপে ভুবন আলো,
চোখ থাকে তো দেখ্ না চেয়ে ॥
বিমল হাসি ঘবে শশী, অকণ পড়ে নথি খসি,
এলোকেশী হামা মোড়লী ;
ভ্রমর ভ্রমে কমল-ভ্রমে,
বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০১

কে শু বিহবে, হর-হৃদি পরে, হর-মন হরে মোহিনী ।
চমকে অরুণ রবিশশী ঘন, নথরে প্রথবে আপনি ।



শোভিত প্রপদ, জয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী ।
চমকে নূপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী ।
রক্ত-শিখরে, করে অসি ক'বে, শিখির-শিখর-নন্দিনী,—
যেন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়বারিণী ॥

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা)

১০২

নাচ কে বে নিগমলী নিগমর হব-হৃদি পবে ।
একি অপরূপ রূপেব মিকু, অর্জু-ইন্দু শোভে শিরে ॥
চপলা জিনি ত্রিনয়নী, চপলা জিনি দৃষ্টশ্রেণী,
চপলা জিনি নীলগামিনী, চপলা-রূপে আলো করে ॥
অমিয়া জিনি মৃগশোভা ভায়, অমিয়া সম অমরল ভায়,
অমিয়া সম পিকভাষে গায়, অমিয়া-রূপে সুধাকর ॥
কেশরী জিনি বিক্রম জ্ঞান, কেশরী জিনি কঙ্কালী ক্ষণ,
কেশরী জিনি মাদ মঘন, গৌরমোহন হেরি হেরে ॥

গৌরমোহন রায়

* 'বান্দালীর গান' নামক গ্রন্থে এই গানটি শ্রীধর কপকের লেখা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু 'সঙ্গীত মুক্তাবলী', 'সঙ্গীত কোষ'-প্রভৃতি পুস্তকে ইহার রচয়িতা-হিসাবে কালী মির্জার নাম দেখিতে পাওয়া যায় ।

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে ।
 আমরা নৃত্য করি সঙ্গে ।
 দশদিক্ আধাব করে মাতিল দিক্-বসনা,
 জলে বহি নিখা রাড়া রসনা,
 দেখে মরিবারে ধাটছে পতঙ্গে ।
 কালো কেশ উড়িল আকাশে,
 ববি সোম লুকাল তবাসে,
 রাড়া রক্তধারা ধরে কালো অঙ্গে,
 ত্রি ভুবন কাপে ভুরু ভঙ্গে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মদ-মত্ত মা তঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায় ।
 নিবিড় কুহলদল বিজড়িত পায় পায় ॥
 নখরে অকণ ছোটে, পদ-চিহ্নে পদ্য কোটে,
 মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায় ।
 অট্টহাস্ত অবিরত, তড়িত প্রকট কত,
 উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালবরণ-ঘটায় ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০৫

কে শু কামিনী অশানবাসিনী,
শোভিত অলক্তবেখা চরণ দুখানি,
ঘিহুজা কুটী করে, অভয়া সভয়া বরে,
আশুতোষ-কুনি-পরে বিহারকারিণী ।
মাঠে মঠে ববে, ছুহুকার করে শিবের,
নাচিছে ভবানী ভবে, শিব সীমন্তনী ।
দ্বিজ কালিদাস কথ, মন মা গো ঐ পায়,
না রহিবে ভব-ভয়, শিব-বাক্য জানি ।

কালিদাস গদ্যোপাধার

১০৬

বিসমোজ্জল জ্বালা বিভাসিত কপাল,
খল খল কবালহাসিনী ।
সমুচ্ছদিত নরমুণ্ড-শোভিত কর,
ঘোর গম্ভীর কাদম্বিনীবরণী, ভীমা ভুবনত্রাসিনী,
অতি বিশাল বদনমণ্ডল—
লক্ লক্ কধির-লোলুপ-রসনা,



শক্তি পদাবলী

কুধির-বার ক্ষত বিপুল দর্শনা,
 অস্থিচক্ষুসার, ককাল শাব—
 বিভূষিত দিক্‌বসনা বোমগ্যাসিনী ।
 অতি ক্ষীণ কটা বেষ্টিত নব কব কিঙ্কিনী,
 মহাকাল কামিনী, উৎকট আসব পান গগনা,
 রক্তনয়না শবাসনা বিভীষণা ।
 নিবিড় মেঘচ্ছাল লটপটকেশী, নরমাংসানী—
 ঈশান-মন্দিরী টলটল মেদিনী ।
 ভয়ঙ্করী ভীষণা শ্মশান-বাসিনী ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০৭

রাক্ষা কমল রাক্ষা করে, রাক্ষা কমল রাক্ষা পায়,
 রাক্ষা মুখে রাক্ষা হাসি, রাক্ষা মালা রাক্ষা গায় ।
 রাক্ষা ভূষণ রাক্ষা বসন, রাক্ষা মাথের ত্রিনয়ন,
 কত রাক্ষা রবি শশী, রাক্ষা নখে প'ড়ে হায় ।
 পদ্য-ভ্রমে পদতলে, পড়ে অলি দলে দলে,
 এলোবেলী কে রূপসী, ডাক্লে তাপিত প্রাণ জুড়ায় ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ



১০৮

নিবিড় আধারে মা হোব চমকে অরূপরাশি ।
 ত্রাট যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী
 অনন্ত আধার কোলে, মহানিষ্ঠান তিলোলে,
 চিরশান্তি পবিত্র, অবিনল ষাষ ভাসি
 মহাকাল রূপ বরি, আধার বসন পাবি,
 সমাধি মন্দিরে (৬২) কে তুমি .গ একা বাসি ।
 অশ্রু পদকমলে, প্রেমের বিছলী জলে,
 চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অটু অটু হাসি •

অক্ষা হ

১০৯

কে বলে আ মবি । মোহায় নিগমাই,
 শবাসনা বিবসনা ভয়ঙ্করী ।
 জ্ঞান-নেত্রে আমি চেয়ে দেখি, তুমি
 সঙ্গমদী সঙ্গমজলা সন্দরী ।

* সঙ্গীতটি প্রায় বিবেকানন্দের অতি প্রিয় ছিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইহা তাঁতাবই রচনা। কিন্তু তাঁহা ও রচিত কোনও পুস্তক-মধ্যে ইহা দেখি নাই।



শাক্ত পদাবলী

বিশ্ব ভবোদরে, তুমি বিশ্বোদরী,

পালন করি' বিশ্ব, নাম বিশ্বস্তরী ॥

অসীম অমবে সহরিতে নারে ; (জননী গো)

তাইতে নাম ধবেছ একময়ী দিগম্বরী ॥

অম্বর সংহারে উদ্ধত অশনি,

ভক্ত-সামকের হৃদে প্রণামরূপিণী ।

সভয়ে অভয়া সম্পদে বিজয়া (জননী গো)

তুমি মহানিদ্রা নিদ্রানায়িকা মহেশ্বরী ।

লোকে দেখে তোমার চরণতলে শব,

আমি দেখি তোমার চরণেতেই সব ;

শিবের প্রকৃতি শিবে কব স্থিতি ; (জননী গো)

তোমার চরণ চক্রে প্রকাশ শিব, চন্দ্র, হরি ।

হরিনাথ মজুমদার (কালীলাল ফিকিরচাঁদ)

১১০

কে বলে কালী কাল আশীবিষভূষণ ।

নাহি বাস দিক্বাস শব শিব আসন ॥

অরূপা ব্রহ্মরূপিণী, শ্যামা তাই শ্যামবরণী ।

সভয়ে অভয়পানি, কুপাহীনে কৃপাণ ॥



জগজ্জননীর্ রূপ

- যিনি বিশ্ব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ ।
কি ছার তাঁর ভূষণ, যিনি সর্ব নিদান ॥
চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব,
পরিহর ভ্রম ভাব প্রেমিকের মূঢ় মন ।
ঘোর দৈত্য-নাশ-কালে, ভব ভীমরূপে হুলে,
জীবমুক্ত হবার ছলে করেছেন দেহ অর্পণ ॥

মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরাণ্য (প্রেমিক)

১১১

- কে রে বামা নিবিড় নীরদবরণী ।
পদনখে কোটি চন্দ্র তিমিরহারিণী ॥ •
দেব দেবাদিপতি, মানসে পূজিতে মতি,
অপার মহিমা জেনে, পদতলে দিশূল-পাণি ।
জগতদুর্জিত তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারাংসার, হয়েছ আপনি ।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ কবে পাই,
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সামান্য গণি ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী



নীলবরণা কে কামিনী, কন্দর্প দর্পহাবিনী,
নবধনে সুশোভিত কিনি কোউ সৌন্দামিনী ॥
কি কাছ হবে নগরে, নোব সে রূপ সাগরে,
নাম-সুখা ধব অমরে, ভাব বে দিব্য-মায়িনী ।
কিবা সখ্য কাম অর্থ, মত দেব য'য় উন্নত,
যোগীর যোগে পবন তরু, নি না চিহ্নে ন চিহ্নামণি ॥
অশ্রু-স্রব শাস্ত্র শব্দ, আশাবাসি যত চক্রে,
দেখ চন্দ্রানন অর্কে, মত স্রবল দামিনী ।
দাব মায়ায় মুগ্ধ ভাব, ধাব রূপায় মুগ্ধ দিব,
দে নামে নামে অশিব, জ্ঞানচরণ চাবিনী ॥

শ্রীমৎচরণ ব্রহ্মচারী

কয় নীলবসনা, পদ্মাসনা বিমল উজ্জল বরণে ।
মধুর-ভাস হেমোবিনাশ, মননিকাশ স্বরণে ।
নগবালা নব নলিনীমাল, নব নীলদ কেশজাল,
নব নিশাকর-শোভিত ভাল, তড়িত তড়িত চরণে ।
হৃদয়ী তাবা হিহাপ নাবিনী, কল্যাণ হ-শমনবারিণী,
পবনা প্রকৃতি প্রমত্তাবিণী, দুর্গে দুঃখবরণে ॥

দ্বি.বিশচন্দ্র ঘোষ



১১৪

মহিষমৰ্দ্দিনী-ৰূপে ভুবন কৰে উজ্জ্বল ।
অমল কমলতল, নিন্দিত চরণ-তল,
শশধৰ-নিকৰ নথৰৰূপে প্রকাশিল ॥
বতন নুপুৰ মাছে, কটি-ভেটে কিকিণী বাজে,
বিৰাজে যোগিনী-নাথে কবি কুতুহল,
মুহুৰাস সুধা ভাস স্তব-নব-ভাস-নাশ,
এই অকিঞ্চন-আশ, দেখি চৈতন্যে স্থল ॥

বসুনাথ ঝাং (দেওয়ান)

১১৫

কে ও একাকিনী, কাহাব বয়লী, শশি শোভা জিনি মসাববলী ।
দশনে বসনা ধৰা, বদনে কধিব-ধারী, কবালবদনী ।
এ নব বয়সী, ঘোব রূপা মুক্তকেশী, শোভে দীৰ্ঘ বেলী ।
গলে নোলে মুক্তাহার, কটি-ভেটে নব-কর রচিত কিকিণী ॥
পয়োধর পীনোন্নত, কধিব-ধারে আবৃত বিকটকপিণী ।
মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, অর্কচক্ৰ মাছে ভালে, হেবি বিবসনী ॥

১০১



শার্ক পদাবলী

অসি মুণ্ড বাম করে, দক্ষিণে অভয় বরে, রণে রণবদ্বিনী ।

ভীমবেশা ভয়ঙ্করী, ভব-হৃদি পদ ধরি, দক্ষিণাকৃপিনী ॥

চতুর্দিকে শিবা ঘেরি, শ্মশানালয়ে শঙ্করী অটু অটু হাসিনী ।

চন্দ্রে দেহি এই স্তান, অস্ত্রে করি তব ধ্যান কালৌ ত্রিনয়নী ॥

মহাতাব টান (মহারাজা)

১১৬

নীলবরনী, নবীন। রমণী,

নাগিনী স্ফুটিত স্তূপা বিকৃষণী ।

নীল নলিনী, ত্রিনি ত্রিনয়নী,

নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী ॥

নিরমল নিশাকর কপালিনী,

নিরুপমা ভালে পঞ্চ বেগাশ্রেণী,

নৃকর চাক্রকর স্বশোভিনী

লোল রসনী কেরালবদনী ॥

নিভয়ে বেষ্টিত শার্কুল ছাল,

নীলপদ্ম করে করি করবাল,

নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকর,

লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী ॥



জগজ্জননী'র রূপ

নিপতিত পতি শব-রূপে পায়,
নিগমে উদ্ধার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
নিভা। সিদ্ধা তারা নগেজ্জনদ্বিনী ॥

শিবচন্দ্র রায় (মহারাজা)

১১৭

উর্দ্ধ অটোদ্রুট গভীর মিনাদ্বিনী ।
উগ্রভূতা ভীমা অশিব-বিমদ্বিনী ॥
দক্ষত্ব ভ্রাস ত্রাস, লক্ লক্ বসন্ত,
অম্বর-শিব-চূর, ভীষণ দশনা,
দ্বিয়া ভাবিয়া দ্বিয়া, টল টল মেদ্বিনী ॥
নর-কর-বেষ্টিত কপালমালিনী,
রুদ্রিব-অধরা তারা, শিশুশলী-ভালিনী,
নয়ন জলন-জালা, সুর-হৃদি-বদ্বিনী ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০৩



অপরূপা কে ললন হো'র বলাসুভাসনা,
কিঙ্কিণী মণি বচিহ, মুকুট শিবোভূষণা ।
কুটিল কুটিলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
এচ জিহ্বা বিপ্রকল, প্রফুল্ল পদমাননা ॥
দন্তসদৃশ কলশা, ত্রিনয়ন স্তম্ভোদ্ভিতা
সহাস্র বননাবিনা, মধু মধুসবচনা ।
বিগলিত যুভাহাব, যুদ্ধ নব পদোদব,
হেম কর্ণপব, মনোহর আভরণা ॥
কাঞ্চিমুক্ত নিঃসঙ্গিনী, ললিত দ্বিবলঃশ্রেণা,
চতুর্ভুজ ত্রিধাঙ্গিনী, রক্তাপদ-পরিধানা ।
পাশাঙ্কশ যুগ্মকরে, দন্তস্রাব শোভে অপরে,
বোঁমাবলী অধোপরে উক কদলী-ভূষণা ॥
নিম্ন নাভি সরোবর ; ত্রিপদ কচ্ছপাকার,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বসিত চাক চরণা ॥
হাস্তপূর্ণ বদন, অঙ্গে কুঙ্কম লেপন,
গুট গুলফ স্তম্ভোভন, স্বচ্ছ নব দীপ্তমানা ॥
জগদানন্দ জননী, বিশ্বাকর্ষণকাবিনী
ব্রহ্মাণ্ড বীজরূপিণী, জবা কুঙ্কমবরণা ।



জগজ্জননীর রূপ

নাশ করে তুচ্ছ, মুক্ত কবি ভব-বধু

চন্দ্রের এত মনোহরে, যোড়শী ভব-অঙ্গনা ॥

মহাত্মা চাঁদ (মহারাজা)

১১৯

ভুবনেশ্বরী মাঝে রূপে নাহিক ভুবনে সীমা ।

বকুবর্ণী পদ্মাসনা, বিলোচনী স্তম্ভধরা,

প্রসাদকর উত্তমাদেহ, অঙ্কভাঙ্গা চন্দ্রমা ॥

পাশাধ্বজ বলাভর, চারি করেতে পোভয়,

অলংকার মণিনয়, নাহি তার উপমা ॥

মহাবিভা আবাদিতে, সদাশিব সমাধিহে,

কবিতলে ইষ্টমিচ্ছি, অষ্টমিচ্ছি অগিমা ॥

শিবচন্দ্র সরকার

১২০

একি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ—

কে পাবে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন ॥

জিনিয়ে কোটি অকণ, অন্ধের হেবি বরণ,

বসন তরুণাক্ষর তাহে স্পন্দিতন ।

উচ্চ পীন পঃযাধর, তাহে বহে বকুমীব,

মুগ্ধমালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ ॥

১০৫



শাক্ত পদাবলী

জপমালা এক করে, জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে,
দ্বিকরে অভয় ধরে, করেন ধারণ ॥
সহ চন্দ্রকান্তমণি, মুকুটশিরোধারিণি,
হে ভৈরবী ত্রিনয়নী, দেহি চন্দ্রে শ্রীচরণ ॥

মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)

১২১

কে ও বিবসনা, কদ্বিবে মগনা, রক্তবর্ণা কার নারী ।
কমল কণিকোপরি, ঘোনিরূপা যন্ত্র হেবি,
বিপবীভ রতিকাথী, রতিকাম তত্পরি ॥
তদুর্দ্ধে বিরাজমানা প্রত্যাশীচ চরণা,
মুগ্ধমালা বিভূষণা, ত্রিনয়না শঙ্করী ।
গলে অস্থিমালা স্থিতা, মুক্তকেশ স্তম্ভোভিতা,
শিরে সর্প বিভূষিতা, লোলজিহ্বা ভয়কবী !
শিবশ্ছেদ স্বয়ং করে, বাম করতলে ধরে,
শোভিত অসি অপরে, চমৎকার মাদুরী ।
কণ্ঠ-নির্গত ত্রিধার, কদ্বির তার একধার,
ধরে নিজাধরোপর, ভীমরূপা ক্ষেমকরী ॥

১০৬



জগজ্জননীৰ ৰূপ

উন্নতা উল্লসিনী, পার্শ্বদ্বয়ে দ্বিযোগিনী,
শেষ দ্বিধাৰ-ধাৰিণী, বিস্তাৰ বৰ্ণন কৰি ।
কৰি ৰূপাবলোকন, শ্ৰীচরণে দিও স্থান,
চন্দ্রের এই নিবেদন, ছিন্নমস্তা শুভকরী ॥

মহাতাব টান (মহারাজা)

১২২

বিষয়া এ কাৰ নারী চিনিত নারি !
রক্ষবর্ণা ধূমাবতী, পয়োধর নত অতি,
কলহ কবিত্তে মতি, মলিনাংলুপরি ।
কাঁকধ্বজ বথে বালা, কুধাতুৰা সচক্ৰী,
দশনাবলি বিরলা, দীৰ্ঘকায়া হেঁরি ।
শূৰ্প বাম কৰে ধৰে, অপৰ সজিত বৰে,
দ্বিকরে কি শোভা কৰে, আ মরি মরি ॥
কুটিল নাসিকা নত নয়ন কোটরস্থিত,
চন্দ্রে শ্ৰীচরণাশ্রিত কৰ শকবী ॥

মহাতাব টান (মহারাজা)



শাক্ত পদাবলী

১২৩

একি রূপ অপরূপ ক'র নিব'ক্ষণ, অসাধ্য বর্ণন ।
 রূপের ম'নুষী হো'ল কুড়াল ন'মন ॥
 নান মণ্ডপোপবে, বহুবৈদী শোভা কবে,
 সিংহাসন তত্পরে আঁত স্মগঠন ।
 সিংহাসনে বিবাহমান, উজ্জল পাতবরণ,
 পাত্রাঙ্গণ প'বধান, চাহে স্তনোভন ॥
 কিবা শোভে আভরণ, পুষ্পমালা বিভূষণ,
 স্তগাঙ্গ অক্ষ লেপন, কুসুমচন্দন ।
 দ্বো = ক্র' চিহ্না ধাব, মুদগার দক্ষ করে কবি,
 ক্রোশি = হৃদে = করী করেন হাউন ॥
 বগচ। ককণ। কবি, চন্দ্রে দিয়ে চরণ তরী,
 পাব কব ভব-বাব, লটলাম = রণ ॥

মহাত্মা চাঁদ (মহারাজা)

১২৪

অপরূপ কামিনী, নীবন বরণী, = শধর আভা জিনি ।
 কলিনাথ শোভা শিবে, সিংহাসনাসন করে,
 বিরাজিতা তত্পরে, চতুর্ভূজধাবিণা ॥

১০৮



জগজ্জননীৰ ৰূপ

খেঁট খড়্গা যুগ কৰে পাশাক্ষৰ ধৰাপৰে,
চন্দ্ৰে তাৰ ৰূপা কৰে, তে মাতৃদ্বি দ্বিনয়নী

মহাতাৰ চান্দ (মহাৰাজা)

১২৫

একি ৰূপ হেৰি নয়নে বৰ্ণেৰ লাবণ্য স্তম্ভৰ বৰ্ণনে
প্ৰফুল্ল কমলাসন, তত্পৰি কুদাসন, চপলাচিত বৰণ,

মুহুৰ্হাশি চন্দ্ৰাননে ॥

অঙ্গলিত চতুৰ্ভুজ, সৰো অৰু অম্বুজ, দক্ষিণে বৰ

সৰোজ অতি স্থপোতন ।

বিগলিত মুক্তাভাব, শোভ পয়োদৰ পৰ,

কমলা বৰ্ণা কৰ, চন্দ্ৰ বাথ শ্ৰীচৰণে ॥

মহাতাৰ চান্দ (মহাৰাজা)

১২৬

কৃষ্ণবৰ্ণা চতুৰ্ভুজা এ নাবী কে ভয়কবী ।

পাষণ্ড ভয়ক শূল কপাল কৰে কৰি ॥

হিমাংগকলা শেগৰে, উদ্ধপিত্ত জটাম্বিৰে,

ভুজদন্ত ভয়কৰে, ভয়ানক বেশ হেৰি ॥

১০৯



শান্ত পদাবলী

এই নিবেদন করি, চক্রে প্রতি কুর্পা করি,
ভদ্রকালী ভয়হারী, সদয়া হও শঙ্করী ॥

মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)

১২৭

ও কে রে মনোমোহিনী—

ঐ মনোমোহিনী ॥

ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণি মবক ত কাস্তি ছটা ।
এক চিত্র ছলনা, দৈত্য দলনা, ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ নয়নী ।
শশীখণ্ড শিরোসী, মহেশ উরসী, হরের রূপসী একাক্ষিনী ॥
ললাটে ফলকে, ঝলকা ঝলকে, নাসানলকে, বেসরে মণি ।
মরি ! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধা-রস-কুপ
বদনখানি ॥

শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেলপাশ কাদম্বিনী ।
বামা সমরে বরদা, অসুর-দরদা, নিকটে প্রমোদা—প্রমাদ
গণি ॥

কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি ।
সমরে হবে না জয়ী রে, ব্রহ্মময়ীবে, ককণাময়ীবে বল জননী ॥
রামপ্রসাদ সেন



১২৮

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব-দলে, ধরি করতলে,
গজ্জ গরাসে ॥

কে রে কালীঘ শরীরে, ক্রোধের শোভিছে, কালিন্দীর জলে
কিংকর ভাসে ।

কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্কচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥
কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখর নিকর, তিমির নাশে ,
কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে, উঠে
আকাশে ।

দিত্তিস্বতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর, কাঁপে হতাশে ।

মা গো, কোপ কর দূর, চল নিম্ন-পূর, নির্বৈদে
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে ॥
রামপ্রসাদ সেন

১২৯

রঙ্গে নাচে রণ-মাঝে, কারু কামিনী মুক্তকেশী ।
হৈয়ে দিগঙ্গরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি ॥
কে রে তিমিরবরণী বামা, হৈয়া নখীনা হুড়াড়নী ।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মুহু মুহু হাসি ॥

১১১



শাক্ত পদাবলী

বিনাশে দহুজগণে, দেখে মনে ভয় বাসি !
 ছাখ, শবছলে চরণতলে, আশ্রুতোষ পড়িল আসি ॥
 কে বে, ডাকিনী যোগিনী, মায়েব সঙ্গে ফেরে অহনিশি ।
 ঘন ঘন হুহুকাবে, দিতির নন্দন নাশি ॥
 কমলাকান্তের মন অকৃত নহে অভিলাষী ,
 আমার কালো রূপ অকৃতর ভেবে, সদানন্দ সদা খুসী ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৩০

এলোকেশী এলো কে বণে, কাণে ববণে ,
 ত্রিলোকী আলো করে—সে রূপের কিরণে ॥
 অপরূপ মনোলোভা, বনস্থল করেছে শোভা ।
 হেরিলে সে রূপের আভা, প্রভা বহু গো নদনে ॥
 দ্বিজ শিবচন্দ্র বলে, যে হেরিত্ত বনস্থলে ।
 পতি তো পতিতপাদ শব্যপে চরণে ॥

শিবচন্দ্র বায় (মহারাষ্ট্র)

১১২

১৩১

তিমির বরণে তিমির নাশে,
 কে শু বামা নাচে রণে ।
 বিগলিত-কেনী, শিরে কলা-শশী,
 সুশোভিত শব-শিশু অবণে ॥
 মুণ্ডমালিনী অসি-ধারিণী, বিবসনী করালবদনী,
 দম্বজ ভয়কর-নাদিনী, কুধির-ধারা বহে আননে !
 শ্রীবৃন্দবন্দনের এট নিবেদন, যেন মন থাকে শু শ্রীচরণে ॥
 বৃন্দাথ কায় (দেওয়ান)

১৩২

কে রে বামা, বারিদবদনী, তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরুণী,
 কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, কবিছে দম্বজ-জয় ।
 হের হে ভূপ, কি অপকৃপ, অশুপ কৃপ, নাহি স্বকৃপ,
 মদন-নিধন-করণ-কারণ, চরণ লরণ লয় ॥
 বামা হাসিছে, ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
 হৃৎকার-ববে সকল শাসিছে, নিকটে আসিছে,
 বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ-হয় ।

১১৩



শাক্ত শদাবলী

বাঘা টলিছে, চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
 সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
 কোপেতে জ্বলিছে, দম্ভজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় ॥
 কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
 করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
 হ'য়ে শবাসনা, বাঘা বিবসনা, আসবে যগনা বয় ॥

ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৩৩

ধিয়া তাধিয়া নরমালী ।
 ঘোরাননা ক্রুদশনা রণাঙ্গনা করালী ॥
 অট্ট অট্ট হাস, ত্রিপুর-ত্রাস,
 প্রলয় জলদঘন গভীর ভাষ,
 দম্ভ বিনাশ, অসুর ভ্রাস,
 কোটি অরুণ-ছটা চরণে বিকাশ,
 মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, যামিনীকপিলী—
 অদে জগদদে, জয়ন্তী জয় দে কালী ।
 অদ্বিকে ত্র্যম্বক-কামিনী কপালী ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ



১৩৪

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী !

বামার করে করাল শোভিছে ভাল

করবাল যেন দামিনী ॥

সজল জলদ শোণিত অন্ধ,

নাচে ত্রিভঙ্গ তাল বিভঙ্গ রে ।

মায়ের শিরে শিশুশশী ঘোড়নী রূপসী

শশীমুখি কাশীবাসিনী ॥

অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছে রে,

নাশিছে দম্ভজ মা ভৈ ভাষিছে রে,

ত্রিহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে

তব রূপে ভব-জননী ॥

হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মহারাজা)

১৩৫.

বিহরে রণে কে রে বামা যুগেন্দ্রবাহনে ।

নারী হ'য়ে রণে একি রহস্ত,

অনায়াসে নাশে দম্ভজ পশু,

ঈশ্বর হস্তযুক্ত আশু, কশু অঙ্গনে ॥

১১৫



শাক্ত পদাবলী

রূপে দশ দিশ দীপ্ত, দশ করায়ুধ লিপ্ত,

মহিষ-শিরসি ক্ষিপ্ত বামচরণে ।

নন্দকুমারে কয়, কবেছ মা রিপু জয়,

বিশ্রাম কর গো মম হৃদি-পদ্মাসনে ॥

নন্দকুমার রায় (মহারাজা)

১১৬

নব অলধর কায় ।

কালো রূপ হেরিলে অঁগি জুড়ায় ॥

কপালে সিন্দূর, কটিতে ঘূঙ্গুর, রতন নূপুর পায় ।

হাসিতে হাসিতে, কত দানব দলিছে, কধির লেগেছে গায় ॥

অতি সুশীতল চরণযুগল, প্রফুল্ল কমলপ্রায় ।

কমলাকান্তের মন নিবস্তুর ভ্রমর হইতে চায় ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য



মা কি ও কেমন



মা কি ও কেমন

১৩৭

তারা, তুমি কত রূপ জান ধরিতে ।
 জননী গো জালামুখী গিরি-দুহিতে ।
 লোমকূপে ধরাধর, হৈমবতী পরাংপর,
 অহর বিনাশ কর মা আখির নিমিষে ।
 তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিষ্ণু,
 তুমি গো মা স্বামরূপিণী, তুমি অসিতে ॥

রঘুনাথ রায় (দেওরান)

১৩৮

মা বসন পর ।

বসন পর, বসন পর, মা গো, বসন পর তুমি ।
 চন্দনে চচ্চিত্ত জবা, পদে দিব আমি গো ।
 কালীঘাটে কালী তুমি, মা গো কৈলাসে ভবানী ।
 বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকূলে গোপনী গো ।

১১৯



শাক্ত শদাবলী

পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রকালী ।
 কত দেবতা কবেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
 কার বাড়ী গিয়েছিলে, মা গো, কে কবেছে সেবা ।
 শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো
 ডানি হস্তে বধা ভয়, মা গো বাম হস্তে অসি ।
 কাটিয়া অশ্বের মূণ্ড কবেছ রাশি রাশি গো ॥
 অসিতে কধির-ধাবা, মা গো গলে মুণ্ডমালা ।
 হেঁটমুখে চেঁকয় দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥
 মাথায় সোনার মুকুট, মা গো ঠেকেছে গগনে ।
 মা হ'য়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো ॥
 আপনি পাগল, পতি পাগল, মা গো আরও পাগল অ'ছে—
 দ্বিজ বামপ্রসাদ ইয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৩৯

কালী হলিমা রামবিহারী

নটবর বেশে বৃন্দাবনে ।

পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি ।
 নিক্ত তত্ত্ব আধা, ভগবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী ।
 ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলোচুল চুড়া বংশীধারী ॥



মা কি ওঁকেমন

আগেতে কুটিল নয়ন-অপান্নে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি ।

এবে নিজে কাল, তত্ত্ব রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী

নয়ন ঠারি ॥

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রি ভুবন-ত্রাস, এবে মুহূহাস,

ভুলে অক্ষকুমারী ।

আগে শোণিত-মাগরে নেচেছিলে শ্যামা,

এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি ॥

প্রসাদ হাসিছে, সবসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি—

মহাকাল কাশ, শ্যামা শ্যাম তত্ত্ব, একটু সকল বুদ্ধিতে নাবি ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৪০

জ্ঞান না রে মন, পরম কাবণ, কালী কেবল মেয়ে নয় ।

মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ।

হয়ে এলোকেশী, করে লোয়ে আসি, দম্ভ-তনয়ে করে সভয় ।

কছু অক্ষপুরে আসি, বাজাইয়ে কানী,

অজ্ঞানার মন হরিষে লয় ॥

ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয় ।

কছু আপনার মায়ায় আপনি বাধা, বতনে এ ভব-

বাতনা নয় ।

১২১



শাক্ত পদাবলী

যে রূপে যে জনা করয়ে ভাবনা, সে রূপে তার মানস হয় ।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে, কমল-মাঝারে করে উদয় ॥*

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

* ১২৯২ সালে প্রকাশিত “কমলাকান্ত পদাবলী” পুস্তক হতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু অসুত্রে এই গানের এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়—

জান না রে মন, পরম কারণ, শ্রামা শুধু মেয়ে নয় ।

সে বে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ,

কখন কখন পুরুষ হয় ।

কতু বাধে ধড়া কতু বাধে চূড়া,

ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তার ।

কখন পার্শ্বভী, কখন শ্রীমতী,

কখন রাঘবের জানকী হয় ।

হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে আসি,

দানবচয়ে করে সজয় ।

কতু ব্রহ্মপুরে আসি, বাজাইয়ে বাদী,

ব্রহ্মবাসীর মন হরিয়া লয় ।

যে রূপ যে জন, করয়ে ভজন,

সেই রূপ তার মানসে হয় ।

কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে,

কমল-মাঝে কমল হয় উদয় ।



অভেদে ভাব রে মন কালী আর কালী ।
 মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী ॥
 কালী কি কালী বলিলে, কাল হোয় না কোন কালে,
 কালের কর্ত্তী কালী সেই, কালী আমার মা কালী ॥
 কহু শিব, কহু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি,
 ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা মূর্ত্তি, কহু কাল, কহু যে কালী,
 অপার লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ত্রিজগতে,
 হন উদয় যাব হুনেতে, সে জানে এক সকলি ॥
 শৈব, গাণপত্যা, শাক্ত, সৌর আব যে বিষ্ণু-ভক্ত,
 প্রভেদ ভাবিলে বার্থ, বুখা সে দলাদলি ;—
 ত্রুক্ষা বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা কালী রাধা শ্রাম,
 সব এক, একে সব, একের বলে সবাই বলি ॥

রামলাল দাস দত্ত

(আমার) মা নয় সামান্ত মেয়ে ।
 আছে আধারে আলো করিয়ে ॥
 দেবসি মহসি কত আছে মায়ের পদ-চেয়ে,
 শিব হয়েছেন শমনভয়ী আমার মায়ের চরণ পেয়ে ॥



শান্তি খদাবলী

আমার নাকে ডাকে যে জন ভক্তি ভাবে মা বলিয়ে,
 ধুবলোক যায় সে ধুব, দিবা বিমানে চড়িয়ে ।
 (মায়েব) চবণ লাগি গৃহত্যাগী মহামোগী বিভোর হ'য়ে,
 আছেন চবণ দুটি বক্ষে করি ভোলানাথ ভূমে পড়িয়ে ॥
 আমার মায়ের মতন যে আর নাইকো ভবে দুটি মেয়ে ।
 স্নেহে গালে নাশে ভুবন, ব্রজা বিষ্ণু শিব হইয়ে ।
 বাম বলে, তায় ভাবে যে জন সঙ্কেশ্বরী মা জানিয়ে,
 সে ভবের হাটে কেনা-বেচা এই বাবেই যায় শেষ করিয়ে ॥

রামলাল দাস দত্ত

১৪৩

সদানন্দময়ী কালি, অহাকালের মনমোহিনী গো মা !
 তুমি আপন হুশে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি ॥
 আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শলীভালী ।
 যখন ব্রজাও না ছিল হে মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥
 সবে মাত্র তুমি যশ্রী, যশ্র আসবা ভস্মে চলি ।
 তুমি যেমন রাগ, তেমনি থাকি, যেমন বলাও, তেমনি বলি ॥
 অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগানি ।
 এবার সর্বনাশি, ধরে অসি, ধন্যধন্য দুটোই থেলি ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১২৪

রাজার মেয়ে রাজনন্দিনি, যুতুমাল পেল কোথায় ?
 যখন অশ্রুগলো ছিল না মা, তখন কি না পরতে গলায় ?
 যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সবে, তোমায় না জানতেন ভবে,
 তখন কোথা ছিলে তারা তুমি, নাম ছিল কি বল আমায় ?
 রূপাদি না হতে সৃষ্টি, তুমি হতে কিরূপ দৃষ্টি,
 তখন ক'টা হাতে কি বেশেতে কার ধ্যানেতে থাকতে

কোথায় ?

পৃথিবী হয়নি যখন, চন্দ্র সূর্য্য ছিল না মন,
 (তখন) ঘোর অন্ধকার ভূতে কি ভাবে কে দেখতো

তোমায় ?

তারিণী, মা, যে ভাব ভেবে, পাগল হয়ে তোমায় ভাবে,
 মা, তুমি বুঝাও তব আসল ভাবে ভবানন্দময়ি, আমায় ।

তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী

মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্ সাধনায় পেলেন বল ।
 কালো রূপের আভা দেখে, নয়ন মন সব ভুলে গেল ।
 ছিল বামা কার ঘরে, কেমন কবে আনুর্লিভারে,
 কালো নয়, পুণিয়ার শশী হৃদয় মাঝে করে আলো ।



মা কি ও কেমন

অরুণ যেমন প্রভাতকালে, তেমনি মাঘের চরণ-তলে ;
 দ্বিধা শব্দে বলে, ও পদে জবা দিলে সাজে ভাল ।

শব্দে বার (কুমার)

১৪৬

মজির্জ মন-ভ্রমবা, কালী-পদ-নীল-কমলে ।
 যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে ॥
 চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালো কালোয় মিশে গ্যালো ;
 ছাণ্ডো সুখ দুখ সমান হোলো, আনন্দ-সাগর উথলে ।
 কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে ।
 ছাণ্ড পক্ষ তব প্রধান মন্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

১৪৭

আমি ঐ ভয়ে মুদিয়ে আছি ।
 নয়ন মুদিলে পাছে ভাবা হারা হয়ে থাকি ॥
 যখন থাকি শয়নে, তখন ঐ ভয় মনে,
 না হেরে হারাই পাছে চাহিয়ে ঘুমায়ে থাকি ॥

কানিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী বিজ্ঞান)

১২৬



একি রে হইল আশায় !

নয়ন মেলিতে দেখি—নয়নে জ্বালায় ॥

যদি আঁখি মুদে থাকি, বলা যায় সে কথা কি,

অন্তরে ব্যাপিত দেখি, সদা জ্বালা যায় ॥

দাশরথীদাস



ভক্তের আকৃতি

১২৯

O. P. 66—৯



ভক্তের আকৃতি

১৪৯

ভবেব আসা খেলব পাশা, বড় আশা মনে ছিল ।
 মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাকুরি পলো ॥
 প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
 শেষে কাচা বার পেয়ে মা গো পাঁচা ছকায় বন্ধ হলো ॥
 ছ-ছুই আট, ছ-চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ ।
 আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাছী ভোর হলো ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫০

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো ।
 যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, অমর ভূলে র'লো ॥
 মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে, কথায় করে চলো ।
 ও মা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারাদিনটা গেল ॥
 মা খেলবি ব'লে, ফাকি দিয়ে নাবালে ভুতলো ।
 এবার যে খেলা খেলালে মা গো, আশা না পূরিল ॥

১৩১



শান্ত পদাবলী

রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো ।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলেব ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫১

শুক্লা তরু মুকুরে না, ভয় লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে ।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাপে মা, থাকতে গাছে ॥
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা, এই তরুতে ।
তরু মুকুরে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিস্তার আছে ।
কমলাকান্তের কাছে ইহার একটি উপায় আছে ।
জন্ম-জবা-মৃত্যুরা তারা নামে ছেঁচেলে বাঁচে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

১৫২

আমি অটু গেদে গেদ করি ।
ঐ যে মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি ।
আমি বুঝেছি, পেয়েছি আশয়, ফেনেছি তোমার চাতুরি ॥
কিছু দিলে না, পেলো না, নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারি ।

১৩২



ভক্তের আকৃতি

যদি দিতে — পেতে, নিতে খেতে, দিতাম পাওয়াইতাম
তোমারি ॥

যশঃ অপযশ স্বরস কুরস, সকল রস তোমারি ।
ও গো রসে থেকে রস-ভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে, মন দিয়াছ মনেবি আশ ঠারি ।
ও ম তোমাব সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি ব'লে ঘুরে মরি ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫৩

জানি, জানি গো জননি, যেমন পাষণের মেয়ে !
অমিরই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে ॥
প্রকাশি আপন মায়া, সৃজিলে অনেক কাঁয়া,
বাকিলে নিগুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে ।
কাব প্রতি স্মৃতি, কুস্মৃতি হও মা কাব প্রতি,
আপনাবো দোষ ঢাক কারে দোষ দিয়ে ॥
মা, না করি নিক্সাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরগি চরণদুটি হৃদয়ে বাগিয়ে ।
কমলাকান্তের এষ্ট নিবেদন এক্ষময়ি,
ভায়ে বিড়ম্বনা কব মা, কি ভাব ভাবিয়ে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৩৩

এখনো কি কক্ষময়ি, হয়নি মা তোব মনের মত
অকৃতি সন্তানের প্রতি বকনা কর মা কত ॥
দয় দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
সঙ্গার-বিশে জলি যত, দুর্গা দুর্গা বলি তত,
বিসহর মা বিসহরি মৃত্যুজয়েব মৃত্যু হত ।
জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দে তসিল করিলি,
হিসাব করে দেখ মা তারা, দুঃখের ফাচ্ছিল বাকি কত ॥*

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজা)

• এই গানটি একটি পরিবর্তিত আকারে গৌরমোহন রায়ের রচিত
বলিয়া কোনও কোনও সঙ্গীত পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে । এতলে তাহা
উদ্ধৃত হইল ।—

এখনো কি কক্ষময়ি, হয় নাই মা তোর মনের মত,
অকৃতি সন্তানের প্রতি মৃদুণা আর দিবি কত ।
জ্ঞান-রত্ন দিয়েছিলি, মসিল তসিল করিলি,
• হিসাব কোরে দেখ দেখি মা,
আমার দুঃখের বাকি কত ।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি
বিসের জ্বালায় সদা জ্বলি, দুর্গা বলে ডাকব কত ।



১৫৫

মা গো তারা ও শকরী,
কোন্ অবিচারে 'আমার' পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?
এক আসাম্য ছয়টা পান্দা, বল মা কিসে সামাই করি ।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছয়টারে, বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥
পান্দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি ।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্থি, তারে দিলে জমিদারী ॥
হুজুরে দবখানু দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি ।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী ॥
হুজুরে উকিল যে জনা, ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি ।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যেকপে মা আমি তারি ॥
পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি ।
ছিল স্থানের মদো অভয় চরণ—তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫৬

তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার-
স্মারদে থাকি বল ।
মসিল ছয় দূত, তসিল করে কত, দারা হুত পায়ের শৃঙ্খল ।

১৩৫



শাক্ত-পদাবলী

দিয়ে মায়া-বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে, সম্পদে

হাবালেম মোক্ষফল ।

এবার হল না সাধনা, ও মা শবাসনা, সংসার-বাসনা বড়ই

প্রবল ।

প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল ।

স্বপ্নে অর্প অধিলাষী, আনন্দেতে ভাসি, সর্বনাশী

জানিসু কতই ছল ।

আনি ভূমণ্ডলো, কতই হুঃখ দিলে, নীলাশ্বরের জলে দুঃখানল ।

আর নাচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই, কণী

ধরে খাই হলাহল ॥

নীলাশ্বর মুখোপাধার

১৫৭

মা আমার ঘুরায়ে কত,

কলুর চোখটাকা বলদের মত ?

ভবের গাছে বেধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত ।

তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুরাগত ॥

মা-শক মমতাসুত, কাদলে কোলে করে সুত ।

দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ?

১৩৬



ভক্তের আকৃতি

দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! ব'লে, তরে গেল পাপী কত ।

একবার খুলে দে মা চোখের ঝুলি, দেখি

ত্রীপদ মনের মত ॥

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো ।

বামপ্রসাদেব এই আপা মা, অশ্রু থাকি পদানত ॥

বামপ্রসাদ সেন

১৫৮

অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায় ।

সব সুখ-সম্পদ, তোমার অভয়পদ,

কেন মন নাহি চূবে তায় ।

মতি চকল অতি দূরিত দুৰাশয়,

বিষয়-বাসনা নাহি যায় ।

নন্দকুমারে বিপুলগে কি করিতে পাবে

তব রূপা-লেশ যদি হয় ॥

নন্দকুমার রায় (মহাবাজী)

১৩৭



শাক্ত গদাবলী

১৫৯

মবলেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গৌটে ।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে ।
আমি দিন-মজুরী নিত্য কবি, পঞ্চভূতে খায় গো বেটে ॥
পঞ্চভূত ছয়টা বিপু, দশেক্সিয় মহা লেঠে,
তাঁরা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার
গেল ঘেটে ॥

যেমন অক্ষজনে হাবা-দণ্ড পুনঃ পেল ধরে এটে ।
আমি তেন্নি মত ধরতে চাই মা, কষ্ট-দোষে যায় গো ছুটে ॥
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মমুখি, কষ্টভুবি দে না কেটে ।
প্রাণ যাবার বেলা এই কবো মা, ব্রহ্মরক্ষ, যায় যেন ফেটে ॥
রামপ্রসাদ সেন

১৬০

আরু কত কাল ভুগ্বো কালী, হয়ে আমি কুয়ের ঘড়া ।
এই ভব-কূপে, কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা-পড়া ॥
আলীলক্ষ পাটে ঠেকে সর্সাদে পড়েছে কড়া ।
আবার গলায় কশা, শক্ত ফাঁসা, মায়ামোহ দড়ি-দড়া ॥

১৬৮



ভক্তের আকৃতি

যুগে যুগে মলেম হুগে, কিছুতে নাই নড়াচড়া ।
 শীতে কাঁপি, জলে ভিজি, বোদেতে হঠ বেগুন পোড়া ॥
 রোগ-ছিদ্রতে, কাল নিদ্রাতে, যখন থাকি ত'য়ে খোড়া ।
 জীবায়া কাঁসারি বেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড়া ॥
 কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া ।
 কবি কয়, তোরা পায় পড়ি, আর করো না ফড়াছেড়া ॥

পার্বীমোহন কবিরত্ন

১৬১

আর কতদিন ভবে থাকিব মা ?
 পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
 (তুমি) দেখা ত দিলে না, কোলে ত নিলে না,
 কি আশে পরাণ রাখিব মা ?
 (আমায়) কেহ ত আদর করে না গো,
 পতিহে তুলিয়া ধরে না গো,
 (মম) ছুখে কারো আঁখি ঝরে না গো,
 তবু মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
 আর কতদিনে জাগিব মা ?

১৬২



শাক্ত পদাবলী

(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,

হৃদয়-বেদনা বহিয়া গো,

কত কৈদেছি তোমারে কহিয়া গো,—

(আমি) আবারে পড়িও, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

আব কত ধুলো মাখিব মা !

বলনৌকান্ত সেন

১৬২

চিন্তাময়ী তব। তুমি, আসার চিন্তা করেছ কি ।

নামে অগতচিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি ?

প্রভাতে দাগ বিষয় চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাগ কঠর-চিন্তে,

এ মা শয়নে দাগ সন্ধ্যা চিন্তে,

বল মা তোবে কখন ডাকি ॥

অচিন্তাকপিণী মেয়ে, পবন চিন্তামণি পেয়ে,

বয়েছ নিশ্চিন্ত হ'য়ে, শতটাদকে দিয়ে ফাঁকি ॥

পশুচন্দ্র রায় (কুমার)

১৬৩

ব্যাভারেতে জানা গেল

তুমি যে অতি কৃপণা ।

ভক্তেরে সর্বদা মাও মা

আগমেতে কেবল শোনা ॥

প্রকাশিয়া তুমুল

কারে কি দিয়েছ বল ।

দেবার মধো মায়াফালে

বন্ধ করে দাও যাতনা ॥

অন্নপূর্ণা নাম শুনি,

ভিক্ষা করেন শূলপাণি

পেটের জ্বালায় গরল গেলেন,

দিকৃবাস বসন বিনা ॥

কুবেরের মা তোমায় বলে,

হাড়ের মালী কেন গলে ।

কাল ফণী বিভূষণা

(মা তোমার) যত বিভব গেল জানা ॥

প্রেমিক বলে ও মা কালী,

অনেক দুঃখে এ সব বলি ।



শাক্ত পদাবলী

টাকা কড়ি চাই না আমি,

দেখা দিতে হাও পার না ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১৬৪

কিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি ।

ও মা মজাস্ নে আর আমায় কালী ॥

ভোক্তর খেলা খেলতে ভবে ।

আমাবে একলা পাঠালি ।

ও মা কি ভাব ভবে বল না শিবে

ভাস্করতীরে জুটিয়ে দিলি ॥

মায়ায় যজ্ঞে বেদে সেজে

বারে বারে বতই খেলি ।

মা তোর এমনি অবল্লোয়ে ঝুলি

খেলার জিনিস হয় না খালি ॥

মনে করি খেলবো না আর,

ভাস্করতীরে ছাড়তে বলি ।

ও মা এমনি কুহকিনীর কুহক—

আবার তার কুহকে হুনি ॥

১৪২



ভক্তের শাকুতি

এমন সন্দেশে মায়া,
 মহামায়া কোথায় পেলি ।
 আমি আর যে পারি না জামা,
 বলতে আশ্বারামের বুলি ॥
 প্রেমিক বলে, কি বলে মা
 তনয়ে বেদে সাজালি ।
 ও মা দয়াময়ি, দয়াময়ীর নামে
 কালী কালি দিলি ॥

মহেশ্বনাথ ভট্টাচার্য

১৬৫

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাম্ব নাই,
 ভালয় ভালয় বিনায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই ।
 মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম অবিরত ;
 জানিলাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই ।
 জঠরে দিয়াছ স্থান, কর না মা অপমান ।
 কিসে হবে পরিদ্রাণ, নবচন্দ্র ভাবে তাই ॥

নবচন্দ্র কায় (কুমার)

১৪৩



মা, তোমার নাহকো মায়া হরজায়া ত্রিনয়নী ।
 মার মত কি বাভার মা তোব ? কেঁদে কাটাই দিন-রাত্নী ।
 তোব যদি মা থাকতো যতন, তাহলে কি হতেম এমন ?
 মা-মরা ছেলের মতন আসে সারা হই জননী ।
 এনে এই ভবঘোরে, বেঁধে মায়াভোরে,
 দিলি ছয় বিপুল কবে কেমন ক'রে কাতায়নী ।
 গড়েছ তুমি যেমন, হয়েছি আমি তেমন,
 কথায় কথায় তবে শমন, কেন দেয় মা চোখ-রাক্ষানী ॥

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

মা ব'লে কাদিলে ছেলে, জননী'র কি প্রাণে সয় !
 দেয়ে গিয়ে কোলে নিজে আদর দিয়ে কত কয় ।
 এই তো মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারি,
 কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয় ।
 আমি কি মা ছেলে নই, কেঁদে কেঁদে সাঝা হই,
 নিয়ত কাদাও আমারে, এতো তোমার উচিত নয় ।



ভক্তের ভ্রাকৃতি

- মাটিতে পড়ে কেঁদেছি, সংসার-জ্বালায় কাঁদিয়েছি,
কাঁদতে হবে মরণ-কান্না, মরেও কাঁদতে আসতে হয়
আমি মাগো দুর্দল অতি, নাই হেন গতি-শক্তি,
কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে লব যে তব আশ্রয় ॥
লগ্ন মা তুলে অকিঞ্চনে, ভবের তরি স্রীচরণে,
এবার আন যেন শরণো, অরণো বোদন না হয় ॥

বিক্রমাদি চট্টোপাধ্যায়

১৬৮

- ও মা, কেমন মা কে জানে ।
মা ব'লে মা ডাকছি কত, বাজে না মা, তোঁর প্রাণে ?
মা ব'লে তো ডাকব' না আর,
লাগে কিনা দেখ'ব তোমাব,
বাবা ব'লে ডাকব এবার, প্রাণ যদি না মানে ।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে না কো একবার চেয়ে,
পেটী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে, বেড়ায় সে আশানে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৪৫



মা ব'লে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই !
 থাকলে আসি দিতো দেখা, সন্ধানলী বেঁচে নাই ।
 শ্মশানে মণানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
 খুঁজে হলেম গুপ্তাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই !
 গিফ্ট বিমাতার ভীবে, কুশপুতুল দাহন ক'রে,
 অশৌচাশ্রয়ে পিণ্ড দিয়া কালশৌচে কালী মাই ।
 বিজ্ঞ নবচন্দ্র ভণে, মন, মায়ের জন্ম ভাব কেন ?
 মা গেছে, নাম ব্রহ্ম আছে, তবিসার ভাবনা নাই ॥

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

যে হয় পাষাণের মেঘে, তার হৃদে কি দয়া থাকে ।
 দয়াময় না হলে কি লাখি মারে নাথের বুকে ।
 দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই তোমাতে ,
 গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে ।
 মা মা ব'লে যত ডাকি, শুনেও ত মা শোন না কো ,
 নবা এলি লাখি-থেকো, তবু দুর্গা ব'লে ডাকে ॥*

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

* কেহ কেহ বলেন, এটি গানটি নবাই মল্লবার রচিত ।



১৭১

আমি কি দুখেই ডরাই ?

দুখে দুখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও, দেখি তাই ।
 আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই ।
 তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
 বিষের কুমি বিষে থাকি মা, বিষ পেয়ে প্রাণ রাপি সदाই ।
 আমি এমন বিষের কুমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
 প্রসাদ বলে, অশ্রুযমি, বোঝা নাবাও, কণেক জিরাই ।
 দেও, সুখ পেয়ে লোক গরু কবে, আমি করি দুখের বড়াই ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৭২

ও মা, হর গো তারা মনের দুঃখ ।

আর তো দুঃখ সহে না ॥

যে দুঃখ গঠ-যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে ।
 মায়া মোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা ॥
 জন্ম-মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো, যে ক্ষয়ে নাই, সে জানে না ।
 তুই কি জানবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না ॥
 রামপ্রসাদে এই ভণে, স্বন্দ্র হবে মায়ের সনে ।
 তবু রব মায়েব চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৪৭



ওগো তারা গো মা,
 এবার দুর্গমেতে রক্ষা কর দক্ষনন্দিনী ।
 আমি এসেছিলেম ভবেব হাতে,
 চল্লম ভূতের বেগার পেটে, মরি সঙ্কটে,
 আমার নিকিত বিষয় বাব ভূত খেল সব লুটে,
 পঞ্চভূতের ভাসবে এ ঘর, নাতিপন্থে নিয়ে ত কর,
 হৃদিপন্থে দেখি যেন ঐ চরণ দুপানি ॥
 অনশুকপিনী মা অশ্রুদামিনী,
 এবার ভবে আসা নিখো হোলো, ওগো তারা মা,
 আমি দাবা-পুত্রের মায়াব বশে ভবেছিলাম বিষয় বিষে,
 উপায় কি আজ করি, পাপে অন্ধ হোলো ভাবি,
 ভাল ভেঙেছে মন-কাণ্ডাবী, তবঙ্গে আতঙ্কে মরি,
 বল মা, কিসে তরি ।
 মা, তোমা বই নীনেব পক্ষে অণু গতি কট ।
 আমায় কাল ভয়েতে অহর দিয়ে বাপ দ্বিগুণদাবিণ ।
 মা অনাগে মহাবিদ্যা ভবেব কর্ণবাব,
 ভক্তিভাবে যে জন ভাবে তোমায় শিবে মা,
 সে জীবে কর গো উদ্ধার ।
 কিসে মুক্তি পাব ওগো তারা মা ?



ভক্তের আকৃতি

আমি এসে এবার ভবের কূলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
 হবে দুর্গে এ কপালে কৈ গো দয়া হলো ।
 তাই তোমারে ভক্তি করি সাধন-শক্তি নাই,
 তুমি নিছ-গুণে মুক্তিপদ দিও মুক্তিদায়িনী ।
 ব্রহ্ম সনাতনী তুমি ভয়হারিণী বেদে শুনি,
 শ্রীমন্ত মথানে নবে, তুমি রক্ষা কোবেড়িলে তাবে—
 ব্রাহ্মণীর বেশ ধোরে ।
 তোমায় চিনিবে কেবা, অচিন্ত্যময়ী চিন্তামণির শিনোমণি ।
 মা প্রসন্ন অম্পূর্ণা হোলে কানীতে,
 শক্তিরূপা, মুক্তিরূপা, বহুরূপা মা কত রূপ ধর জগতে ।
 সবাই জানে তুমি জগত মাতা গুণে তাবা মা,
 তুমি গঙ্গারূপে মহীতলে সগর-বংশ উদ্ধারিলে,
 তোমার অপার লীলে, আবার শুনি দীতা-উদ্ধারিতে,
 অভয় দিয়ে অকালেতে লক্ষাপুরে বসুনাথে
 আপনি সগর হোলে ॥
 এই অদমে দয়াময়ী কর গো নিস্তার ।
 তাই বসু বলে, নিদান কালে দিও মা পদ-ভবনী ।

রঘুনাথ দাস



সজল নয়নে ভাসি, চাও যা তারা মুকুকেলী ।
 ঘুচাতে হবে জননী, গলদেশে মায়া-কাসী ॥
 কঠিন সঙ্কটে ফেলে, কয়েক কলি মায়া-জালে,
 জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কান্দব কত দিবানিশি ।
 ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি,
 পতিতপাবনী নাম, পতিতোদ্ধার কব আসি ।
 কা'রে দাও ইন্দ্র পদ, কা'রে কর তুচ্ছপদ,
 এমন একচোকে। মেয়ে, শিব ল'য়ে অশানবাসী ।
 সং কর্ষেতে স্তম্ভভাগী, পাপ কর্ষে চিররোগী,
 ভাগ্য ফলতি কার্যো, সঞ্জে ফেরে দাস দাসী ,
 বিজ নবানন্মতি দৈন্ত, কি ভাবনা তারি জন্ত,
 যদি পাই গো শ্রামা-পদ, হই না ধনে অভিলাষী ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে যা তরুর তরী ।
 'মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শকরি ॥
 একে মন-মাখি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোয়ার দাড়ি ।
 কুবাতাসে নিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেঁদে মরি ॥



ভক্তের প্রীকৃতি

ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে গেছে শ্রকার পাল,
তবী হ'ল বানচাল, বল কি করি !
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তবদে দিয়ে সোঁতান, দুর্গা-নামের ভেলা ধরি ॥

ব্রহ্মনাথ ঝার (দেওয়ান)

১৭৬

কোথায় গো মা ভবদারা, ভবাবধে ডুবে মরি ।
দয়া করে দেও মা তারা, তোমার ঐ চরম-তরী ॥
তুমি মা ভগবদ্দুর্গা, ভীমাকারা ভীমবর্গা,
ভাংকি গো মা, দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি ।
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
হন গো মা দুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষমকরী ॥

তিনকড়ি বিশ্বাস

১৭৭.

সারাদিন করেছি যাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা-খেল,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা ।
কত চাই মাটি দেখ্ গায় ভরেছে, গাঁ দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের মলা ।

১৫১



শাক্ত পদাবলী

আমি নাকি অঞ্চলের নিধি, রাখ্ মা তোর অঞ্চলে বাধি,
চকল ছেলে কাছে রাখিস (ম), ছেড়ে দিসনে বোদেব বেলা ।
দুষ্টে ছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে কষ্ট নয় মা,
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা ॥

চন্দ্রনাথ দাস

১৭৮

চরণ ধ'বে আছি প'ড়ে, একবার চেয়ে দেখিস্ না মা ,
মন্তু আছিস্ আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বান্ধা ।
একি খেলা খেলিস ঘূবে, স্বর্গ মন্তু পা হাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে জ্বাখি, চরণ ধ'রে ডাকৈ মা মা ।
হাতে মা তোব মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আশ্রয়দারা,
মুখে হা হা অটুহাসি, অক বেয়ে বক্তৃধারা ।
ভাবা, ফেমদ্বী, ফেমা, অভয়ে, অভয় দে মা,
কোলে তুলে নে মা শ্রামা, কোলে তুলে নে মা শ্রামা ।
আয় মা এখন ভাবা-রূপে মিতমুখে শুভ্র বাসে—
নিশার ঘন আধার দিয়ে উবা যেমন নেমে আসে ,
এতদিন তো কালী, ভীমা—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাক্ষি হোল, এখন মা তোর অসি নামা ।

বিজেনকল্লল রায়

১৫২



১৭৯

অলয়ে অক্ষয়ী ভবনে ভবানী, ভীত-ভয়নাশিনী ।
 ভজন-বিভীন ভনে, কৃপা কর আগে যা তারিণী ॥
 হৈমবতী হব-ঘরণী, হবতি দুর্গতি দুর্গে দুঃখনাশিনী,
 মহিমাস্বরমদিনী, মহেশ্বরী মম মন-মানস-পূর্ণকাষিনী ।
 ককণাময়ী কাহ্নাহ্নী, কমল চৈতন্য-নাদিনী,
 বিনয়া পার্শ্বী মহেশ্বরী পবন-পদদাহিনী ।
 সর্বার্থা সর্বেশ্বরী শক্তি প্রকৃতি সাবিত্রী ।
 দ্বিচ্ছ প্রজ্ঞাকেশোর বাল, ভবার্ণব ভলে,
 তারিতে তারিণী চরণ-হরণী ॥

ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ান)

১৮০

হাবা, এবাব আমারে কব পাব ।
 হরজে পড়ে'ছ শ্রামা, না-জানি সাঁতার ॥
 একে দেহ জীর্ণতরী, হারহে পাপে হইল ভারি,
 কি ধরি, কি করি, ভব-জলধি অপাব ॥
 ভেবেছিলাম যাব কানী, হযে রব কানীবাসী,
 কান-সিকু-নীরে আসি, পশিলাম আবার ।

১৮০



শাক্ত পদাবলী

একল ওকল হারা আমি, মাঝামাঝি মাঝি তুমি,
কালীর ভরসা কেবল কালী কর্ণধার ।

কালিদাস ভট্টাচার্য

১৮১

তনয়ে তার তারিণি ।

দ্বিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হতেছি সার',
বার বার বৃথা আর কোনাও না অনিবার,
অধম সন্তানের দুখ নাশ, এ মা দুঃখনাশিনি ॥
(সংসার) রাক্ষা ফলে ভুলিব না আর,
খাটয়ে দেবেছি তাতে, কিছু নাচি স্তব্ধ হৈ,
সে যে পূরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে,
থেকে জ্ঞানহারা হই, তোমা ভুলে বই,
মা হয়ে সন্তানে কুফল দিও না জননি ॥
আমার আগার করে যন্তু হই মা অনিবার,
ইন্দ্রিয়-আদি দারাত্মে সকলই ভাবি অংঘার,
কিন্তু আমি কোন্‌খানে, ভাবিয়ে না পাউ ধানে,
কোন্‌ পথে গেলে ও মা আমি মিলে দে মা বলে ;
দীন রায়ে ভ্রমে আর বেগ না জননি ॥

রামলাল দাস দত্ত



তারিণি, ভবরোগে বাথিত জীবন, কবি কি এখন,
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন ।
বাসনা-বাহত প্রবল, টুটাইছে জ্ঞানবল,
প্রবৃত্তি-কক্ষেতে কণ্ঠ করিছে রোদন ॥
বিষয়-কুপথা যত, আচার করি সতত,
ক্রমশঃ রোগ বদ্ধিত, বিকার লক্ষণ,
আশা-রূপ-পিপাসায় অস্থির করিছে আগায়,
বুঝি এ বিষম দায় নাহি বিমোচন ।
মোহ-তন্ময়া প্রতিফল, প্রলাপ কু-আলাপন,
মায়া-রূপ-ভ্রম ভীষণ, করি দরশন ,
তন্মায় অকটিকর, জীবন রাপা দুর্দর,
বুঝি যা কাল কিঙ্কর করে আক্রমণ ।
যদি দোষ ক্ষমা করি, এ সময়ে ক্ষেমকরি,
তব কুপা-ধন্যস্তরি কর মা প্রেরণ ,
তবে রাম মূঢ়মতি, এ রোগে পায় অব্যাহতি,
অনায়াসে করে গতি শাস্তি-নিকেতন ।

রামচন্দ্র রায়



শাক্ত পদাবলী

১৮৩

কোথা গো দক্ষিণে কালী কাল-ভয়-নিবারিণী ।
 বাবে বারে এত ডাকি মা, দয়া নাহি ত্রিলোচনী ॥
 যদি ভক্ত জনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী,
 (হবে) তুংখত্বা তারা নাম, কেউ লবে না তারিণী ॥
 দ্বিজ কেশবের এই বাণী, শুণ্ণো শিবমন্মোহিনী,
 বাবেক কটাক্ষ কব মা, মোক্ষরূপা কাত্যায়নী ॥

কেশবনাথ চক্রবর্তী

১৮৪

কোথা আছ ও মা তারা, ভবেব ঘরণী
 দুর্গাভিনাশিনী দুঃখ, উমা কাকনবরণী ॥
 তব মানসে সম্ভব, ব্রহ্মা জনাঙ্গন ভব,
 বিশ্বমাতা নাম তব, শরণাগতপালিনী ॥
 তুমি গো নিতা প্রকৃতি, হোমান্তেই সৃষ্টি স্থিতি,
 তুমি বায়ু জল ক্ষিতি, অম্ববদল-দলনী ॥
 তুমি আকাশ প্রকাশ, তুমি গো চপলাহাস,
 প্রলয়ে না তুমি ভাস, হ'য়ে অনন্তশান্তিনী ॥
 গয়া গঙ্গা বারাণসী, কেতু তারা রবি শশী,
 তুমি পক্ষ দিবা নিশি, মহেশী ঈশী সর্বাপী ॥

১৫৬



ভক্তের আকৃতি

তুমি পুষ্প পরিমল, হৃদয়ম্ভীষসকল,
 বিপু স্বত্ব বুদ্ধি বল, সকলি তুমি জননী
 মৃত জীব জ্ঞান নাই, তোমাঘ ভিন্ন ভাবি ভাট,
 চন্দ্রে অশ্রু দিও চাই, মা, পাই যেন পদ দু'খানি ॥

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮৫

দোষ কারো নয় গো মা,
 আমি স্বখাদ মলিলে ডুবে মরি শ্রামা !
 যত বিপু হলো কোদ গুহরূপ,
 পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটলাম কুপ,
 সে কুপে বাপিল,—কাল-রূপ জল—কাল-মনোবদা !
 আমার কি হবে তারিণি, হি গুণধারিণি !
 বিগুণ করেছি স্বগুণে ;
 কিসে এ বারি নিবারি,
 ভেবে দাশরথির অনিবারি, বারি নদনে,
 বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
 জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
 তবে তরি,—চরণ-ভবী দিলে ক্ষেপেঁকরি, করি ক্ষমা ॥

দাশরথি রায়

১৮৭

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে ।
 তোমার রূপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাধা আছে হরের কাছে ॥
 ও চরণ-উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে ।
 এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥
 যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে ।
 ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব (ও পদ) বাধা রাখিয়াছে ॥
 বাপের ধনে বেটার স্বহ, কাহার বা কোথা ঘুচেছে ।
 বামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে আমায় নিরংশী করেছে ॥

রামপ্রসাদ সেন

কিহবে করুণাময়ী, ধন দিবে মা কি ধন আছে !
 যে বা ধন তোর রাখি চরণ, তাঁ'ও বাধা হরের কাছে ।
 যদি পাই মা যোগে যাগে, বিষ খেয়ে শিব আছেন জেগে,
 ঘুম মাই তাঁর ধনের লেগে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছে ॥

মরচ্ছ রাজ (কুমার)



১৮৮

অভয় পদ সব লুটালে,
কিছু রাখলে না যা তনয় বলে ॥

দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মাত্নের স্থলে ।
তোমার পিতামাতা যেমনি দাতা, তেমনি দাতা আমায় হ'লে ॥
ভাড়াব জিন্মা যার কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে ।
ঐ যে ভাং পেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুটে বিষদলে ॥
জন্ম জন্মাস্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে ।
বামপ্রসাদ বলে, এবার নোলে ডাকব সৰ্বনাশী বলে ॥

বামপ্রসাদ সেন

১৮৯

আমায় দেও না তবিলদাবী,
আমি নিমক্কারাম নই শকরী ।

পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সহিতে নারি ।
ভাড়াব জিন্মা যার কাছে মা, সে যে তোলা ত্রিপুরারি ।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিন্মা রাখ তাঁরি ॥
অন্ধ অন্ধ জামগির—নাগো, তবু শিবের ম ইনে তাঁরি ।
আমি বিনা মাইনাব চাকর, কেবল চরণ-ধূলাব অধিকারী ।

১৯০



শাক্ত পদাবলী

যদি তোমার বাপেব ধাৰা ধর, তবে বটে আমি হারি ।

যদি আমার বাপেব ধাৰা ধর, তবে তো মা পেতে পারি ।

প্রসাদ বলে, অমন বাপেব* বালাই লয়ে আমি মরি ।

এ পনের মত পদ পাঠিতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ।

বামপ্রসাদ সেন

১৯০

কখনোষে জন্ম ভূমে এসে, বিষয়-বিষে অঙ্গ ভবঙ্গব ।

মগ্ন বিপদে, উপায় বলে দে, দুর্গা মা বজ্রিণী বক্ষা কব ।

ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্ম সনাতনৌ ।

ও মা, গৌবীরূপা গিৰিপুষ্পী, জগৎরূপা জগদ্ধাত্রী

সাবিত্রী গায়ত্রী গীত্ৰা, গণেশ-জননী

অপর্ণা পাক্ত্রী দুর্গা, আপদ-উদ্ধারিণী, ও মা আপদ উদ্ধারিণী,

শুনি, দুঃস্থ কৃতান্ত-ভয়ে দুঃখ বটে কে বাঞ্ছতে পারে

দুর্গে, তোর দুর্গা-নামে দুঃখ নিবাবে ;

তাইতে বিপদকালে চাকি ম্যু হোবে ।

ও মা কৃপা কর কাতরে ।

যমে নোকে হুলে তব, অমণ করে নানা তীর্থ,

তব তব হুলে, ও মা দুর্গা দুর্গা দুর্গা ও ম,

* পাঠান্তর—পদের ।

১৯০



ভক্তের আকৃতি

জলে কি অনলে বনে, ইন্দ্র যদি বজ্র ছানে,
কি চিন্তা মরণে রণে, দুর্গানাম নিলে ।
শূন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র অঞ্জলি দেয় চরণ 'পরে ।
জগতে আছে বিখ্যাত, বিষ পেয়ে বিশ্বনাথ
ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে পড়েছিলেন ঢলে ;
দাক্ষণ বিষের জ্বালায় বাঁচল ভোলা
দুর্গাময় সাধন করে ।

পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১

শকরি, ককণা কর, কি করে কেন বকনা !
কামনা পূরাতে কালো, কল্ললিতকা কল্লনা ।
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পুষ্টি জ্ঞানকী-জীবন, পূরিল যন-বাসনা ।
গোকুলে গোপিনী-যত্ন, করে কাত্যায়নী ব্রত,
দিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রহ্ম-ভাবনা ।
শুভ নিশুভের রণে, বণশায়ী দৈত্যগণে,
শবেবের শিবহু দিলে, নাশিলে যম-যমুণা ॥

জগদ্ধাধরসাদ বহু মল্লিক

১৬১



শাক্ত পদাবলী

১৯২

করুণা, কুরু যে করুণা ।

করুণা-দানে করুণাময়ী, রূপণতা করো না ॥

যাত্রা কলৈ'ম দুর্গা ব'লে, হুযাত্রায় কুযাত্রা ফলে,

তবে তোমায় দুর্গা ব'লে, কেউ আর তারা ডাকবে না ।

বেদাগমে এই গুনি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,

ও মা সিংহলে সিংহবাহিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা ।

কালীদহে কাল জলে, কমলে কামিনী হ'লে,

নানা রূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা !

দ্বিজ কিশোর তোমাব পুত্র, পুত্র বৈ আর নয় মা শক্ত,

ঘুচাও পুত্রের কষ্টসূত্র, শত্রু ঘেন হাসে না ॥

কিশোরীমোহন শর্মা

১৯৩

জয়া যোগেন্দ্রজয়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার ।

একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে যে ডাকে মা তোমায়,

তুমি কর ভায় ভবসিকু পার ।

মা, তাই ~~ও~~নে এ ভবের কূলে,

দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, বিপদকালে,

১৬২



ভক্তের আকৃতি

ডাকি, দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা ;
 তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
 আমায় দয়া কোরলে না মা,
 পাষাণে প্রাণ বাধলি উমা, মায়ের ধর্ম এই কি মা ?
 অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে,
 আপনিও কুমাতা হ'লে—আমার কপালে !
 তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ-কূলে,
 ধর্ম তেমনি রেখেছ !
 দয়াময়ী, আজ আমায় দয়া কোরবে কি মা,
 কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ !
 জানি তোমার চরণ সাধন করি
 ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচাবী—দণ্ডধারী ;
 দেখ, সকল কৈলে, ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি ।
 আবার শূন্য ক'রে সোনার কানী, গুণো শ্যামা সর্বনাশী,
 শিবকে ক'রে অশানবাসী, সুম্যাসী ভায় সাজিয়েছ ।
 নাম কেবল করুণাময়ী, করুণা শূন্য হয়েছে ।
 মা তুমি দক্ষ-রাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি.
 যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে ;
 শিব বিহনে, শিব অপমানে,
 মা সেই অভিযানে,



শাক্ত শ্রদাবলী

এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি, দক্ষ রাজ্যে নিদ্রা হলি—

আপনি মলি, তাবেও মেলি,

পিতার দুঃখ ভাবলি নে।

তখন যার অপমান শুনে কাণে,

প্রাণ তোজেছ বিমাদ মনে—দক্ষ-ভবনে,

আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে

তার বুকে পা দিয়েছ।

তুমি তার' তার' তার', না তার' না তার',

অপনার গুণে তরবো ;

দুর্গা-নাম তরী, মন্ত্ৰকেতে করি,

বতন করিয়ে রাখবো ;

আমার অন্তে শমন এলে, অক্ষপা ফুবালে,

দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকবো।

মা, অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে সাধন,

কেবল তার নিধন হু'তে হয়।

একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,

তারা তোমার ধারা তো মায়েব ধাবা নয়।

মা, রাবণরাজ্য অন্ধিমকালে, বধুনাথের রণস্থলে,

দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে ;

তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে, তার দুঃখ ভাবলি নে,



ভক্তের আকৃতি

তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী, নিদঘ হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি দিতেও কাণে রাখলি নে।

আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয় কালীর ডকা—অতি তেজ ডকা,
আবার ছল ক'রে তার সোণার লকা।

দম্ব ক'রে এসেছ।

দয়াময়ী মাগো,
কোনকালে বা কাণে তুমি দণ্ড কবেছ ?

• এন্টনি সাহেব

১৯৪

অং নমামি পবাসংপরা পতিতপাবিনী ।
কাতর কিঙ্করে হের হরমোহিনী ।
কঙ্কালী, ককণাময়ী, কুলকুণ্ডলিনী অঘি,
গিরিজা গণেশ-জননী (মা গো) ।
অং হি শক্তি, অং হি মুক্তি, কলুষনাশিনী ।
শিবসীমন্তিনী, শিবাকার মঞ্চোপরে,
মহাকাল সমিভারে, আনন্দে শিহারিণী ।
অভয়া অপরাঞ্জিতা কালবারিণী ।
অকূল ভবসংসারে, তার তারা কৃপা ক'রে ।

১৬৫



শাক্ত পদাবলী

গতি নাহি তোমা বিনা আর মাগো ।

পদ-ভরী দেহ, তরি মহেশমোহিনী ।

দর্পনারায়ণ কবিরাজ

১৯৫

বাঁধা-ফলদাতী, ভূদাতী, ক্রকাতোর কন্যী আপনি ।

ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মবন্ধু বাসিনী ।

হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব, তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম,

মা তুমি অশ্বাধ্ব্য, তারা কি মধ্য জানে তার ,

হয় যে যথেষ্ট যে জন দীক্ষিত, সেই মন্ত তারি পক্ষে,

হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই—

যেন ভক্তি-ধাকে তোমার রাসা পায়,

আমার মুক্তি পদেতে কাজ নাই ।

আমি শুনেছি শিব-উক্তি, সেবিব শিব-শক্তি,

কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই ।

ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেবা চরণ,

যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই

চন্দ্র-রক্ত-জবা ল'য়ে,

কোরে শ্রীমন্তে অভিষিক্ত, জাহ্নবী জলযুক্ত,

দিব আরক্ত পদদ্বয়ে ।

১৬৬



ভক্তের আকৃতি

বলে নির্ঝাণে কি আর হবে, বিজ্ঞান দেখি মা শিবে,

সজ্জানে এই ভবে আসি যাই ।

ও মা অলসনাশনা, রসনার বাসনা,

ঘোষণায় ঘুমি তব নাম ;

ও মা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,

দুর্গা বোলে ডাকি অবিশ্রাম ।

ধর্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ, দুর্গা-নাম উপলক্ষ যার ।

নিভা ঘেই জন, সত্য আচরণ,

তীর্থ-পষাটন কি কাঁধা তার ।

গয়া গঙ্গা ব্রজ বারাণসী,

হয় ভ্রমণে ভ্রমতীর্থ, কাবেলী কুরুক্ষেত্র,

ঐ পদে যত তীর্থরাশি ।

স্মরণ করিয়ে তারা, মুদিয়ে নয়নতারা,

বদনে তারা তারা গুণ গাই ।

নীলু ঠাকুরের দলে শ্রীত

১৯৬

কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার ।

তুমি গো অখিলেশ্বরী, সকলি যে মা তোমার ॥

১৬৭



শাক্ত পদাবলী

করি নানা আকিঞ্চন, করেছি যে আয়োজন,
 দেখছি ভেবে, তাতে আমার নাই ত কোন অধিকার ।
 (ও মা) যে সকল নিজস্ব ভাবা কেবলি মনের বিকার ॥
 তোমার বস্তু তোমায় দিয়ে তুটে হ'লে চায় না মন,
 তাই মা তারা, ভেবে সারা, কি দিয়ে পূজি শ্রীচরণ !
 না—না, ভক্তি আছে আমার, তাই দিব মা উপহার ।
 প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব,
 কি যে হিত, আর কি সে অহিত, আমি কিবা বুঝি তার ।
 তুমি মঙ্গলকামিনী, বিশ্বহিত-বিধায়িনী,
 যা ভাল হয়, তাই করে মা, তোমার পদেই দিলাম তার ।
 (আর) আমার কথা শুনে যদি,
 তবে ঘুচাও মনের লজ্জাকার ॥

ত্রৈলোক্যনাথ কবিকৃষ্ণ

১১৭

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ি) ।
 আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে ।
 তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
 ও মা ভক্ত চিত্তহারা, ডুবাও প্রেমসাগরে ॥

১৬৮



ভক্তের আকৃতি

তোমার এ পাগলাগারদে, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে,

কেহ নাচে আনন্দ-ভরে ।

ঈশা মুসা খ্রীষ্টেত্ত্ব, ও মা, প্রেমের ভরে অট্টেত্ত্ব,

হাফ, কবে হব মা দত্ত, (ও মা) মিশে তার ভিতরে ॥

স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,

প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে ।

তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ও মা পাগলের শিরোমণি,

প্রেমধনে কর মা ধনী, কাশাল প্রেমদাসেরে ।

অজ্ঞাত

১৯৮

এমন দিন কি হবে তুমি,

যবে তারা তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা ॥

হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আধার যাবে ছুটে ।

তখন দরাতলে পড়বো লুট, তারা ব'লে হব সারা ॥

তাজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ ।

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকার ॥

শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সফল ঘটে ।

ওরে আখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৬৯



শাক্ত পদাবলী

୧୯୯

କବେ ସମାଧି ହବେ ଶ୍ରାମା-ଚରଣେ ।

ଅହଂ ତବ ଦୂରେ ଯାବେ ସଂସାର-ବାସନା ସନେ ।

ଓପେକ୍ଷିୟେ ମହ ଡବ, ତାକ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ ତବ,

ମର୍ଦ୍ଦତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମୀତ ତବ, ଦେଖି ଆପନେ ଆପନେ ।

ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ କ୍ରିୟାତତ୍ତ୍ୱେ, ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମ-ତତ୍ତ୍ୱେ,

ତତ୍ତ୍ୱ ହବେ ପରତତ୍ତ୍ୱେ, କୁଞ୍ଜଲିନୀ ଜାଗରଣେ ।

ଶୀତଳ ହୃଦୟେ ପ୍ରାଣ, ଅପାନେ ପାଈବ ପ୍ରାଣ,

ସମାନ ଉଦାନ ବ୍ୟାମ ଐକ୍ୟ ହବେ ସଂସମନେ ।

କେବଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ, ହୃତ ପଞ୍ଚମୟ ତଞ୍ଚ ।

ପଞ୍ଚେ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ, ବକନା କରି କେୟନେ ।

କବି ଶିବା ନିବିଷୋଗ, ବିନାଶିବେ ଡବରୋଗ,

ଦୂରେ ଯାବେ ଅନ୍ତ ଫୋଡ, କରନ୍ତି ସୁଧାର ସନେ ।

ମୂଳାଧାରେ ବସାସନେ, ଷଡ୍‌ଦଳ ଲୟେ ଜୀବନେ ।

ଯମିପୁରେ ହତାଶନେ, ଯିଲାଣିବେ ସମ୍ପରଣେ ।

କହେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦକୂମାର, କ୍ଷମା ଦେ ହେରି ମିତ୍ତାର,

• ପାର ହବେ ବ୍ରହ୍ମହାର, ଶକ୍ତି-ଆରାଧନେ । •

ନନ୍ଦକୂମାର ରାୟ (ଦେଓଗନ୍ଧୀ)

* କୌଣସି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀତ-ପୁସ୍ତକେ ଏହି ଗାନଟି ସହାରାଜ ନନ୍ଦକୂମାରଙ୍କ ରଚିତ ବାରିତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି ।



২০০

হবে কবে সেদিন ভবে—

ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হৃদয় যবে ।
প্রাণ মাতিবে প্রেমরসে, মন চলিবে ভক্তিবশে ।
মায়াভ্রান্তি ঘুচে শেষে, পাব বিবেক-বৈভবে ॥
নয়নে হেরিব তারা, বদনে বলিব তাবা,
নৃসিংহের জীবন-ধারা, তারা মায়ে মিশে যাবে ॥

নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য

২০১

অতি দুর্গাবাধ্যা তারা ত্রিগুণা রঞ্জুরূপিণী ।
না সরে নিশ্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক ।
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে-মোরছোতে ব্যাপিনী ।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,

শঙ্কর প্রভৃতি পদ্যধোনি ।

দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি বোধ,
এবার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননী ॥

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজা)

১৭১

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে !
 অনন্ত যাহারি অস্ত না পায় ধ্যানে ।
 বাসন-অগোচর নিকূপণ নাহি যার,
 বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অক্সমানে ।
 মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
 পশাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে ॥
 স্তবাস্তব কিঙ্গব, গন্ধর্ব্ব অঙ্গব নর,
 মায়ায় মুগ্ধ চবাচর কেবা সচেতনে ॥
 আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্থ জানিতে ভ্রান্ত,
 অচিন্ত্য পরম তব মা অবাক্ত ভুবনে ॥
 চিন্ময়ী হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,
 যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে ।

শ্রীশঙ্কর ব্রাহ্ম (মহারাজা)

হয়ে মা তুমি গিবীন্দ্র বালিকা, কোথা হবে মাগো ভুবনপালিকা,
 তা না হ'য়ে আজ নৃমুণ্ডালিকা, বাম করে থর কৃপাণধরা ।
 কোথা মা মধুব বরণ তোমার, এ যে দেখি ঘন জলদ-আকার,
 করাল বদনে বিষম ছন্দার, পদ-ভরে করে টলমল ধরা ।



ভক্তের আকৃতি

ধক্ ধক্ বহি জলিছে নয়নে, ভক্ ভক্ রক্ত ঝরিছে বদনে,
লক্ লক্ জিহ্বা নড়িছে সঘনে, সমরে মেতেছ—
জগতজননি ! দেখ একবার, রসাতলে যায় জগত তোমার,
সহে না বাসুকী শ্রীচরণ-ভার, ক্ষান্ত হ'ও মাগো, হয়ো না অধরা ।

হরিশোহন রায়

২০৪

বাজবে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিস্ নে কেপা মাগী ।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছে মহাযোগী ॥
যে দেখি তোর চরণের জোর, নাচলে শিবের ভাগবে পাঞ্জর ।
বিশথেকা শিব নয় গো সজোর, তোর লাগি ওর মন বিবাগী ॥
খেয়ে গরল হয় নাই মরণ, শিব ছল ক'রে মুদেছে নয়ন ।
কপট মরণ করুছে সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি ॥
ভাঙ খেয়ে ভাগবের মতি, শিব হ'য়ে আছে শবাকৃতি ।
দীন রামপ্রসাদ কয়, এই মিনতি, নেবে নাচ মা শিব-মোহাগী ॥

রামপ্রসাদ সেন

২০৫

হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা হিতকর হয়ে ।
একবার হ'য়ে বঁাকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে লয়ে ।

১৭৩



শাক্ত পদাবলী

নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতবড়া,
মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ খুয়ে ।
তাজি নব-শিরমালা, পব গলে বনমালা,
একবার কালী ছেড়ে হুগু মা কালী,
ওগো ও পাষাণের মেয়ে ।

হৃদ-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে বড় ভালবাসি,
একবার তাক্সে অসি, ধর মা বাঁশী,
ভক্ত-বাহু পুরাইয়ে ।

অজ্ঞাত

২০৬

যশোদা নাচাতো গো মা ব'লে নীলমণি ;
সে বেশ লুকালে কোথা করাল বদনী ?
একবার নাচ গো জামা,—
হাসি বাঁশী মিশাইয়া, মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা প'রে,
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে,
গজমতি নাসায় হুলুক ;
যশোদার সাজানো বেশে, অলকা-আবৃত মুখে,
অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হোক ,



যেমন ক'রে রাসমণ্ডলে নেচেছিল,
 হৃদি-বৃন্দাবন-মাকো, ললিত ত্রিভঙ্গঠামে,
 চরণে চরণ দিয়ে, গোপী'র মন ভুলানো বেশে,
 তেমনি তেমনি তেমনি কবে,
 (দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে,
 তো'র শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলিগিরি আর রক্ততগিরি)
 একবার বাজা গো মা—সেই মোহন বেণু,
 যে বেণু-রবে ধেনু ফিরাতিসু, যে বেণু-রবে যমুনা'য় উজ্জান ধরিত,
 বাজুক তো'র বেণু বলায়ের শিঙ্গে ।

শ্রীদামেব সঙ্গ নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা ;
 তা থেইয়া তা থেইয়া, তা তা থেই থেই বাজত নূপুর ধনি ।
 স্তম্ভে পেয়ে, আস্তে তা পেয়ে ত্রজের রমণী ॥ (গো মা)
 গগনে বেলা বাড়িত, বাণী ব্যাকুল হইত ;
 বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী ।
 এলাইয়ে টাচর কেশ বাণী বেঁধে দিত বেণী ॥

রাধাপ্রসাদ সেন

২০৭

কর কর নৃত্য নৃত্যকালী, একবার মন-সাধে,
 রণক্ষেত্রে—মা । মোর হৃদয়-মাকো ।

১৭৫



শাক্ত পূদাবলী

দেহের ভেদী ছ জন কু-জন,
এরা বাদী ভজন-পূজন-কাছে ।
জ্ঞান-অসিত্তে তার কর ছেদন,
নিবেদন—চরণ-সরোজে,
আগে বধ ব্রহ্মময়ি, মোর কুমতি-রক্তবীজে,
ও তোর ভক্ত দাশরথি,
অমররক্ত হয় ঐ পদাম্বুজে ॥

দাশরথি রায়

২০৮

কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস ।
চুর্ভুদ্বিলে শত্রু সহ পূরাতন মন অভিলাষ ॥
তুমি ত মা অগচ্ছাত্তী জ্ঞান কর জ্ঞানকর্ত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনী, ঘুচাও আমার ভবের জ্বাশ ।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধোনে না পায় পূর্ণচন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃতিবাস ।
তত্ত্বজ্ঞান হয় না কেন, কুমদে নবীনের যজ্ঞিল মন,
ভবদারা গুণো তারা, ত্রিচরণে কর দাস ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

১৭৬



২০৯

অশান ভালবাসিস্ ব'লে, অশান করেছি হৃদি ।

অশানবাসিনী শ্রীমা নাচবি ব'লে নিরবধি ।

আর কোন সাধ নাই মা চিতে,

চিতার আগুন জলছে চিতে,

ও মা, চিতা-ভস্ম চারি ভিতে,

রেখেছি মা আসিস্ যদি ।

মৃত্যুশয্য মহাকালে, রাখিয়ে মা পদ-তলে,

নেচে আঘ মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি' ।

রামলাল দাস দ্বা

২১০

নাচ গো! আনন্দময়ী মম হৃদয়-মাঝার ।

তুমি তো অশানপ্রিয়—অশান হৃদয় আমার ।

স্বজন-বিয়োগ-চিত্তে, জ্বলি সদা এত চিত্তে,

শোক-তাপ-দুখে আছে অবিরত অন্ধকার ।

তুমি বিরাজিত যথা, আধার থাকে না তথা,

তাই বলি এ অশানে, এস, নাচ একবার ।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা)

১৭৭

অশান তো ভালবাসিস্ মাগো,
 তবে কেন ছেড়ে গেলি ?
 এত বড় বিকট অশান এ জগতে কোথা পেলি ?
 দেখ্‌সে হেথা কি হয়েছে,
 ত্রিশ কোটি শব প'ড়ে আছে,
 কত ভূত বেতাল নাচে রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি !
 ভূত পিণাচ তাল বেতাল,
 নাচে আর বাজায় গাল,
 সঙ্গে দায় ফেরপাল, এটা ধরি শুটা ফেলি ।
 আর না হেথা নাচ'বি শ্রামা,
 শব হবে শিব পা ছিঁয়ে মা,
 জগৎ জুড়ে বাজবে দামা,
 দেখ্‌বে জগৎ নখন মেলি ।

অধিনীকুমার দত্ত

কোলে তুলে না মা কালী,
 কালের কোলে দিস্‌ নে ফেলে !
 বড় জালায় জলছি যে মা,
 যেতে দে জয় কালী বোলে ।

কাদতে ভবে পাঠিয়েছিলি,
কৈদে কালী হলাম কালি ।
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে,
রাখিস্ পায়ে পরকালে ॥

অতুলকৃষ্ণ দ্বি

২১৩

কালী এই করো কাল এলে—
কাল পেয়ে কাল ঘেরবে যখন, দেখা দিও হৃদ-কমলে ।
গুরু-দত্ত ধন যেন আমার মন,
শমন দেখে না যায় ভুলে ।
তারাদাস বলে, অস্তে গঙ্গাজলে,
জিহ্বা যেন কালী কালী বলে ॥

• অজ্ঞাত

২১৪

মনেরি বাসনা শ্রামা, শবাসনা শোনু যা বলি ।
অস্তিমকালে জিহ্বা যেন বলতে পায় যা কালী কালী ॥
হৃদয়-মাঝে উদয় হয়ো যা, যখন করবে অস্তর্জলী ।
তখন আমি মনে মনে, তুলিব জবা বনে বনে,
মিশা'য়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥

১৭২



শাক্ত প্রদাবলী

অঙ্ক-অঙ্ক গঙ্গাজলে, অঙ্ক-অঙ্ক থাকবে স্থলে,
কেহ বা লিগিবে ভালে, কালী-নামাবলী—
কেহ বা কর্ণকুহরে, বল্বে কালী উচ্চৈঃস্বরে,
কেহ বল্বে হরে হরে, কবে করে নিষে তালি ॥

দালমণি রায়

২১৫

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয়ান কালীর নাম দিও কর্ণমূলে ।
এ দেহ আপনার নয় রিপু-সঙ্গে চলে,
আন রে ভোলা * জপের মালা, ভাসি গঙ্গাজলে ।
নয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে—
আমার ঠেঠে প্রতি দৃষ্টি পাটো, কি আছে কপালে ॥

রামকৃষ্ণ রায় (মহাভাজা)

* মহারাজ রামকৃষ্ণের ভক্তের নাম ছিল ভোলা ।



মনোদীক্ষা



মনোদীক্ষা

২১৬

কলা-পদ-আকাশেতে মন-ঘুড়িখান্ উড়তে ছিল,
কলুষের কুবাঁতাস পেয়ে, গৌস্তা খেয়ে প'ড়ে গেল ।
মায়া-কায় হ'ল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি,
দারা-সুত কলের দড়ি, ফাঁসি লেগে সে কেসে গেল ।
জ্ঞান-মুণ্ড গ্যাছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে,
মাথক নেই, সে আর কি উড়ে ? সজের ছ'জন জখী হ'লো ।
ভক্তি-ডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগলো বাঁধা,
নরেশচন্দ্রের কাদা-হাসা, না আসা এক ছিল ভাল ।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

২১৭

সাধের ঘূমে ঘুম ভাঙে না ।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা ।
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না ?
তোমার কোলেতে কামনা-কান্ধা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না ।

১৮৩

শাক্ত পদাবলী

আলার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না ।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রক্তক-ঘরে ভায় কাচ না ।
খেয়েছ বিসম-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না ।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালী বল না ।
অতি মৃদু প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না
তো'র ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, ডাকিলে আর চেতন পাবে না ।

হাবপ্রসাদ সেন

২১৮

মন, কালে কালে কাল গেল, কাল কবে আসিবে ।
কালী ব'লে না ডাকিলে, কাল কিসে জিনিবে ।
মন, তুমি হ'য়ে কাল, খোয়াইলে পরকাল,
আইলে দাকুণ কাল, কাল কিসে জিনিবে ।

বিল কালিদাস

২১৯

বুঝ না মন বুঝাইলে, পরমাথ না চিন্তিলে,
দিনাস্তে মনের প্রান্তে, কালী বলে না ডাকিলে ।
অঠরস্ত ছিলে যোগী, জন্মমাত্র কন্ধ্য-ভোগী,
শ্রামা-নামাযত-ত্যাগী, বিষয় সন্তোষী হ'লে ।

অকিঞ্চনের সম্পত্তি, তাজ কামানি সংহতি,
ছয় জনার ছয় রীতি, সম্পত্তি তোমায় যজ্ঞালে ।
ইন্দ্রিয়-বলে ইন্দ্রিয় পেয়ে হয়েছ উন্নত,
পড়ে রবে সে ইন্দ্রিয়, মনোদ্রিয় অবশ হ'লে ।

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

২২০

মন, কি কর তব তারে ।

ওরে উন্নত, আধার ঘরে ।

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব বাতীত অভাবে কি ধরতে পারে ।
মন, অগ্রে শলী বশীভূত কর তোমার শক্তি সারে ।
ওরে কোঠার ভিতর চোর-কুঠরী, ভোর হলে সে লুকাবে রে ।
যড়দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম-নিগম তত্ত্বসারে ।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ।
সে ভাব-লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ-যুগান্তরে ।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে ।
প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তব করি যারে ।
সেটা চাতরে কি ভাববো হাড়ি, বুঝ রে মন ঠারে-ঠোরে ।

রামপ্রসাদ সেন

মন, হোয়ার এই ভ্রম গেল না ।

কালী কেমন, তাই চেয়ে দেখলে না ॥

ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, কেনেও কি তাই জান না ?

মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা ॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা ।

ওরে, কোন্ লাঞ্জে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিচ্ছে ছার

ডাকের গহনা ?

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা স্তম্ভুর খাণ্ড নানা ।

ওরে, কোন্ লাঞ্জে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,

আলোচল আর বুট-ভিজানা ?

জগৎকে পালিচ্ছেন যে মা সাদরে তাই কি জান না ।

ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল-ছানা ?

প্রসাদ বলে, ভক্তি-মন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা ।

তুমি লোক-দেখানো করবে হুজা,

মা তো আমার ঘৃষ খাবে না ॥

রামপ্রসাদ সেন

২২২

নাই মন বিদেশ তোমার, দেখে ত্রিভুবন হয় যে শ্রামার,
জলে স্থলে শূন্যে বনে, শ্রামা মা যে তোমার সনে,
ও তুই রাজার মেয়ের ছেলে হ'য়ে, কি ধার ধারিস রে ভাবনার।
যেখানে সেখানে র'বি, মায়ের অঞ্চল ধ'রে চাবি।
ও তুই যা চাবি তাই পেতে পাবি, ভবানী ভাব আপনার ॥

কৈলাসনাথ মৃণোপাধায়

২২৩

বাসনাতে দাও আগুন জ্বলে, ক্ষার হবে তার পবিঁপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, মনের ময়লা ধাবে কাটি,
কালীদেহের জলে চল, সে জলে ধোপ ধববে তাল,
(আর) পাপ-কাষ্ঠের আগা জ্বালো, চাপাও রে চৈতন্য-ভাটি ॥
নীলাশ্বর নীত ফেনেছে, মনকে আমার বলা মিছে,
মনের পর কি শত্রু আছে, সেত হযত সোণা নয় ত মাটি ॥

নীলাশ্বর মৃণোপাধায়

২২৪

মন, হারালে কাষ্ঠের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাবছো বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া ॥
চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র, শ্রামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচ-মূলো কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন, তোার কপাল-পোড়া ॥



শান্ত পদাবলী

কল্পান্ত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়ি ।
 মিছে এ দেশ সে দেশ ঘুরে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল-ঘোড়া ॥
 কাল করিছে হৃদে বাস, বাড়ছে যেন শালের কৈঁড়া ।
 গুরে, সেই কালের কর বিনাশ, ক্রাস ধররে মস্ত ঘোড়া ॥
 প্রসাদ বলে, মন রে তুমি, পাঁচ সপ্তয়ারের তুকী ঘোড়া ।
 সেই পাঠের আছে পাঁচাপাঠী, তোমায় করবে তোলাপাড়া ॥

রামপ্রসাদ সেন

২২৫

এমন করে আর কতদিন করবি রে মন আসা যাওয়া ।
 পঞ্চ ভূতের মধ্যে থেকে, তুই কি হলি ভূতে পাওয়া ?
 কালী মায়ের চরণ-পানে, একটি দিন হলো না চাওয়া,
 যাবি কবে পড়ে র'বে জমিখানি চৌদ্দ পোয়া ।
 এখনো তোর এই জমিতে সাবন-বীজ হলো না রোয়া ;
 ক্রমে দেখি গুরু-মন্ত্র লাক্ষলখানি যায় বা খোয়া ।
 গমনের দিন আর বাকি নাই, কবে হবে ধরায় শোওয়া ।
 পথানেতে চিত্রগুপ্ত বসে আছে মিলিয়ে রেওয়া ।
 রসিক বলে, সুখের কাল তোর এবার হলো কালে বাওয়া ।
 এই বেলা মা কালীর কাছে, করে নে রে মুক্তির দাওয়া ॥

রসিকচন্দ্র রায়



২২৬

মন, কবে সেবিবে কালী ?

একাল শুকাল সেকাল ব'লে,

সকল কালই গেল চলি ।

তবু বিষয়-মদে মত্ত হ'য়ে তবু-জ্ঞান রইলে ভুলি ।

কালাকাল বিচার নাই কালের :

সদাকাল 'সে' ঘুরছে পালি,

এসে গলায় ফাঁসি, লাগায় কসি,

হয় নাই মীন-দুঃখী বলি :

কালে যখন যাবে, কালের জুকুঞ্জে জীবন চলি,

তখন রক্ষা কে করিবে মন,

যিনা সেই রক্ষাকালী ।

দেখে নিত্য সব অনিত্য,

তবু নেশায় আছে চলি—

হয় না একটু এক্ষেপ, ওই তো আক্ষেপ,

নিজের দোষে মজে গেলি ।

মোহিনীকুমারী বিশ্বাভূষণ



ভূমি কার কথায় ভুলেচ রে মন, শুরে আমার শুয়াপাখী !
 আমারি অস্থরে থেকে, আমাকে দিতেছ কাকি ॥
 কালীনাম জপিবার তবে, তোবে রেখেছি পিঠরে পুরে,
 মন শু তুই আমাকে বকনা করে, ঐরি স্থপে হলি স্থখী ।
 শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম মন ।
 শু তোব জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার জামা বল রে দেখি ॥

রামপ্রসাদ সেন

সাধন-রূপ গ্রাবু খেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে ।
 জিত হবে তবের বাক্সি, কালী-নামের টেকা মেয়ে ।
 শ্রদ্ধা নগুলা খেলায় দিয়ে, বসুবি ভক্তি-গোলাম নিয়ে,
 গোলাম দেখে গোলাম হ'য়ে কৃতান্ত কাপিব ডরে ।
 ভাবের বিস্তি ধরে নিবি, তবেই সমকে কাকি দিবি,
 সমাধি-ছক্কা দেখাবি, ছয় রিপুকে ভ্রাস্তা ক'রে ।
 এলি খেলা খেলুবি কসে, বেরং যাবে রংয়ে মিশে,
 মুক্তি-পজা ধ'রে শেষে, জয়ী করবি বসিকেরে ।

রসিকচন্দ্র রায়



২২০

মন রে কৃষি-কাজ জান না।

এমন মানব-জমিন বলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোণা।

কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরপ হবে না।

সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শকু বেড়া,

তার কাছেতে ঘম ঘেসে না।

অণু অন্ড-শতাঙ্ক বা, বাজাপ্ত হবে জান না।

এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার) ঘটন করে,

চুটায় ফসল কেটে নে না।

গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সোঁচ না।

ওঁরে একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।

রামপ্রসাদ সেন

২২১

এই বেলা মন নে রে ডেকে নীলাক্ষবরী যাকে ;

নিলাম নিলাম কচ্ছে শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে।

কাল নিলে নিলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখবে ডেকে।

ল'য়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে।

১২১



শাক্ত পঙ্গাবলী

জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কামাটা কাপড়ে ঢেকে,
কাঁদবে সবে ডেকে ডেকে, মাড়া কেউ পাবে না ডেকে ।
চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, পরমায়ু মেঘাদ গিয়েছে,
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে ।

প্যারীমোহন কবিরত্ন

২৩১

মন কেন রে ভাবিস্ এত—

যেমন মাতৃহীন বালকের মত ।

ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত ।

ওরে কালের কাল মহাকাল, সে-কাল মাথের পদানত ।

ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়—এ যে বড় অদ্ভুত ।

ওরে তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে অক্ষমঘী-স্বত ।

এ কি ভ্রান্ত নিভ্রান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত ।

ও মন, মা আছেন যার অক্ষমঘী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ।

গিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত ।

যেমন 'জাগরণে ভয়ং নাক্তি'—হবে রে তোর তেঘি মত ।

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কর রে মনের মত ।

ও মন, গুরুদত্ত তব কর, কি করিবে রবিস্বত ।

রামপ্রসাদ সেন

২৩২

মন-মেতাবের, বাজা রে তার, তারা তারা বসে ।
কাল বন্ধন করিতে তোরে, আসে বজ্র নিধে করে
তোমার দেহরূপী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হলো,
জ্ঞান-পর্দা ভিন্ন ভিন্ন হলো তোর দোষে ।

‘ভৈরবী বাসিনী ধরে’ বসন্ত পর্দা স্তরে স্তরে,
বাজা বে গং মধুর স্বরে, হবে পার ভব-দুস্তরে ।
নইলে নিস্তার না দেখি তোর দুস্তর জলবি-নীরে ॥
সুতানে গং বাজা বে মুক্তকেশীর বাজাবে,*
ঘেবিত্তে কাল নাতি সাধা মাযের বাজারে ।

মাগো, ভিক্ষে চরণ-ধূলা, দোকানদার আছে ভোলা,
হলো শেষ ভবেরই খেলা, বাধ বে নামেরি ভেলা,
নইলে ভুবে মরবে গোবর্দ্ধন ভব-সিন্ধু-নীরে ॥*

গোবর্দ্ধন চৌধুরী

২৩৩

কালী-কল্লতরু-মূলে মন-পাখী করু রে বাসা ।
ঘুচিবে ভব-পিপাসা, হবে না আর যাওয়া-আসা ।
কুস্র উদরেবি তরে, উড়িতেছ শূণ্য ভরে,
আধার আধার করে, না পূরে প্রত্যাশা ।

১৯৩



শাক্ত পদাবলী

এখন উপায় কর, কার্ণী-পদ সার কর,
শ্বর সেই মূবহব, সকল হইবে আশা ॥

কালিদাস সরকার

২৩৪

মন, থাক তুমি চূপটি ক'রে ।
ভোনাঘ তারা পাখী দিচ্ছি ধ'রে ॥

চতুর্দলে ফাঁদ পেতে মন, বসে থাক ঘাপটি ঘেরে ।
কেবল আড়-নয়নে দৃষ্ট বেগো, যেমন আসবে, টানবে জোরে ।
হৃদ পিঞ্জবে ক'রে ঘেরাও, বলবে স্বখে "কালি, তরাও";
সে ত সকল ভাষা বুঝে, আশার মত দিবানিশি পড়ে ।
সযতনে ভক্তি-ডোরে, পায়ে ধ'রে বঁধবে তারে ,
নৈলে একস্থানে থাকে না সে যে,
জলে স্থলে সমান ফেরে ॥

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়

২৩৫

আয় মন, বেড়াতে ধাবি ।
কার্ণী কল্পতরু-তলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে ধাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি ।
গুরে বিবেক নামে ছোঁচ পুত্র, তব-কথা তার শুধাবি ॥

১২৪



মনোদীক্ষা

অশুচি শুচিকে ল'য়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি ।
 যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন জামা মাকে পাবি ॥
 অহকার অবিজ্ঞা তোব, পিতামাতায় ভাড়ায়ে দিবি ।
 যদি মোহ-গর্ভে টেনে লয়, ধৈর্য-খোঁটা ঘরে র'বি ॥
 ধন্যধন্য দুটো অজ্ঞা, তুচ্ছ হাড় বেধে থুবি ।
 যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান-গাঙ্গে বলি দিবি ॥
 প্রথম ভাষ্যাব সজ্ঞানেবে দূরে রইতে বুকাইবি ।
 যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিকু মাঝে ডুবাইবি ॥
 প্রসাদ বলে, এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি ।
 তবে বাপু বাচ্চা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হবি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৩৬

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে ত্রিহুগা কোলে ।
 মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে ॥
 মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল ,
 সূজন কুজন আছে যাবা, তাদের দে বে দাঁড়ে ফেলে ॥
 কমলাকান্তের নেয়ে, নদর তোন্ দুর্গা কোয়ে ;
 পড়িবি তুফানে যখন, সাবি গাবি সবাই মিলে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য



শাক্ত পদাবলী

২৩৭

শোন্ বৈ মন তোরে বলি, ভজ কালী,

ইচ্ছা হয় যেই আচারে ।

মুখে গুরু-দত্ত মন্ত্র পড়, দিব নিশি কর ধরে ॥

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রাঘ কর যাকে ধ্যান,

ওরে নগরে কির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্রামা মারে ॥

যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মাঘের মন্ত্র বটে,

কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম শোন রে ।

কৌতুকে রামপ্রসাদ র.ট, ব্রহ্মময়ী সঙ্গ ঘটে ।

ওরে আহাির কর, মনে কর, আছতি দিই শ্রামা মারে ॥

রামপ্রসাদ দেব

২৩৮

পাবি না ক্যাপা মাঘেরে ক্যাপার মত না ফেপিলে ।

শেষান পাগল বুচকি আগল কাজ হবে না ওরূপ হলে ॥

অনিস্ নে তুই ভবের কথা, ও যে বক্ষ্যার প্রসব-বাখা ।

সাধ করে শ্রীনাথের কথা, চোখের ঠুলি দে না খুলে ॥

মায়া মোহ ভোগ তৃষ্ণা দেবে তোরে যত তাড়া ।

বোবার মতন থাকু'বি ব'সে, সে কথায় না দিয়ে সাড়া ॥

১০৬



নিবৃত্তিরে ল'য়ে সাথে ভ্রমণ কর তত্ব-পথে ।
 নৃত্য কর প্রেমে মেতে সন্ধ্যা কালী কালী ব'লে ॥
 অজ্ঞা আছে এ পাগলে, জ্ঞানবি, আসল পাগল হ'লে ।
 আয় রে পাগল ছেলে ব'লে, পাগলী মায়ে নেবে কোলে ॥
 ফুরাবে পাগলের রেলা, যুচিবে ত্রিতাপের জালা ।
 শাস্তিধামে করবি লীলা, এ যুক্তি প্রেমিক বলে ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২৩৯

মন, করো না ঘেঘাঘেঘি,
 যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ॥

আমি বেদাগম পুবাণে করিলাম কত খোজ-তালাসি ।
 ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেলী ।
 শিব রূপে ধর পিতা, কৃষ্ণ রূপে বাঙাও বাণী ।
 ও না, রাম-রূপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে অসি ॥
 দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী ।
 অশানবাসিনী বাসী, অঘোয়া-গোকুল-নিবাসী ॥
 তৈরবী তৈরব সঙ্গে, শিশু-সঙ্গে এক বয়সী ।
 যেমন অমৃত ধাতুকী সঙ্গে, জ্ঞানকী পরম রূপসী ॥

শাক্ত শদাবলী

প্রসাদ বলে, ব্রহ্ম-নিক্রপণের কথা দেতোর হাসি
আমার একময়ী সর্ব ঘটে—পদে গদা গজা কালী ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪০

স্বপ্ন-কমলে চিন্তা কর বদাভয় কর শিবা ।
বৃথা বিষয় ভাবিয়ে, বল তব ফল কিবা ॥
যার রূপা-কণা-বলে, ছলিত জনম লভিলে,
উচিত কি নয় তাঁর ধ্যান করা নিশাদিনা ॥
নিদ্রাক্রমে যার কোলে, সুখে নিশি পোহাউলে,
চৈতন্য-রূপিণীর রূপায় পুনঃ প্রাতে চেতন পেলে,
এ তেন পরম ধনে, মানসিক আয়োজনে,
ভক্তি ভাবে দৃঢ় মনে, কর যুট তাঁর সেবা ॥
সমাগত প্রায় শমন, করিবে মহালয়ন,
আর কি এ দেহে চেতন পেয়ে,
করুক তাঁর কীর্তন ॥

বিষয়-মদে সদা মত্ত, হিঙ্গ জগদ্বন্ধুর চিত্ত,
কালীনাম কর পথা, পুনঃ তবে না ফিরিবা ॥

জগদ্বন্ধু ভরদ্বাজ

২৪১

ডুব দে মন কালী বলে,

হৃদি-বত্নাকরের অগাধ জলে ।

রত্নাকর নয় শূন্য কখন, হৃ-চাব ডুবে ধন না পেলে ।

তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যান, কুল কুণ্ডলিনীর কূলে ॥

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে ।

তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, শিব-যুক্তি মতন চাইলে ॥

কামাদি ছয় কুস্তীর আছে, আহার-লোভে সন্নাতি চলে ।

তুমি বিবেক-হৃদি গায় মেগে যাপ্ত,

ছোবে না তার গন্ধ পেলে ॥

রতন মাণিকা কত পড়ে আছে সেট জলে ।

রামপ্রসাদ বলে, ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪২

আপনাবে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে ।

যা চাবে, এই খানে পাবে, খোঁজ নিষ্ক-অন্তঃপুরে ।

পরম ধন পরশমণি—যে অসংখ্য ধন দিতে পাবে,

এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ জুয়াঘরে ॥

১২২



শাক্ত পদাবলী

তীর্থ-গমন দুঃখ ভ্রমণ, মন, উচাটন হযো না রে,
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্রোতে, শীতল হও না মূল্যধারে ।
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,
ওরে, বাজিকরে চিন্তে না সে, তোমার ঘটে বিরাজ করে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

২৪৩

দিবানিশি ভাব রে মন, অস্তরে করালবদনা ।
নাগ কান্দম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্‌বসনা ॥
মূল্যধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না ।
সদা পদুবনে হৃদয়ীকূপে আনন্দরসে মগনা ॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কব স্থাপনা ।
জ্ঞানায়িত্তি জালিয়া কেন ত্রুক্ষ্মময়ী রূপ দেখ না ॥
প্রসাদ বলে, ভক্তের আশা পূরাইতে অধিক বাসনা ।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নিকরানে কি শুণ বল না ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪৪

আদর ক'রে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে ।
তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই, কেউ না দেখে

২৪৫

কাষাদিৰে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমাৰ আমায় জুড়াই আঁখি ।
 বসনাৰে সঙ্গৈ বাখি,—সেও যেন 'মা' ব'লে ডাকে ॥
 অজ্ঞান কুমলী দেখ, তাৰে নিকট হ'তে দিও নাকো ;
 জ্ঞানেৰে গ্ৰহণী রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে ॥
 কমলাকান্তেৰ মন ভাই, আমাৰ এক নিবেদন,
 দৰিদ্ৰ পাটলে ধন, সেও কি অনাস্থাৰে ৰাখে ॥

কমলাকান্ত গুটীচাৰী

২৪৫

মন-গৰীবৰ কি দোষ আছে ।

তুমি বাজিকৰেৰ মেয়ে জামা, যেমনি নাচাও তেন্তি নাচে ॥
 তুমি কৰ্ম ধৰ্মাধৰ্ম, মৰ্ম-কথা বুঝা গেছে ।
 ও মা, তুমি ক্ষতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥
 তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বনেছে ।
 ও মা, তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেগা আছে ॥
 প্ৰসাদ বলে, কৰ্ম-সুহ, সে সুতাৰ কাটনা কেটেছে ।
 ও মা, মায়া-সুত্ৰে বেঁধে জীব, ফেপা ফেপি খেল খেলিছে ॥

ৰামপ্ৰসাদ সেন



শাক্ত পদাবলী

২৪৬

মন্-গরীবের কি দোষ আছে, তা'রে কেন নিন্দা কর মিছে ।
 বাজিকরের মেয়ে তা'রে যেমন নাচায় তেমনি নাচে ॥
 শুনেছ দীন দয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে ।
 আপনাকে যে আপনি ভোলে, পরের বেদন কি তার কাছে ॥
 আপনি যেমন শঠের মেয়ে, তেমনি সঙ্গ ভাল মিলেছে । -
 দে লেংটো থাকে, ভস্ম মাখে, লোকে ভাল বলে পাছে ॥
 তবে যে কমলাকান্ত ও চরণে প্রাণ সঁপেছে—
 তাতে ভিন্ন, নাহি অঙ্গ, নৈলে কেন সার করেছে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য



ইচ্ছাময়ী মা



ইচ্ছাময়ী মা

২৪৭

তামা মা উড়ান্ধে ঘুড়ি,

ভব-সংসার-বাক্সারের মাঝে ।

ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাধা তাহে মায়া দড়ি ।

কাক গণ্ডী মত্তী গাঁধা, তাতে পল্লবাদি নাড়ি ।

ঘুড়ি স্বপ্নে নিখাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ।

ব্রিষষে মেয়েছে মাঝা, করুণা হয়েছে দড়ি ।

ঘুড়ি লক্ষে ছুটা-একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত-চাপড়ি ।

প্রসাদ বনে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি ।

ভব-সংসার-সমুদ্র-পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ।

রামপ্রসাদ সেন

২৪৮

ইচ্ছাময়ী তারা গো, তোঁর ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে ।

যখন যারে ইচ্ছা কর, হয় ডুবাত, নয় নে যাত পারে ।

একবার মুখে দুর্গা ব'লে, কানকেতু তোঁর চরণ পেলে

কেউ বা যোগ-সমাধি-ফলে, পায় না দেখা যুগান্তরে

২৪৯



শাক্ত পদাবলী

শ্রমশ্চে কথল বনে দেখা দিয়া দাও অশানে,
আবার দয়া ক'রে পদক্ষেপে, চরণে রেখেছ তারে ।
তোমার ইচ্ছা ভগৎ কল্প, আমার ইচ্ছা অতি অল্প,
শ্রীচরণে দিব তল্ল, জীবনের শেষ বাসরে ॥

রসিকচন্দ্র রায়

২৪৯

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি ।
তোমার কথ্য তুমি কর, নোকে বলে করি আমি ।
পদে বদ্ধ কর করী, পদুয়ে লজ্জাও গিরি ,
কারে দেও যা ইন্দ্রজ-পদ, কারে কর অধোগামী ;•
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি ,
তুমি যত্ন, তুমি যত্ন, তত্নসারের সার তুমি ॥•

রামহুলাল নন্দী (দেওয়ান)

২৫০

জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে,
মোহিত জগত-জন ।

• 'সঙ্গীত-সংগীত' পুস্তকে এই গানটি কুমার নরচন্দ্রের রচনা বলিয়া প্রকাশিত
হইয়াছে । কিন্তু সাধারণের নিকট ইহা রামহুলালের গান বলিয়াই প্রচলিত ।

২০৬



ইচ্ছাময়ী মা

রবি শশী তারা, আজ্ঞাকারী তারা,
সদা নিয়ম করে পালন ।

সংসার-খেলনা দারাসুত ল'য়ে,
ভুলায়ে রেখেছ মা মোহিত করিয়ে,
তুমি দিবেছ যে খেলা, আমি খেলি মা ছু বেলি,
তাইতে করি হেলা নিতাদন ।

ইচ্ছাময়ি, তব ইচ্ছায় সব হয়,
কিছুই জানি না মা তব মহিমাধর .
তুমি নিয়ে যাও যে পথে, আমি যাই মা সেই পথে,
মোহে অন্ধ অহুঙ্কর ॥

অজ্ঞাত



କରୁଣାମୟୀ ଯା



করুণাময়ী মা

২৫১

মা তোমা নিদয়া ব'লে কোন্ জন নিন্দা করে !
 তোমারই করুণামতে ভুবন জীবন ধরে ।
 মাতৃবক্ষে স্তন্য-সিক্ত তোমারি করুণা-বিন্দু,
 অম্লপানে নেহারি তোমায়ে ।
 ভৃগু-হেতু জন তুমি, বিশ্বাধার তুমি ভূমি,
 স্নেহে অন্ধ ধর চরাচরে ।
 তনয়-শমন-ভয়নানী অসি করে রয়,
 বরাভয় ছুই দক্ষ করে ।
 অশ্রুবে করিতে মুক্ত, তার কর-শিরোরক্ত
 ধর অঙ্গে তার শ্রেয়ঃ তরে ।
 তাহে সেই ভাগ্যবান্, লভি দৈত্য দিব্যজ্ঞান
 অনায়াসে যায় মোক্ষপুরে ॥
 ভীষকাস্ত তব আশ্রয়ে বিশ্বব্যাপী অট্টহাস্তে
 তা'তেও করুণা-মাধুরী নিকরে ।

২১১



শান্ত পদাবলী

এমন করুণাময়ী কে আছে মা বিশ্বময়ি !
তোমা সম ভুবন-ভিতরে ॥

পকানন তর্করত্ন

২৫২

বার বার যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা ;
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা ।
সন্তান-মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে,
তাই বহিতেছি শূণে, লিখে দুঃখের পসরা ।
জিনি অমূল্য রতন ব্রহ্মময়ী-নাম ধন,
তারা ব'লে ডাকি যখন, হই গো আপন-হারা ।
তুমি গো দীন-ভাবিনী, শরণাগতপালিনী,
আমি ঘোর পাতকী বলে, তোমায়ে হয়েছি হারা ।
আমি তব পোষা পাখী, যা শিখাও তাই যে শিখি,
বামে শিখায়েছ তাবা বুলি, তাই বলি তারা তারা ॥

রামলাল দাস দত্ত

২৫৩

কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ গো জননি !
নিদ্রা নাট কি মা তোর চোখে, ও প্রসন্নবদনি ।

২১২



করুণাময়ী মা

সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে,
 জ্বপ্ত সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী ।
 অধম তনয়ে মা গো, কেন তোর এত করুণা,
 সত্য নিকটে বসে থাক অকারণে ।
 বুঝেছি, বুঝেছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহবশে,
 বিচর মা সদাকাল সন্তান-সাথে আপনি ।
 বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব
 অগণ্য তনয়-পাশে জাগিছ একা ,
 পাষণ্ড হৃদয় গলে যায় মা-অরিলে করুণা তব,
 করুণার নাহি পার, শুণো সন্তানতোষিণি !

পুণ্ডরীকাক্ষ যুগোপাখ্যায়

২৫৪

কৈদেছি আপন দোষে, বেজেছে মায়ের প্রাণ ।
 মা বলে—'আয়রে কোলে', মুখ মুছিয়ে কোলে টানে ।
 পেয়েছি অভয়াবর, আর কিরে ভয় করি কারে ?
 মা ব'লে বারে বারে চেয়ে রব চরণ-পানে ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

২১৩



কালভয়হারিণী মা



কালভয়হারিণী মা

২৫৫

তুই যা রে, কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি ।
 মন-বেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসিয়েছি ॥
 হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি ।
 কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ।
 এমনি করেছি কাখলা, পালাইলে নাইকো ফায়দা ।
 হামেশা রুজু ভক্তি-প্যাখাদা, দু নঘন দারোয়ান দিয়েছি ॥
 মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি ।
 তাই সর্ষজ্বরহর লৌহ গুরু-তব পান করেছি ॥
 শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি ।
 মুখে কালী কালী কালী বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৫৬

যা রে শমন এবার ফিরি !
 এসো না মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি ।

২১৭



শাক্ত পদাবলী

যদি কর জোর-জবরি, সাম্নে আছে জঙ্গ-কাচারি,
আইনের মত বসি দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি ।
আমি তোমার কি ধার ধারি,
শ্রামা মাঘের খাস তালুকে বসত করি ।
বলে মুজা হসেন আলী, যা করেন মা জহুরালী,
পুণোর ঘরে শূন্য নিয়ে, পাণ নিয়ে যাও নিলাম করি ।

মুজা হসেন আলী

২৫৭

আমায় ছুঁয়োনা রে শমন, আমার জাত গিয়েছে ,
যে দিন রসনা আমার কালী বলেছে ।
আমি ছিলাম গৃহবাসী,
শ্রামা সর্বনালী আমায় সন্ন্যাসী করেছে ।
মন রসনায় যুক্তি ক'রে, কালীনামে একটা দল বেঁধেছে ;
ও তাই শুনে রিপু ভয়, পেয়ে ভয়, সেই দিনে ছেড়েছে ।
একে মরি পুড়ে, তাহে চাবুলা জুড়ে,
অনাহত একটা রব উঠেছে,
শাকিম জামদো, নরচন্দ্র কালীনামে ভেক লয়েছে ।

মরেন্দ্রনাথ কট্টাচারী

২৫৮

ভয় কি শয়ন তোরে, এলোকেনী অশানবাসী, যার হৃদে
বিরাজ করে ।

কালী কালী বলবো সদা, পার্বি না তার দিতে বাধা,

কালীনামে ঘেরে ডকা, যমের শঙ্কা বাধবো দূরে ।

যমের তলব আসবে যখন, কালী-সহি-চিঠি দেখাব তখন,

চিঠির মর্মে পেল পেরে, আন্তে আন্তে যাবে ফিরে ।

দ্বিজ নবীন কালী-পুত্র, যা হয়ে যা হৈও না শত্রু,

যায়ের কোলে থাকবো বসে, ল'য়ে যেতে কেবা পারে ।

মবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

২৫৯

কাল-ভয়ে কি ভয় আছে আমার ।

কাল-নিবারিনী কালী হৃদয়ে জাগিছে ।

পদতলে চিরকাল, পড়ে যার মহাকাল,

কি করিবে তুচ্ছ কাল, কালাস্ত কালীর কাছে ।

শ্রামা পদে পকানন ক'রে আশ্রু সমর্পণ,

শমনে স্তান করে ভূণ, মরণে জয় করিয়াছে ।

পকানন বল্লোপাখ্যাত

২৬০



শাক্ত পদাবলী

২৬০

মা আমার আনন্দময়ী, আমি নিবানন্দে যাব কেনে ।
 তাঁর আনন্দ-সাগরের ফলে ডুবছি শীতল জেনে ॥
 শ্রামা রূপ (আচা মরি, শ্রামা জলদবরণী রূপে) চক্ষু ভরা,
 তাইতে এত বহে ধারা, চিন্তে নার এ সব কারা,
 এখন মিশেছে তারা তারার মনে ॥
 ভব-বন্ধন সকল বুঝা, যে থাকবার, সে থাকলো হেথা,
 চলো কেদার মা তারা যেথা, সার কথা তন রে দক্ষিণে ।*

কেদারনাথ রায়

* কথিত আছে, যুড়ার পুন্সাবস্থায় ক বর চক্ষু জল দেপিয়া তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সমীপস্থ বাত্রীগণের মধ্যে পুত্র দক্ষিণারঞ্জনকে উদ্দেশ্য করিয়া এই গান করিয়াছিলেন ।

২২০



લીલામણી મા



লীলাময়ী মা

২৬১

সাবাস্ মা দক্ষিণা কালী, ভুবন ভেঙি লাগিয়ে দিলি,
(তোর) ভেঙির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগো ফেলে দিলি ।
এমন বাজ্রিকরের মেয়ে, রাখলি বাধাবে পাগল সাজিয়ে,
নিজে গুণময়ী হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি ।
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
অসাম রে সেই চরণ পাবি ? তুইও বুঝি পাগল হলি ।

রামপ্রসাদ সেন

২৬২

মন, তুমি কি পাগল হ'লে, নইলে বলবে কেন
মা আমার দাঁড়িয়ে পতির বক্ষঃস্থলে !
পতিনিন্দা শুনে যে মা, প্রাণ ত্যাগেছেন যজ্ঞস্থলে,
সেই সতী মা কি রাখতে পারেন, পতিদেবে চরণতলে !
পঞ্চতপা করেছেন মা বাধি যৌর সহস্রদলে,
পতির বুকে দাঁড়িয়ে তিনি, বল্লে তুমি কিসের বলে ॥

২২৩



শান্ত পদাবলী

মা কে আমার দোষ দিও না, দোষ দাও তাঁর চরণতলে,
 যার পরশেতে শব শিব হ'য়ে মায়ের দোষ ঘটালে।
 ভাবুক বলে, দোষ নয় রে গুণ সে চরণতলে,
 নইলে পিতা শিব নিশিদিন, রাগ্বেন কেন হৃদকমলে।
 চরণ বলে, বটে বটে, এ কথা ঠিক নাহি হলো,
 যার কপালে আগুন, নাহি কোন গুণ,
 মা কেন বল তার কপালে ॥

স্বামিচরণ মুখোপাধ্যায়

২৬৩

শিব যদি মা তোমার স্বামী, লোটায়ে কেন পদতলে ?
 বুক পেতে দে ভয়ে ভয়ে, চায় মা তোমার মুখমণ্ডলে ?
 চরণ দুটি মনোরমা, তাই বুকে কি নেছে জ্বালা।
 তোমার আবার কি স্বামী ও মা, মা তুমি 'মা' সবাই বলে।
 ধরা কাঁপে পদতরে, বাজে নাকি বুক ধ'রে,
 নইলে বল, কেমন ক'রে, শিব ধরেছে হৃদ-কমলে !

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

২৬৪

মা কি শুধুই শিবের সতী !
 যারে কালের কাল করে শ্রমতি ॥

২২০

ছায়া-বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি ।
বল দেখি মন, সে বা কেমন, নাথের বুকে মারের লাখি ॥
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা সকলই জেনো ডাকাতি ।
সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৬৫

শ্রামা মা কি এক কল করেছে, কালী মা কি এক কল করেছে ।
এই চোদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে ।
আপনি থাকি কলের ভিতরে, কল ঘুরায় ধ'রে কল-ডুরি,
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে ।
যে কলে জেনেছে তাঁরে, কল হ'তে আর হবে না তাঁরে ।
কোন কলের ভক্তি-ভোরে, আপনি শ্রামা বাঁধা আছে ॥
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল সব অবশে রয় ।
কমল বলে, কালী গেলে, কেউ না যায় সেই কলের কাছে * ॥

অজ্ঞাত

২৬৬

এ সব ফেপা মায়ের খেলা ।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা ॥

* কেহ কেহ বলেন, এই গানটি কমলাকান্তের রচনা, কিন্তু 'কমলাকান্ত-পদাবলী'র মধ্যে ইহা নাই ।



শাক্ত পদাবলী

মাগীর আপ্যুতাবে গুপ্ত লীলা—

সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা ছুটা চেলা ॥
 কি রূপ, কি গুণ ভকী, কি ভাব, কিছুই যায় না বলা ।
 যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বালা ॥
 সন্তানে নিষ্ঠুরে বাধিয়ে বিবাদ, ঢালা দিয়ে ভাসছে ঢালা ।
 মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী, নারাজ কেবল কাকের বেল ॥
 প্রসাদ বলে, থাকে বসে ভবান্নবে ভাসিয়ে ভেলা ।
 যখন আসবে জোয়ার উড়িয়ে বাবে, ডাটিয়ে যাবে ভাঁটার বেল ॥

রামপ্রসাদ সেন



ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଯା



ব্রহ্মময়ী মা

২৬৭

কে জানে গো কালী কেমন ॥
 ঘড় দর্শনে না পায় দরশন ॥
 কালী পদ্যবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ ॥
 তাঁকে সহস্রারে মূল্যধারে সদা যোগী কবে মনন ॥
 আআরামের আশ্রা কালী, প্রমাণ প্রণবের যতন ॥
 তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
 মাগের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন ॥
 মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥
 প্রসাদ ভাসে, লোকে হাসে, সঙ্করণে নিকু তরণ ॥
 আমার মন বুঝাচ্ছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শলী হ'য়ে বামন ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৬৮

কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী,
 মহতে ত্রিগুণ দিয়া নিগুণা হলে আপনি ॥

২২৩



শাক্ত পদাবলী

তুমি চিৎ-অভিমুখী, কাষ্য-হেতু চিৎ-বিমুখী,
 চিদানন্দে পিছে রাপি, চিদ্ভানন্দে উন্মাদিনী ।
 ভাজ্য করি নির্ঝিকায়ে, মহৎ হ'তে অহঙ্কারে,
 সৃষ্টি কর সবিকারে, বিকাররূপিণী,
 সেই হতে তিন শক্তি, তিন কাষ্যে এক যুক্তি,
 তিনে এক হয়ে মুক্তি রসিকে দিও জ্ঞাননি ॥

রসিকচন্দ্র রায়

২৬৯

ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী ।
 মূল্যদ্বারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্যবিনোদিনী ॥
 শবীর শারীরযন্ত্রে, স্মৃষ্টি ত্রয় তন্ত্রে ।
 গুণভেদ মহামন্ত্রে, তিন গ্রাম-সংকারিণী ॥
 আদ্যারে ভৈরবাকার, মড়দলে ত্রিবাগ আর ।
 মনিপুরেতে মল্লার, বসন্তে হৃৎ-প্রকাশিনী ॥
 বিগুপ্ত হিলোল সুরে, কর্ণাটক আক্সাপুরে,
 তান লয় মান সুরে, ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী ॥
 মহামায়া মোহ-পালে, বন্ধ কর অনায়াসে ।
 তব লয়ে তবাকালে স্থির আছে সৌদামিনী ॥

২৭০



ব্রহ্মময়ী মা

শ্রীমদ্রামকৃষ্ণায় কয়, তব না নিশ্চয় হয়,
তব তব গুণত্রয়, কাকী-মুখ-আচ্ছাদিনী ॥*

নন্দকুমার রায় (মহারাষ্ট্র)

২৭০

কুম-কমল-মঞ্চে দোলল করালবদনী শ্রামা ।
মন-পবনে জ্বলাউছে দিবস রজনী ও মা ॥
ইড়া পিঙ্গলা নাগা, সুবুঝা মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্রামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা ॥
আবির কধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা ॥
যে দেখেছে মায়েব দোল, সে পেয়েছে মায়েব কোল ।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৭১

এবার আমি ভাল ভেবেছি ।
এক ভাবীক কাছে ভাব শিখেছি ॥

* কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে এই গানটি দেওয়ানজির রচনা বলিয়া
প্রকাশিত হইয়াছে ।

২৩১



শাক্ত পদাবলী

যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি ।
 আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধা করেছি ॥
 ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি ।
 এবার বাব ঘুম তাবের দিয়ে, ঘুমেবের ঘুম পাড়িয়েছি ॥
 সোভাগ্য গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি ।
 মনি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা কবেছি ॥
 প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়েকে মাথে ধরেছি ।
 আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মথ্য, ধর্ম্যধর্ম্য • সব ছেড়েছি ॥

বাসপ্রসাদ সেন

• শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন—“এখানে ‘ধর্ম্য’ মানে বৈধী ধর্ম্য ।
 যেমন দান কর্ত্ত্ব হবে, আত্ম, কাকালীভোজন, এই সব । এই ধর্ম্যকেই
 বলে কথ্যকাণ্ড ।”—শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কপালমুদ্র ।

গীতাতেও শ্রীভগবান্ ধর্ম্ম-শব্দটি এই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন—
 ‘সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমার শরণ গ্রহণ কর—“সকলধর্ম্মান্
 পরিত্যজ্য নামেকং শরণং ব্রজ” (১৮।৬৬)



মাতৃপূজা



মাতৃপূজা

২৭২

শ্রামাপূজা, কালীপূজা, শক্তিপূজা কথার কথা নয় ।

যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভারত শক্তি পূজে,

শক্তিহীন হতো না ।

কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়, শক্তিপূজা হয় না ।

এক মনোবিবদল, ভক্তি-গঙ্গাজল, শতদল দিলে হয় সাধনা ।

(হৃদয়) ।

দিলে আতপ অন্ন, কি মিষ্টান্ন, মায়ে তাতে ভোলেন না ;

কেবল জ্ঞান-দীপ জ্বলে, একান্ত ধূপ দিলে, ত্রক্ষয়ী পূর্ব

কবেন কামনা । (গুরে)

বনের মহিষ-অজ্ঞা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না ;

যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর

বিলাস-বাসনা । (গুরে)

কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাতি-বিচারে, শক্তিপূজা হয় না ,

সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়ের দয়া

কতু হবে না । (গুরে) ॥

হরিনাম মঙ্গলমাত্র (কাঙ্গাল কিকিরচাঁদ)



শাক্ত পর্দাবলী

২৭৩

বণবেশে দেশে মাকে যেও না কো ভয়ে স'রে ।

অশ্রু ববদ সুধা এনেছে মা ঝারি ভ'রে ॥

হৃদক না ধণ-সাজ,

সংসার-সংগ্রামে আজ,

তবে না কি স্ততে কাজ, যাতে লোকে বাচে ম'রে ।

কি যে গুণ শু সুধায়,

পেলে বিন্দু সাধনায়,

শাস্তি-সিন্ধু উথলায়, নিঝরে পড়ে গো ঝ'রে—

সাধন-সেবায় মে'চে,

সাধ যদি সুধা পে'তে,

লভ বেচে হাত পে'তে, মায়ের চরণ ধ'রে ॥

বিহারীলাল সরকার

২৭৪

শক্তিমান মহামন্ত্র কর রে আশ্রয় ।

শক্তিতে হইলে ভক্তি, মুক্তি হইবে নিশ্চয় ॥

ত্রকা বিষ্ণু লয়কারী,

সকলের সংহারী,

মহাকাল ত্রিপুরাবি, অস্ত্রতে শক্তিতে লয় ॥

শক্তি পূজা শক্তি ধ্যান,

শক্তি জ্ঞান রে শক্তি অজ্ঞান ;

শক্তি ভিন্ন নাহি ত্রাণ, শক্তি যোগে কালে জয় ।

শুচাশুচি কালাকাল,

তাজ এই ভ্রমজাল,

উপাসনা সর্বকাল, ভাল মন্দ অনিশ্চয় ॥

২৩৬



মাতৃপূজা

নাহি তায় নিষেধ-বিধি, অবিধি সেই সুবিধি,
বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্রামাচরণ সে চিন্তয় ॥

শ্রামাচরণ ব্রহ্মচারী

২৭৫

ভক্তি ভাবে ডাকলে মায়ে, মা কি ভুলে থাকতে পারে ।
মনে প্রাণে ঐক্য হ'য়ে ডেকে দেখ সকাহরে ।
ভক্তি-পুষ্প হাতে লয়ে, বিশ্বাস চন্দন মাখাইয়ে,
বাসনা-নৈবেদ্য দিয়ে, পূজ পঞ্চ উপচারে ।
জ্ঞান-দীপ জালাইয়ে, কুচিন্তা ধূপ পোড়াইয়ে,
ধ্যানযোগে মগ্ন হ'য়ে, ভাব সেই শ্রামা মাঝে ।
যত্ব বিপুলে দেহ বলি, ঘুচে যাবে মনের কালি,
তখন নিঃশব্দ-গুণে মুগ্ধমালী, উদয় হবেন কৃপা ক'রে ।
পুলিনের এই নিবেদন, এই রূপেতে কবলে পূজন,
পাবে মায়ের বান্ধা চরণ, মনের দাঁড়া যাবে দূরে ॥

পুলিনবিহারী লাল

২৭৬

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জ্ঞান ভোজের ব্যস্তি,
যে ভোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজী ।

২৩৭



শাক্ত পদাবলী

মগে বলে ফবাতোরা, গড্ বলে ফিরিজী যারা মা,
 খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী ।
 শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
 সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈবাসী কয় রাধিকাজি ।
 গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
 শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি ।
 শ্রীবামহুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে,
 এক ব্রহ্ম, দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাঞ্জি ॥

রামহুলাল মন্ডী (দেওয়ান)



সাধন-শক্তি



সাধন-শক্তি

২৭৭

হেলায় আমি যাব ত'রে,—মা গো,
তোমার ভক্তির তেলা দূড় দ'রে ।
আমার ভাঙ্গা হালে, ছেঁড়া পালে,
ভয় করি না এ ছুস্তরে ।
আমি তবঙ্গের সঙ্গে স্থখে,
ভাস্বো তোমার রূপা স্মরে ।
যদি চাবুড়ু খাই গো কখন,
ডাক্ব তোমায় ঠিকৈঃস্বরে ।
তখন দেখা দিও—দয়াময়ি,
দেখ্ব তোমায় আশি ভ'রে ॥

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

২৭৮

এবার আমি বুঝ্ব তবে ।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি—বলবো এবার যারে তারে ।

২৪১



শাক্ত পদাবলী

সে যে পিতা হ'য়ে মায়ের চরণ হুদে ধরে কোন্ বিচারে ?

পিতা পুত্রে একক্ষেত্রে দেখা মাত্রে বলবো তাবে,—

ভোলা মায়ের চরণ ক'রে চরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ।

মায়ের ধন সন্ধানে পাও, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে ?

ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমাবে ॥

শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গা'র উপরে

রামপ্রসাদ বলে, ভয় করি নে, মার অভয় চরণের ছোরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৭৯

আর তুলিলে তুলবো না গো ।

আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেজ্বো তুলবো না গো ॥

বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলবো না গো ।

সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলবো না গো ॥

ধন-লোভে মত্ত হয়ে, ঘারে ঘারে তুলবো না গো ।

আশ-বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুলবো না গো ॥

মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে তুলবো না গো ।

রামপ্রসাদ বলে, দুখ খেয়েছি, ঘোলে মিশে তুলবো না গো ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪২



২৮০

আমি কি আটাশে ছেলে ?

ভয়ে ভুলব না কোঁ চোখ রাঙ্গালে ॥

সম্পদ আমার ও বাঙ্গা পদ, শিব ধরে য়, হৃদ-কমলে ।

ও মা, আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥

শিবের দলিল সই মোহরে, বেখেছি হৃদয়ে তুলে ।

এবার করবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক

সওয়ালে ॥

জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে ।

যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল কালে ॥

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে ।

আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায় শাস্ত ক'রে লবে কোলে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৮১

আমি নই তোর ও রূপ ছেলে ।

আমি ভয় করি নে রাগ করিলে ॥

ভবের ঘাটে আনিয়ে, দিচ্ছে আমায় স্রোতে ফেলে ।

আমি হাবু ডুবু খেয়ে মরি, কর্ণধারের বাক্য তুলে ।

২৮৩



শাক্ত পদ্যাবলী

মায়ে পোয়ে বিবাদ বে মা, ত্রাহি মা গুরুদাস বলে ।
আমি ধরেছি ছাতিব না চরণ, ঘাব না বিমাতার কোলে ॥

গুরুদাস চক্রবর্তী

২৮২

কাকি দিবে কি আমারে ? (ও মা ভেবেছ কি তুমি)
আমি সিদ্ধ সেবায় বদ্ধ আছি, অসিদ্ধ কে করে ?
জ্ঞান ভাল সারিতে পবে, না জ্ঞান মা আপ্য সাবে ।
আমি মূল ধ'রে টান্ দিব যখন, থাকবে কেমন ক'রে ?
ঐ পদে ছোঁই ক'রে ফিরি, থাকি ছোঁবে ছোঁরে ।
জানি মুক্ত হওয়া সহজ কথা, আর কি দিবে মোরে ॥
প্রসাদ বলে, হৃদ-কমলে বেঁধেছি তোমাতে ।
তুমি ছাড়াও দেখি, পার কেমন রামপ্রসাদের গিরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৮৩

আয় মা সাধন সমরে,
দেখবো, মা হারে কি পুর হারে !
আরোহণ করিছে কানী-সাধন-রথে,
তপ জপ দুটা অথ যুতে তা'তে,
দিছে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্ম-বাণ বসেছি ধরে ॥

২৪৪



মা, দেখবো তোমায় রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডকা ঘেরে লব মুক্তি-ধন ।
তাতে রসনা ঝকারে, কালী নাম ছকারে,
কার সাধা আমার রণে র'ন ।
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যক্ষয়ী,
এই বার আমার রণে এসো প্রক্ষয়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে,
জিনুবো তোমারে ।

রসিকচন্দ্র রায়

২৮৪

এবার কালী তোমায় খাব,
খাব খাব গো দীন দয়াময়ী,
তাবা গুণযোগে জন্ম আমার ॥

গুণযোগে জনমিলে, সে হুহু যে মা-থেকে ছেলে ।
এবার তুমি পাও কি আমি পাই মা, দুটোর একটা করে বাব ॥
ডাকিনী ঘোগিনী দিচ্ছে, তরকারী বানাদে খাব ।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সস্তার চড়াব ॥
হাতে কালি মুখে কালি, সর্বাত্মে কালি মাখিব ।
যখন আসবে শমন বাধবে কসে, সেই কালি তার মুখে দিব ॥



শাক্ত পদাবলী

খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব ।
 এষ্ট হৃদি-পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
 যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা ঘাব,
 আমার ভয় কি তাতে, কালী ব'লে, কালেরে কলা দেখাব ।
 কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব,
 তাতে যন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥

রামপ্রসাদ সেন



নাম-মহিমা



নাম-মহিমা

২৮৫

কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা গো ।

ভীষ ভ'ঞ্জে নাম ভীষা গো ॥

আগমে নিগমে, পুরাণ নিয়মে, শিব দিতে নারে সীমা গো ।

দশ্ম অর্থ কাম, মোক্ষদায় নাম শিবের সেই মে অণিমা গো ॥

নিলে তারা-নাম, তরে পরিণাম, নাশে কলির কালিমা গো ।

ভাবত কাতর, কহে নিরন্তর, কি কর কৃপাবক্রিমা গো ॥

ভারতচন্দ্র রায়

২৮৬

দুর্গা নামে রয় না জীবের ভয় ভাবনা ।

ভয় ভাবনা যম-যাতনা রয় না, ও নাম নাও রসনা ।

নন্দী বলে, আমার শত্রু যেন রক্তভগিরি,

জয়া বলে, গোবী আমার স্বর্ণ-বল্লরী, রূপে জগৎ আলো ।

নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে কালকণী,

জয়া বলে, মার নৃপুরে ফণীর মাথার মণি,

শোভা বলবো কত ।

২৮৭



শাক্ত পদাবলী

নন্দী বলে, আমার শিবের ভস্ম গায়ে মাখা,
জয়া বলে, পাবে ব'লে আমার মায়ের দেখা,

ভোলা তাই উদাসী ।

নন্দী বলে, শোভা পক বদনমণ্ডলে,
জয়া বলে, দুর্গানামের গুণ গাইবে ব'লে, পাগল পকানন ।
নন্দী বলে, আমার প্রভু জগতের পতি,
জয়া বলে, জগৎপতির মা আমার প্রসূতি,

আত্মশক্তি যে মা ।

নন্দী বলে, ক্রুদ্র আমার মহাত্মিশূলধারী,
জয়া বলে, ধরবে ব'লে মায়ের কানোপুরী,

নৈলে থাকবে কোথা !

নন্দী বলে, আমার প্রভু সংসার সংহারে,
জয়া বলে, প্রকৃতি মা'র আত্মা-অনুসারে,

শিব কর্কে বা কি !

নন্দী বলে, আমার শিবের কুবের ভাণ্ডারী
জয়া বলে, মা'র দ্বারেতে সেই শিব ভিখারী,

অন্নপূর্ণা যে মা ।

নন্দী বলে, আমার শঙ্কু গরল পেয়েছিল,
জয়া বলে, দুর্গানামের গুণে বেঁচে গেল, নীলকণ্ঠ ভোদেয় ।



নাম-মহিমা

নন্দী বলে, মহাকাল প্রভু যে আমার,
জয়া বলে, মহাকালী বুকের উপর তার,

শিব শবের আকার ।

নন্দী বলে, শিব আমার শব কেন হইল,
জয়া বলে, মা যে শিবের শক্তি হ'রে নিল,

ইকার থাকলো না যে ।

জয়ার কথা শুনে নন্দী গুরু হ'য়ে রয়,
পরিব্রাজক বলে, গাণ্ড সকলে দুর্গানামের জয়,

—যাবে রোগ শোক ভয় ॥

পরিব্রাজক কৃষ্ণচন্দ্র সেন (কৃষ্ণানন্দ নামী)

২৮৭

জানি না কি ব'লে ডাকি তোরে, (শ্রামা মা)

কখন শঙ্কর বামে, কহু হর-ভক্তি পরে ।

কখন বিশ্ব-জননী পঞ্চভূত-নিবাসিনী ।

কহু কুলকুণ্ডলিনী সহস্রদল পদ্ম পরে ।

কখন বিশ্বরূপিনী, কহু শ্রামা (হণ্ড মা) উলঙ্গিনী,

কখন শ্রাম-সোহাগিনী, কহু রাধার পায়ে ধরে ।

২৮১



শক্তি পদাবলী

যে যা বলে শুনব না মা, মা-নামের আর নাহি তুলনা,
তাঁই ডাকি মা, ব'লে 'মা' 'মা', তোর অভয়-পদ পাবার তরে ॥

অজ্ঞাত

২৮৮

কালী কালী বল বসনা রে ।

ও মন, মটচক্র-বথ মধো জামা মা মোর বিবাহ করে ॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাধা মূলধারে ।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি ভায়, রথ চালায় দেশ-দেশান্তরে ॥
জুড়ি ঘোড়া দোড় কুচে, দিনেতে দশ কুণী মারে ।
সে যে সময়-শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে ॥
তীথে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না বে ।
ও মন-দ্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, লীতল হবে অস্তঃপুরে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেবে ।
ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার

তু অঙ্করে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৮৯

আর কি তারা ভয় বিপদে,

আমি নাম নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়েছি দুর্গম দুঃখেরি হুদে ।

২৯২



নাম-মহিমা

নামেঁতে হৃদয় মত্ত, দেহ পদে সমপিত,
 দুঃখ তোর ভাগারে কত, দে গো যা মনেরি সাথে ॥
 কালী-নাম সার করি, সায়েরে ভাসাইলাম,
 যা করাও যা তাই করি, তুচ্ছ এই বিষয়-সম্পদ ।
 সলিলে যে ঘব করেছে, শিশিরে তার কি ভয় আছে,
 বিস্ময়-সুখ সব ভাগ হযেছে, কালী-রূপ লেগেছে হৃদে ॥

ইবরতুল দাস

২৯০

ও মা কালী মুণ্ডমালী, আমায় কি তার দেখাটলি ।
 'মা' বলতে মা শিখাইয়ে, 'মা' বলতে মা মাতিয়ে দিলি ॥
 এমন সুধাতরা নামটি তোমার বল মা তারা কোথায় পেলি ।
 ভবের লোকে আমায় দেখে প্রেমিক পাগল বলে খালি,
 ঘরে স্বপ্নন আছে য-জন, তারাই আবার দেবে গালি ॥
 তা ব'লে কি ও মা শ্রামা তাদের কথায় কি আমি টলি ।
 যে যা খুসি বলে বলুক, আমি সদাই বলব কালী ॥
 মান অপমান সবই সমান মায়ায় দিয়ে জলাঙ্কলি ।
 সার করেছি রাঙ্গা চরণ ভবের কথায় আর কি তুলি ॥

মহেন্দ্রনাথ তুটুচাঁবা

২৯৩



মা হবারাধা! তারা তোমার নাম,

মোকদ্দাম তন্ত্রে গুণ্ডতে পাঠ ।

তাইতে তারা, সোমায় তার', তারা তারা তারা বোলে

ডাকছি মা সদাই ।

তুমি তারা, স্বং হি গুণধরা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা,

তোমার ধরা, সেত' বিষম দায় ।

তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল সাধনার ফলে,

ডাকি দুর্গা দুর্গ বোলে ,

ধরেছিল বাধেব ছেলে, কালকেতু তোমার ।

এবার বেঁধেছি মন আটাআটি, কোরেছি মন খুব খাটি,

তারা গো মা, এবার ধরেছি পাষাণের বেটি,

আব পালাতে পারবি নে ।

তারা গো', আজ তারা-ধরা ফাদ পেতেছি মা, হৃদয়-কাননে ।

আমায় বোলেছে সেই মহাকাল,

আছে গুরু মহাযন্ত্র-জাল,

সাধনপথে সেই জাল পেতে থাকবো কিছু কাল—

এখন ভক্তি-ডোর কোরেছি হাতে,

তারা যদি ধাস্ সে পথে,



নাম-মহিমা

ধোরঝো মা তোর হাতেনতে, বাঁধবো ছুটি চরণে ।

মন-কাঁরাগারে তোমায় রাখবো মা অতি যতনে ।

তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা, ঘোড়শোপচারে পূজা,

তেমন পূজা কোথা পাব বল,

তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঙ্কলি কোরে,

মানসে নৈবেদ্য কোরে, দিব মা তোর চরণ ধোরে,

নির্মল গঙ্গাজল ।

আমি কোথা পাব অণু বলি, মহিমা দি অজ্ঞা বলি,

দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বোলে বদনে ।

মা, এবার পালাবার পথ তোমার নাই,

উপায় নাই, সন্ধান নাই ।

তারা ধোরঝো বোলে তারা, মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা,

রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী সদাই ।

মা কে জানে তোমার লীলে,

কি ছলে কোন্ ভাবেতে রও,

কোরে যতন বহু যতন,

মন-খান্ধা নানা রতন, দিলেও তুই নও ;

তোমায় রাবণ সেই লকাপুরে, অতি যত্নে বহু কোরে,

পূজা কোরে সবংশেতে যায় ।



শাক্ত-পদাবলী

তারা গো, আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন হোয়ে,
 বিনা পূজায় আপনি গিয়ে, যশানেতে অঁয় দিয়ে,
 রক্ষা করলি ভায়।

এখন পরমার্থ পরম ধনে, আছিঁস্ যা তুই পরমধনে,
 তারা গো, তোমায় যে ভজ্জেছে, সেই পেয়েছে,
 ব্যাস লিখেছেন পুরাণে ॥

নীলমণি পাটনীর দলে গীত

২৯২

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কালী কাকৌ কেবা চায়।
 কালী কালী বলে আমার অজ্ঞপা যদি ফুৰায় ॥
 হ্রিস্কা। যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
 সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফেরে, কত সন্ধি নাহি পায় ॥
 দান এত বজ্র আদি, আর কিছু না মনে লয়।
 মদনের যাগ বজ্র—ব্রহ্মমুখীর বাজা পায় ॥
 কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে ভায়।
 দেবাদিদেব মহাদেব যার পদমুখে গুণ গায় ॥

মদন মাপ্তার

২৪৬



‘জয় কালী’ ‘জয় কালী’ ব’লে যদি আমার প্রাণ যায়,
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায় ।

অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অস্ত কেবা পায় ?

কিঞ্চিং সাহায্য জেনে শিব পড়েছেন বান্ধা পায় ॥

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজা)



চরণ-তীর্থ



চরণ-তীর্থ

২৯৪

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীবে জানে ।
 সে যে না যায় তীর্থ-পয়াটনে, কালী-কথা বিনা না শুনে কাণে,
 সক্ষা পূজা কিছু না মানেন,
 যা করেন কালী ভাবে সে মনে ॥
 যে জন কালীর চরণ করেছে দুল,
 সহজে হয়েছে বিষয়ে দুল, ভবান্নবে পাবে সে কুল,
 বল সে মূল ভাবাবে কেমনে ।
 রামকৃষ্ণ কথ, তেমনি জনে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে,
 আশি তুলু তুলু বজ্রনী দিনে,
 কালী-নামামৃত পীযুষ পানে ॥

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজা)

২৯৫

যে ভাবে তারাপদ, ঘটে কি তার আপদ,
 সে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ-প্রদায়িনী ।

২৬১



শাক্ত পদাবলী

কি আর করিবে কালে, মহাকাল যার পদতলে,
ডাকিলে 'ভয় কালী' ব'লে, কাল ভয়ে পলায় অমনি ।
মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পার অস্ত,
কালহরা কালীমন্ত তারিণী ত্রিগুণধারিণী ।
মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন করালী,
কখন হন বনমালী, কহু বাধা মন্দাকিনী ॥

দাশরথি রায়

২৯৬

আর কাজ কি আমার কাশী ?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হুং-কমলে ধ্যান-কালে আনন্দ সাগরে ভাসি ।
শবে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
কালী নামে পাপ কোথা—মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা ।
ওরে, অনলে দাহন যথা হয় বে তুলাবাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃক্লেণে পাবে ত্রাণ ।
ওরে, যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি—এ বটে শিবের উক্তি ।
ওরে, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥

২৯২



নির্ঝাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশার জল ।
ওবে, চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবাসি ।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, ককণানিধির বলে—
ওরে, চতুর্ভুজ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৯৭

তীর্থে কি হইবে ফল ভোগা মন তোব দ্বাস্তি কেনে ।
কোটিকল্প তীর্থের ফল শ্রামা শ্রমের ত্রিচরণে ॥
জ্ঞান-গঙ্গাতে কর স্নান, দেহ-কাশী কর ধ্যান,
বিশ্বসংসার-তারিণী আত্মরূপ ভাব মনে ।
ষোড়শদল উপবে, বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে,
মূলধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে ॥

ঈশ্বরচন্দ্র দাস

২৯৮

কাজ কি রে মন বেয়ে কাশী ।
কালীর চরণে কৈবল্য বাশি ॥

২৬৩



শাক্ত পদাবলী

মার্কি ত্রিশ কোটি ভীথ মায়েব ও চরণবাসী ।

যদি সন্ধ্যা জ্ঞান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী ?

অং-কমলে ভাবি বসে চতুর্ভুজা মূর্ত্যুদেশী ।

রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥

রামপ্রসাদ সেন

সমাপ্ত

পাঠান্তর

[প্রয়োজন-বোধে কয়েকটি সঙ্গীতের স্থান-বিশেষের
পাঠান্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল ।]

পাঠ	পাঠান্তর	সংখ্যা	পত্র
অগ্নে হা দেখিছি	অগ্নি যা দেখিছি	১	৩
চমকে অকপ রাশি	চমকে ও কপরাশি	১০৮	১
সপ্তবিংশ নয়নী	সপ্তবিংশ শিয় নয়নী	১০৭	৫
সদানন্দ সদা সুসী	সদানন্দ সদা শুধী	১০৯	১০
সবসে ভাসিছে	সরসে ভাসিছে	১০৯	১৩
মনেবি আঁখি ঠারি	মনেরে আঁখি ঠারি	১৫০	১১
বন্ধরকু যায় যেন ফেটে ।	যেন বন্ধরকু যায় গো ফেটে ।	১৫৯	১১
{ দুখে দুখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও, দেখি ভাউ ।	{ ভবে দেও দুঃখ মা আর কত ভাউ ।	১৭১	২
{ জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে, ভবে তরি, চরণ তরী দিলে কেমতরি, কবি কমা	{ জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে, আছি তোর অপক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে কটাক্ষেতে ক'রে পার ।	১৮৫ ১১ ও ১২	
তারি বেয়ে পড়বে	হু নরনে পড়বে	১৯৮	২



শাক্ত পদাবলী

পাঠ	পাঠ্য	বীজ সংখ্যা	পত্র ক্র
কপট মরণ	কাকির মরণ	২০৪	৬
কাকি সহস্রাবে মলাধারে	মলাধারে সহস্রাবে	২৬২	৪
{ গুণভেদে মহামহু,	{ গুণভেদে মহামহু		
{ বিন গ্রাম সকারিণী ।	{ গুণত্রয় বিস্তারিণী ।	২৬২	৪
{ আনি কালী ব্রহ্ম ভেদে মনু	{ একার জামার নাম ব্রহ্ম ভেদে,		
{ বস্মাধপু সব ভেদেভি ।	{ ধনু কনু সব ভেদেভি	২৭১	১০

অতিরিক্ত পাঠ

২৬২ সংখ্যক সঙ্গীতের মধ্যে এই দুই ছত্র—

"হৃদ ভুলে চোদ পোয়া, বন্ধ পদে যায় না যাওয়া ।

বামপ্রসাদেব বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো ॥"

কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে দৃষ্ট হয় ।



গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা *

[অকারাদি-ক্রমে]

* [কোন সংখ্যার গান কতবার রচিত, তাহা রচয়িতার নামের পাশে উল্লিখিত হইল ।]

অ

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২৫ ।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র ২১২ ।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৬৬ ।

অশ্বিনীকুমার দত্ত ২১১ ।

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৭, ১৬, ১৮, ৩১, ১৩০

ঈশ্বরচন্দ্র দাস ২৮০, ২০৭ ।

উ

উদয়চাঁদ বৈরাগী ৫৫ ।

* এই ১০৮ জনের গীত ছাড়া এই গ্রন্থে আরও এমন ১৩টি গান আছে, যেগুলির রচয়িতার নাম জানিত পাবি নাই ।



শাক্ত পদাবলী

এ

এণ্টনী সাহেব ১২৩।

ক

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ৮, ৯, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ৮, ৩০, ৩২,
৩৪, ৩৬, ৪৪, ৪৯, ৫০, ৬৫, ৮৩, ৮৮, ৯০, ৯৩, ৯৫,
১২৯, ১৩৬, ১৪০, ১৪৩, ১৪৬, ১৫১, ১৫৩, ২৩৬, ২৪২,
২৪৪, ২৪৬।

কালিদাস (বিজ্ঞ) ২১৮।

কালিদাস গুপ্তোপাধ্যায় ১০৫।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মিঞা) ৪, ১০১, ১৪৭।

কালিদাস ভট্টাচার্য্য ১৮০।

কালিদাস সরকার ২৩৩।

কালীনাথ রায় ৩১।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ২৭৭।

কিশোরীমোহন শর্মা ১২২।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজা) ২০১।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরিব্রাজক) ২৮৬।

কেশাবনাথ চক্রবর্তী ১৮৩।

কেশাবনাথ রায় ২৬০।

কৈলাসনাথ যুথোপাধ্যায় ২২২, ২৩৪।



গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা

গ

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান) ৫৪ ।

গদাধর মুখোপাধ্যায় ৫২ ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১২, ৬৩, ৬৪, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮০, ১০০, ১০৪,

১০৬, ১০৭, ১১৩, ১১৭, ১৩৩, ১৬৮, ২৫৪, ২৬৩ ।

• গুরুদাস চক্রবর্তী ২৮১ ।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮ ।

গোবর্দ্ধন চৌধুরী ২৩২ ।

গৌরমোহন রায় ১০২ ।

চ

চণ্ডী (অঙ্ক) ২২, ৭৩ ।

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮৪ ।

চন্দ্রনাথ দাস ১৭৭ ।

জ

জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ ২৪০

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক ৩৩, ১২১ ।

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯ ।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ ৯৬

ঠ

ঠাকুরদাস দত্ত ৪০



শাক্ত পদাবলী

ত

তারিণী প্রসাদ চৌধুরী ১৭৯।

তিনকড়ি বিশ্বাস ১৭৬।

তৈলোক্যনাথ কবিরঞ্জন ১৯৬।

দ

দর্পনানন্দ কবিরাজ ১৯৪।

দাশবতি বায় ১০, ৩৮, ৪৬, ৬১, ৭৭, ৮৭, ১৫৮, ১৮৫, ২০৭,

২১৪, ২২৫।

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী ৮১।

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৬৬।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৭৮।

ন

নন্দকুমার বায় (মহাবাজা) ১৩৫, ১৫৮, ১৬৯।

নন্দকুমার বায় (দেওয়ান) ১৯৯।

নবাই ময়রা ২০৫।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ১১১, ১৭৭, ২০৮, ২১৮।

নবীনচন্দ্র সেন ৪৫, ৮৫।

নরচন্দ্র বায় (কুমার) ১৬৫, ১৬৯, ১৭০, ১৮৭।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২১৬, ২৫৭।



গীত-বচয়িতাদিগের নাম-তালিকা

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ৭৪ ।

নীলমণি পাটনৌ ২২১ ।

নীলাদ্রম মুখোপাধ্যায় ১৫৬ ২২৩ ।

নীলু ঠাকুর ১৯৫ ।

নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য ২০০ ।

প

পঞ্চানন ভট্টরত্ন ২৫১ ।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫২ ।

পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০ ।

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ২৫৩ ।

পুলিনবিহারী লাল ২৭৫ ।

প্যারীমোহন কবিরত্ন ২৭, ১৬০, ২৩০ ।

ব

বনোয়ারীলাল রায় ৪৩ ।

বিষ্ণুধাম চট্টোপাধ্যায় ৭৮, ১৬৭ ।

বিহারীলাল সরকার ২৭৩ ।

ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ান) ১৭৯ ।

ব্রজমোহন রায় ৪২ ।



শক্তি পূদাবলী

ভ

ভারতচন্দ্র রায় ২৮৫ ।

ম

মদন মাষ্টার ৫৩, ২৯২ ।

মধুসূদন দত্ত ৮৪ ।

মনোমোহন বসু ২৪ ।

মহাত্মা, চাঁদ (মহাবাঙ্গা) ১১৫, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২২,
১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬ ।

মহেন্দ্রনাথ হিট্টাচায়া ১১০, ১৬৩, ১৬৪, ২৩৮, ২৯০ ।

মহেন্দ্রনাথ খান (রাঙ্গা) ৫৬ ।

মুজা হুসেন আলী ২৫৬ ।

য

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহাবাঙ্গা) ৯৯, ২১০ ।

র

রঘুনাথ দাস ১৭৩ ।

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান) ১১৪, ১৩১, ১৩৭, ১৭৫, ২১৯ ।

রজনীকান্ত সেন ১৬১ ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৩ ।

রমাপতি রায় ২৬ ।



গীত-রচয়িতাদিগের নামতালিকা

বসিকচন্দ্র রায় ৩৯, ৭২, ৯১, ২২৫, ২২৮, ২৪৮, ২৬৮, ২৮৩।

রাজকৃষ্ণ রায় ৬২।

রাধিকাপ্রসন্ন ৩।

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজা) ১৫৪, ২১৫, ২৯৩, ২৯৪।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৩, ৪১।

রামচন্দ্র ঘালী ৭০।

রামচন্দ্র রায় ১৮২।

রামদুলাল নন্দী (দেবদ্রান) ২৪৯, ২৭৬

রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) ২০।

রামপ্রসাদ সেন ১, ২, ৭, ৪৭, ৪৮, ৯২, ৯৮, ১২৭, ১২৮,
১৩৮, ১৩৯, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৯, ১৭১,
১৭২, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৮, ২০৪, ২০৬, ২১৭, ২২০,
২২১, ২২৪, ২২৭, ২২৯, ২৩১, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৯, ২৪১,
২৪৩, ২৪৫, ২৪৭, ২৫৫, ২৬১, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৭,
২৭০, ২৭১, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮২, ২৮৪, ২৮৮,
২৯৬, ২৯৮।

রায় বসু ১৩, ৬০, ৬৮, ৭১।

রামলাল দাস দত্ত ১৪১, ১৪২, ১৮১, ২০৯, ২৫২।

রূপচাঁদ পক্ষী ৮৭।

রোহিণীকুমার বিজ্ঞানভূষণ ২২৬।



শাক্ত পদাবলী

শ

শঙ্কুচন্দ্র রায় (কুমার) ১৪৫, ১৬২ ।

শিবচন্দ্র রায় (মহাবাজা) ১১৬, ১৩০ ।

শিবচন্দ্র সরকার ১১০ ।

শ্রীমাচরণ মুখোপাধ্যায় ২৬২ ।

শ্রীমাচরণ ব্রহ্মচারী ১১২, ২৭৪ ।

শ্রীধর কথক ৬৭ ।

শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজা) ২০২ ।



হরিনাথ মজুমদার (কাজাল ফিকিরটাদ) ৮৬, ৯৭, ১০৯,
২৭২ ।

হরিশোহন রায় ২০৩ ।

হরিশচন্দ্র মিত্র ১১, ৫১ ।

হরু ঠাকুর ৫৭ ।

হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মহারাজা) ১৩৪ ।



গ্রন্থ-পঞ্জী

(বর্ণানুক্রমিক)

- ১। আগমনী (গীতাভিনয়)—হরিশচন্দ্র মিত্র প্রণীত ।
- ২। আনুল কালী-কীর্তন (১ম ও ২য় ভাগ)—মহেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন বিরচিত ।
- ৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)—মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত-সম্পাদিত ।
- ৪। কমলাকান্ত পদাবলী—শ্রীকান্ত মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ।
- ৫। গান (দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস)—বিহারীলাল সরকার-প্রণীত ।
- ৬। গিরিশ-গীতাবলী—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত ।
- ৭। গীতমালা (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—বিক্রমরাম চট্টোপাধ্যায় গ্রথিত ।
- ৮। গীতরত্নগ্রন্থ—রামনিধি গুপ্ত প্রণীত ।
- ৯। গীতাবলী—প্যারীমোহন কবিরত্ন-বিরচিত ।
- ১০। গীতি-লহরী (কালী মির্জার গীতাবলী সংগ্রহ) ।



শাক্ত পদাবলী

- ১১। গুপ্ত বহোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ—
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও
প্রকাশিত।
- ১২। গৌরী-গীতিকা—ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্তৃক
প্রকাশিত।
- ১৩। জন্মভূমি (মাসিক পত্রিকা—১৩০০)।
- ১৪। ভারিণী-তত্ত্ব-সঙ্গীত—ভারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী-
বিরচিত।
- ১৫। দাশরথি বায়ের পাঁচালী—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক সম্পাদিত।
- ১৬। দুর্গোৎসব-তত্ত্ব—অশ্বিনীকুমার দত্ত-বিরচিত।
- ১৭। নীলকণ্ঠ পদাবলী—নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
- ১৮। পাঁচালী (বসিকচন্দ্র রায় প্রণীত)—শরৎচন্দ্র সোম
কর্তৃক প্রকাশিত।
- ১৯। প্রসাদ-প্রসঙ্গ—দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।
- ২০। প্রাচীন শুভাদী কবির গান—মন্মথলাল মিশ্র কর্তৃক
সংগৃহীত।
- ২১। প্রাচীন কবি-সংগ্রহ।
- ২২। বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-
সম্পাদিত।

- ২৩। বঙ্গীয় সঙ্গীত রত্নমালা—আশুতোষ ঘোষাল কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
- ২৪। বাঙ্গালীর গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত।
- ২৫। বিজয়া (মাসিক পত্রিকা ১৩২১)।
- ২৬। বিবিধ ধর্ম সঙ্গীত—প্রসন্নকুমার সেন কর্তৃক সংকলিত।
- ২৭। ব্রজ রায়ের পাঁচালী—দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত।
- ২৮। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বিহারীলাল সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।
- ২৯। মনোমোহন গীতাবলী—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত।
- ৩০। রাম বহু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিগোলাদের গীত-সংগ্রহ।
- ৩১। শ্রামা-সঙ্গীত—বসিকচন্দ্র রায়-প্রণীত।
- ৩২। শ্রীধর কথক—‘বঙ্গবাসী’ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।
- ৩৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—শ্রীম-লিখিত।
- ৩৪। সঙ্গীতকোষ।
- ৩৫। সঙ্গীত-মুক্তাবলী—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।



শাক্ত পদাবলী

- ৩৬। সঙ্গীত সন্দর্ভ—নীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত
ও প্রকাশিত।
- ৩৭। সঙ্গীতানন্দ লহরী—মাধবচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক
প্রকাশিত।
- ৩৮। সাধারণী (সাপ্তাহিক পত্রিকা—১২৮১)
- ৩৯। সাহিত্য (মাসিক পত্র—১৩০০)।
- ৪০। সৌরভ (মাসিক পত্র—১৩৪৫)।
- ৪১। হরিমোহন রায়ের সঙ্গীত-সংগ্রহ।
-